আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

ফেব্রুয়ারি, ২০২১

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

ফেব্রুয়ারি, ২০২১ঈসায়ী

সূচিপত্র

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ১৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, ৩টি সাজোঁয়া যানসহ প্রচুর গনিমত লাভ

মালিতে ফরাসী বাহিনীর প্রশিক্ষিত বিশেষ ফোর্সের উপর হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে অন্ততপক্ষে ৯ সৈন্য নিহত এবং আরো ৮ সৈন্য আহত হয়েছে। সেনাদের ৩টি সাজোঁয়া যানসহ প্রচুর অস্ত্র জব্দও করেছেন মুজাহিদগণ।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাতে, আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালির মোপতি রাজ্যের বানদিয়াগারা এলাকায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের সামরিক বাহিনী কর্তৃক প্রশিক্ষিত দেশটির মুরতাদ 'FAMA' বাহিনী এবং জেন্ডারমেরি(Gendarmerie) নামক মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক দুটি সফল হামলা চালানো হয়েছে। যেগুলো কয়েকঘন্টা যাবত স্থায়ী হয়েছিল। যার ফলে মুরতাদ মালিয়ান বাহিনীর কমপক্ষে ৯ সৈন্য নিহত এবং আরো ৮ সৈন্য আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৫ সৈন্যের অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানা গেছে।

গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে যে, আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) জানবায মুজাহিদিন এই বীরত্বপূর্ণ অভিযানটি পরিচালনা করেছেন। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে ৩টি পিকআপ ট্রাক, ১টি মোটরসাইকেল, বেশ কয়েকটি রাইফেল ও গুলি, হেলমেট, ওয়াকিটকি সহ আরো অনেক যুদ্ধ সরঞ্জামাদি জব্দ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এর আগে অর্থাৎ গত জানুয়ারিতে আল-কায়েদার এই শাখাটি মালি ও বুর্কিনা-ফাসোতে ২৬টি বোমা হামলা ও সফল অভিযান পরিচালনা করেছে। যেসব হামলায় প্রায় ৫৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো অর্ধশতাধিক সৈন্য আহত হয়েছিল।

https://alfirdaws.org/2021/02/28/47428/

খোরাসান| বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলিতে খাদ্য সহায়তা প্রদান করলো তালেবান

আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার প্রদেশে বাস্তুচ্যুত শত শত পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে তালেবান।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন গত ২৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর সামরিক অভিযানের ফলে বাস্তুচ্যুত হওয়া শত শত পরিবারের মাঝে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেছেন।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম ক্বারী ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্ এক টুইট বার্তায় বলেছেন যে, তালেবানের দাতব্য সংস্থা এবং ওয়ার্ল্ড ফুড (ডাব্লুএফপি) এর সহযোগিতায় কান্দাহার প্রদেশের পাঞ্জওয়াই জেলায় বাস্তুচ্যুত শত শত পরিবারে খাদ্য সহায়তা সরবরাহ করা হয়েছে।

কান্দাহারের পাঞ্জওয়াই এবং আরঘান্ডাব জেলায় সাম্প্রতিক কাবুল বাহিনীর সামরিক অভিযানের ফলে হাজার হাজার পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে, বর্তমানে যাদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহায়তার তীব্র প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এর লক্ষ্যে তালেবান তাদের সাধ্যমত সহায়তা করে যাচ্ছে।

এটি লক্ষ্য করা উচিত যে, তালেবান মুজাহিদিন ইতিমধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা এবং অন্যান্য বিদেশী দাতব্য সংস্থার সহায়তায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার পরিবারকে খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিতরণ করেছে। আর এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছে তালেবান।

https://alfirdaws.org/2021/02/28/47427/

গাজা উপত্যকায় কৃষক ও জেলেদের উপর ইসরায়েলি বাহিনীর আক্রমণ

গাজার উপকূলে ফিলিস্তিনি মাছ ধরার নৌকাগুলো লক্ষ্য করে আক্রমণ চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী ।

গত শুক্রবার এ ঘটনা ঘটে। এছাড়াও খান ইউনিস এলাকা কৃষকদের লক্ষ্য করে গুলি ও শব্দবোমা নিক্ষেপ করে দখলদার ইসরায়েল। খবর কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জানা যায়, গাজার সমুদ্রের ৬ নটিক্যাল মাইল গভীরে ফিলিস্তিনি জেলেরা মাছ ধরছিল। এসময় নৌকাগুলিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে একটি নৌকা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অন্যদিকে, আল কারারাহ এলাকায়ও গুলি ও শব্দবোমা নিক্ষেপ করে। ফলে কৃষকরা তাদের জমি ছাড়তে বাধ্য বাধ্য হয়।

এভাবেই নিয়মিত ইসরায়েলি আগ্রাসনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি কৃষক ও জেলেদের উপার্জন থেকে দূরে রাখছে দখলদার বাহিনী।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ১০০ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, ৭টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর পৃথক ৪টি সফল অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে কমপক্ষে ১০০ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার, আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশের শেরজাদ জেলায় তালেবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অভিযান চালানো চেষ্টা করে মুরতাদ কাবুল সরকারে কমান্ডো বাহিনী। এসময় তালেবান মুজাহিদিন তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেন, যার ফলে মুজাহিদদের জবাবি হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৩২ এরও অধিক কমান্ডো ও সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ডজনখানেক সৈন্য। এছাড়ও মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে।

একইদিনে লাগমান প্রদেশের আলী-নগর জেলাতেও মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে হামলা চালানো চেষ্টা করে কাবুল সরকারের কমান্ডো বাহিনী। এখানেও মুজাহিদদের তীব্র জবাবি হামলার শিকার হয় মুরতাদ বাহিনী। যার ফলে ১ কমান্ডার ও কমান্ডোসহ ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৯ এরও অধিক কমান্ডো আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক।

এমনিভাবে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে, কান্দাহার প্রদেশের আরঘান্ডাব জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সরকারের তথাকথিত কমান্ডো এবং সৈন্যদের ঘাঁটিতে থাকা বিস্ফোরক ভর্তি একটি ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ ঘটান। এতে সামরিক কেন্দ্রসহ পাঁচটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং ঘাঁটিতে থাকা ২১ কমান্ডো সৈন্য নিহত হয়েছে। এসময় হামলাকারী মুজাহিদ ২টি অস্ত্র গনিমত নিয়ে নিরাপদে মুজাহিদদের কাছে ফিরে আসেন।

একইদিন সকাল ৭ টার দিকে, হেলমান্দ প্রদেশের গারিশাক জেলায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক চৌকিতে তীব্র হামলা চালিয়ে তা বিজয় করে নিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং ৩১ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

তবে এই অভিযানের সময় ৩ জন মুজাহিদ আহত এবং অপর একজন মুজাহিদ শাহাদত (ইনশাআল্লাহ) বরণ করেছেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১

পাকিস্তান | "Robnaak War-4" শিরোনামে পাক-তালেবানের নতুন ভিডিও প্রকাশ

পাকিস্তান ভিত্তিক সর্ববৃহৎ ও জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অফিসিয়াল উমর মিডিয়া কর্তৃক "Robnaak War-4" শিরোনামে ২৮ মিনিট ১৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে।

ভিডিওতে সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানী মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর টিটিপির জানবায মুজাহিদিন কতৃক পরিচালিত বেশকিছু স্নাইপার হামলার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। ভিডিওটিতে অভিযানের অধিকাংশ চিত্রই ধারণ করা হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের আফগান সীমান্ত অঞ্চল থেকে।

সম্পূর্ণ ভিডিওটির ভিতরের কিছু দৃশ্য দেখুন এবং ডাউলোড করুন...

https://alfirdaws.org/2021/02/27/47411/

শরিয়ার ছায়াতলে | ৩ ব্যক্তির উপর শরয়ী হদ প্রতিষ্ঠা করল আল-কায়েদা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক আদালত দুই ব্যভিচারী পুরুষ, মহিলা এবং এক চোরের উপর হদ প্রতিষ্ঠা করেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের জলব শহরে এক চোরের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হলে, জনসম্মুখে তার উপর শরয়ী হদ কায়েম করে ইসলামী আদালত।

একইদিন উক্ত আদালত অবিবাহিত আরো এক পুরুষ ও এক মহিলার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগের আদেশ জারি করেছে। তবে ব্যভিচারী মহিলাকে তার নবজাতকের জন্ম দেওয়ার পরে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ফটো রিপোর্ট | হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) প্রশিক্ষণ ক্যাম্প- খোরাসান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাঃ প্রশিক্ষণ শিবির থেকে বিপুল সংখ্যক মুজাহিদিন ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে শরয়ী ও সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। বর্তমানে প্রশিক্ষণ শিবিরটিতে ১৬০ জন মুজাহিদ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

শিবিরটিতে সামরিক প্রশিক্ষণে কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/02/27/47405/

ফিলিস্তিনে 'পুরিম' উৎসবের অজুহাতে মসজিদে ইবরাহীমির আজান বন্ধ করে দিলো ইসরাইল

ইসরায়েলি দখলদার কর্তৃপক্ষ ইহুদি জনগণের 'পুরিম' উৎসব উদযাপনের অজুহাত দিয়ে ফিলিস্তিনের পূর্বাঞ্চলে 'খলিল' (হিব্রন) শহরের 'ইব্রাহিমি মসজিদে' আজান বন্ধ করে দিয়েছে।

গত(শুক্রবার ২৬ফেব্রুয়ারি) ইবরাহিমী মসজিদের পরিচালক ও প্রধান 'শেখ হেফজি আবু সিনাইনি' দৈনিক সংবাদপত্র "ওয়াফা" এবং এ্যারাবিক আরটি ডট কম কে জানায় যে, দখলদীর কর্তৃপক্ষ গতকাল বৃহস্পতিবার মাগরিব থেকে আজান দিতে নিষেধ করে দিয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা শনিবার ইশা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।,

তিনি আরো বলেন, যে কোনো ধর্মের অনুসারীদেরকে তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নিতী পালনে বাধা দেওয়া এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙঘন।

হিব্রোনে "ওয়াফা" সংবাদদাতা বলেন, ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী আজ সকালে ইব্রাহিমী মসজিদের আশেপাশে তাদের উপস্থিতি আরও তীব্র করে তুলেছে। এবং তল্লাশির নামে অনেক পরিবারের ঘরে হানা দিয়ে বিভিন্ন জিনিষপত্র লুণ্ঠন সহ তাদেরকে মারধরও করছে, এবং অনেককে তাদের গোয়েন্দা বিভাগের সাথে দেখা করারও নোটিশ দিয়েছে।

সূত্র: *এ্যারাবিক আরটি ডট কম,ওয়াফা নিউজ*

উত্তরপ্রদেশে কথিত মুসলিম বিদ্বেষী 'লাভ জেহাদ' বিল পাস

ভারতের উত্তরপ্রদেশে কথিত মুসলিম বিদ্বেষী 'লাভ জেহাদ' বিল পাস হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় কণ্ঠভোটে বিলটি পাস হয়।

'লাভ জেহাদ' নিয়ে হতে যাওয়া নতুন আইনে বলা হয়েছে, রাজ্যে বিয়ের জন্য কোনও নারীকে ধর্মান্তকরণ করা হলে তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে। পাশাপাশি, বিয়ের পরে ধর্ম বদলাতে চাইলে জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন জানাতে হবে। অন্যথায়, অভিযুক্তের ৩ থেকে ১০ বছরের সাজা হতে পারে। একইসঙ্গে ২৫ হাজার টাকা জরিমানাও করা হতে পারে।

এদিকে এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সিটিজেন ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস।

উত্তরপ্রদেশের একাংশের অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশ পাস হওয়া এই বিল সমাজ ও সংবিধানের চরিত্র বদলে দিতে পারে। এমনকি, সমাজের এক শ্রেণির মানুষ এটাকে হাতিয়ার করে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিয়ে দিতে পারে মুসলিদের।

গত বছরের নভেম্বরের আগে এই আইনটি জারি করেছিল উত্তরপ্রদেশের গভর্নর আনন্দিবেন প্যাটেল।

সূত্র: টাইমস নাউ

নবীকে নিয়ে যারা কুটূক্তি করবে তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড: আল্লামা মামুনুল হক

মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, আল্লাহর রাসূল (স.)কে নিয়ে যারা গালি দিবে কুটূক্তি করবে তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

বাংলাদেশের আইনজিবি সহ সকলের দায়িত্ব আল্লাহর নবীর আশেক যারা তাদের পক্ষে অবস্থান নেওয়া।

বৃটিশ ভারতে যখন রঙ্গিলা রাসূলের লেখককে একজন আল্লাহর নবীর আশেক খতম করেছিলো তখন বাংলাদেশের আইনবিজি তার পক্ষে কোর্ডে অবস্থান নিয়েছিলো।

আজ আমরাও দেখতে চাই বাংলাদেশে যারা নবীর দুশমনকে খতম করেছে, দল মন নির্বিশেষে সকলে তাদের পক্ষে অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন।

মাওলানা মামুনুল হক আরো বলেন, আমার নবীকে যারা কুটূক্তি করবে, শাসকের দায়িত্ব তাদের শাস্তি কার্যকর করা। কোন শাসক যদি এই দায়িত্ব পালনে ব্যার্থ হয় এর দায় ঐ শাসককেই নিতে হবে।

শাসকের ব্যার্থতার কারনে কোন মুসলমান ব্যাক্তিগতভাবে নিজেই আল্লাহর রাসূলের দুশমনের উপর মৃত্যুদণ্ড কায়েম করে দেয়, যদিও এটা শাসকের দায়িত্ব। তাহলে এটা শাসকের ব্যার্থতা বলে বিবেচিত হবে।

সুতরাং এই সকল আশেকে রাসূলদের শাস্তি দেওয়ার আগে শাসকের উচিত নিজেদের ব্যার্থতার কারণে নিজের শাসকের গদি ছেড়ে দেওয়া।

সূত্র: জাদিদ মিডিয়া

মসজিদুল আকসার প্রধান প্রহরীর বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল

মসজিদুল আকসার প্রধান প্রহরী ফাদি আলিয়ানের বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে ইহুদিবাদী দখলদার রাষ্ট্র ইসরায়েলের সেনাবাহিনী।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানায়, গত সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি) জেরুজালেমে অবস্থিত আলিয়ানের বাড়িটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

আলিয়ানের পরিবার জানায়, ফেব্রুয়ারির শেষে আলিয়ানের বাড়ি ভেঙ্গে দেওয়া হতে পারে বলে আগেই জানিয়েছিল ইহুদি সেনাবাহিনী। যা নিয়ে আইনি লড়াইয়েও নেমেছিল আলিয়ানের পরিবার। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই লড়াইয়ে হেরে যেতে হয় তাদের।

জানা গেছে, দশ বছর আগে বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন আলিয়ান। দুই তলা বিশিষ্ট ভবনটিতে চারটি আপার্টমেন্ট ছিল। যেখানে ১৭ জন মানুষ বসবাস করতেন। আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নারী এবং শিশু।

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, GST ব্যবস্থার বিরোধিতায় ভারতে হরতাল

মোদির সরকারের অপশাসনে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, জিএসটি ব্যবস্থা, ই-ওয়ে বিলের বিরোধিতাসহ একাধিক দাবিতে আজ ভারত বন্ধ পালিত হয়েছে। দোকানপাট বন্ধ থাকার পাশাপাশি পণ্য পরিবহন ব্যবস্থাও বন্ধ ছিল।

দেশজুড়ে এই বনধের ডাক দিয়েছিল, কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স। অল ইন্ডিয়া ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছে। চাক্কা জ্যামের ডাক দেওয়া হয়েছে এই সংগঠনের তরফে।

তাদের দাবি, প্রত্যেকটি রাজ্যস্তরের পরিবহণ সংগঠন এই বনধকে সমর্থন করেছে। দেশজুড়ে প্রায় ১৫০০ জায়গায় ধরনা-অবস্থানের ডাক দেওয়া হয়েছে। ভারত বনধে যে সংগঠনগুলি অংশ নিয়েছে তাদের আওতাধীন বাজার আজ বন্ধ ছিল। এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছে প্রায় ৪০ হাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

ছোট ব্যবসায়ী, হকারসহ অন্যান্যরাও এই বনধে শামিল বলে জানিয়েছে ট্রেডার্স সংগঠন।

ইসরাইলে স্যাটেলাইটে ধরা পড়ল গোপন পরমাণু অস্ত্র প্রকল্প

মার্কিন গণমাধ্যম এপি ইসরাইলের একটি গোপন পরমাণু অস্ত্র প্রকল্পের ছবি প্রকাশ করেছে।

একটি স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণ করে গত এক দশকের মধ্যে দেশটির সবথেকে বড় অবকাঠামো প্রকল্পটির কথা জানিয়েছে গণমাধ্যমটি।

ইসরাইলের ডিমোনা শহরের কাছে শিমন পেরেস নেগেভ পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের রিয়েক্টরের পাশেই এই প্রকল্পটি সনাক্ত করা হয়েছে। এখানে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পরমাণু গবেষণা চলছে। তবে নতুন যে স্থাপনা সেখানে দেখা গেছে তা আসলে কি জন্য নির্মাণ করা হয়েছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। এ নিয়ে ইসরাইলি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এপি। তবে তারা কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

বিশ্বের যে ক'টি দেশের কাছে পরমাণু বোমা রয়েছে তারমধ্যে ইসরাইল অন্যতম।

তবে দেশটি কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের পরমাণু বোমা থাকার কথা স্বীকার করেনি। আবার কখনো অস্বীকারও করেনি।

কথিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বন্দি লেখক মুশতাকের মৃত্যু

ফেসবুকে সরকারবিরোধী পোস্ট দেওয়ায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার লেখক মুশতাক আহমেদ গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারে মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টার দিকে তাকে মৃত অবস্থায় গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় বলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. শরীফ জানিয়েছে।

কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মো. গিয়াস উদ্দিন জানান, মুশতাক আহমেদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কারাগারের ভেতর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ফেসবুকে সরকারবিরোধী পোস্ট দেওয়ায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোর ও লেখক মুশতাক আহমেদকে গত ৫ মে রাজধানীর কাকরাইল ও লালমাটিয়া থেকে আটক করেছিল র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব)।

গত বছরের ৫ মে র‍্যাব-৩ এর ওয়ারেন্ট অফিসার আবু বকর সিদ্দিক রমনা থানায় কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোরসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে রমনা থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

ফ্রান্সের সামরিক বহরে আল-কায়েদার হামলা, নিহত ২ ক্রুসেডার

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দখলদার ফরাসী সৈন্যদের উপর সফল হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে ২ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২০/০২/২১ তারিখ শনিবার, উত্তর মালিতে অবস্থানরত দাখলদার ফরাসি ক্রুসেডার 'বোরখান' বাহিনীর একটি সামরিক বহরে বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার ফরাসি সৈন্যদের সামরিযান ধ্বংস এবং কমপক্ষে ২ সৈন্য নিহত হয়েছে।

ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মুরতাদ মালিয়ান প্রেসিডেন্ট এক বিবৃতিতে ২১ তারিখে বোরখান বাহিনীর দুই সেনা নিহত হওয়ায় ফরাসি রাষ্ট্রপতির প্রতি সমবেদনা জানিয়েছিল। যদিও ক্রুসেডার ফ্রান্স তাদের সৈন্য নিহত হওয়ার বিষয়ে এখনো কোন বিবৃতি প্রকাশ করেনি।

https://ibb.co/NTTKKCc

খোরাসান | কাবুল বাহিনীকে ৬৪০টি সামরিকযান দিচ্ছে আমেরিকা

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের কয়েকশ সামরিক যানবাহন, হামভি ট্যাঙ্ক এবং রেঞ্জার গাড়ি মুরতাদ কাবুল সরকারকে উপহার দিয়েছে। সংবাদটি নিশ্চিত করেছে, কাবুল সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (এমওডি)।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার, ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালেবান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীকে বিভিন্ন ধরনের ৬৪০টি সামরিক যান আনুষ্ঠানিক ভাবে উপহার দিয়েছে।

মুরতাদ কাবুল সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা বিবৃতি অনুসারে, মার্কিন পক্ষ কাবুল বাহিনীকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ৪০৩টি হামভি ট্যাঙ্ক, ৪৩টি রেঞ্জার গাড়ি, ১৭০ টি মোটরসাইকেল এবং ২৩টি এম্বুলেন্স উপহার দিয়েছে।

প্রতিরক্ষা উপ-সচিব শাহ মাহমুদ মিয়াখেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছে যে, সরকারি বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য এধরণের উপহার পাওয়াটা খুবই প্রয়োজন ছিল।

তালেবান মুজাহিদিন অবশ্য কাবুল সরকারকে সর্বশেষ মার্কিন সামরিক সহায়তা সম্পর্কে এখনো কোন মন্তব্য করেনি। তবে এই সাহায্য এমন সময়ে এসেছে যখন দোহায় আফগান শান্তি আলোচনার দ্বিতীয় দফার সূচনা হয়েছে এবং উভয় পক্ষই আলোচনাটি বিলম্ব না করে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

https://ibb.co/7bvTBvw

https://ibb.co/d7L2MYs

https://ibb.co/hdc0QZb

https://ibb.co/j4zJbmR

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৫ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির সামরিক বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে কমপক্ষে ২ সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার, মালির মোপটি রাজ্যের সিভারি ও কুনার মধ্যবর্তী স্থানে মুরতাদ মালিয়ান ন্যাশনাল গার্ড ইউনিটের উপর হামলা চালানো হয়েছে। আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবাজ মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় ২ মালিয়ান সেনা নিহত এবং আরো ৩ সেনা আহত হয়েছে।

https://ibb.co/gtFs9hK

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১

বাড়ি থেকে ৩ কি.মি. দূরে ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে জাম গাছের ডালের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় নিতাই বারুরীর লাশ

মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলায় নিতাই বারুরীর (২৮) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার দক্ষিণ সীমান্তবর্তী এলাকার ইকরাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের পুকুরপাড়ে জাম গাছের ডালের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

নিতাই বারুরী উপজেলার হিজলবাড়ী গ্রামের সচীন বারুরীর ছেলে। লাশের উদ্ধারস্থল ইকরাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিহতের বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। নিতাই বারুরী উপজেলার কদমবাড়ি বাজারের বিকাশ ও ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবসায়ী।

জানা যায়, আজ বৃহস্পতিবার ভোরে খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন এসে নিহতের লাশ শনাক্ত করে। এসময় গ্রামের শতশত লোক এ দৃশ্য দেখতে জড়ো হয়।

নিহতের পরিবারের সদস্য প্রকাশ বারুরী জানায়, গতকাল বুধবার দোকান করা শেষে বাড়িতে না এসে নিতাই বারুরী কদমবাড়ী বাজারের দোকানে রাতে ঘুমিয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে দুবৃত্তরা তাকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমাদের সময়

তিন দিনের আলটিমেটাম শিক্ষার্থীদের

চলতি ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে চলমান পরীক্ষাগুলোর নতুন রুটিন প্রকাশ এবং পুলিশের হাতে আটক শিক্ষার্থীদের আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তিন দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তাঁরা আপাতত আন্দোলন স্থগিত করেছেন। আগামী রোববারের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে দেশব্যাপী কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান পরীক্ষা কার্যক্রম স্থগিতের প্রতিবাদে আজ সকালে রাজধানীর শাহবাগে বিক্ষোভ করতে আসেন বিভিন্ন সরকারি কলেজের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভের জন্য জড়ো হলে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শাহবাগ থেকে ১০ শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ।

এর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা শাহবাগ থানার ফটকের পাশে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। বেলা সোয়া একটার দিকে পুলিশের রমনা জোনের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) হারুন অর রশীদ ও শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মামুন অর রশীদের নেতৃত্বে একদল পুলিশ শিক্ষার্থীদের সেখান থেকে সরিয়ে দেন। এ সময় আরও বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আটক করতে দেখা যায়।

পুলিশের বাধার মুখে পড়া শিক্ষার্থীরা কিছুক্ষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের উল্টো দিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ করেন। তখন তাঁরা সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, ‘আমরা শিক্ষার্থী হিসেবে নিজেদের যৌক্তিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে এসেছি। কিন্তু পুলিশ আমাদের বাধা দিল। আমাদের ৩০-৪০ জনকে নুরুর (ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক) লোক বলে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পুলিশ আটক করেছে। আমাদের

নারী সহযোদ্ধাদেরও গায়ে হাত তোলা হয়েছে। আমরা বলতে চাই, আমরা কোনো দল বা ব্যক্তির লোক নই। আমরা নিজেদের যৌক্তিক দাবি নিয়ে এখানে এসেছি। আমাদের আটককৃত সহযোদ্ধাদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।'

এরপর মিনিট পাঁচেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে অবস্থান করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সেখানেও পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা গিয়ে তাঁদের সরিয়ে দেন। পরে বেলা ১টা ৫০ মিনিটের দিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে থাকা শিক্ষার্থীদের অন্যতম সিদ্ধেশ্বরী কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এ কে আল আমিন সাংবাদিকদের বলেন, 'পুলিশ আমাদের বলেছিল যে আপনারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যান, রাস্তায় জটলা করবেন না। আমাদের কথা হচ্ছে, আমরা রাস্তায় জটলা করব না, তো কোথায় করব, যেখানে একটা ন্যায্য দাবিতে আমাদের আন্দোলন। ২০ জনের বেশি শিক্ষার্থীকে পুলিশ আটক করেছে। আমরা চাই, তাঁদের এখনই নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হোক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চলমান পরীক্ষাগুলোর যে নতুন রুটিন প্রকাশ করেছে, তা আমরা মানি না। আমরা মার্চের মধ্যে পরীক্ষা চাই। আমাদের দাবি না মানা হলে আগামী রোববার সারা দেশে আমরা কঠোর কর্মসূচি পালন করব। আমাদের পরীক্ষাগুলো ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চের প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। সাত কলেজের চলমান পরীক্ষা নেওয়া গেলে আমাদেরগুলো কেন নেওয়া যাবে না?'

আল আমিন আরও বলেন, 'আজকের মতো আমরা আন্দোলন স্থগিত করছি। কিন্তু আমাদের আটক সহযোদ্ধাদের যদি আজকের মধ্যে না ছাড়া হয় এবং চলমান পরীক্ষাগুলোর নতুন রুটিন প্রকাশ করা না হয়, তাহলে রোববার সারা দেশব্যাপী আমরা কঠোর আন্দোলনের ডাক দেব।' প্রথম আলো

বাংলাদেশি কিশোরকে পিটিয়ে মৃত ভেবে ফেলে গেলো ভারতীয় বিএসএফ

সীমান্তের পাশে জমিতে বোরো ধানের চারা রোপণের সময় জেলার হরিপুর উপজেলার বেতনা সীমান্তে শাহা আলম (১৭) নামে এক বাংলাদেশি কিশোরকে বেধড়ক মারধর করেছে ভারতীয় বিএসএফ'র বিরুদ্ধে। পিটিয়ে অচেতন করার পর ওই কিশোরকে 'মৃত' ভেবে বাংলাদেশ অংশে ফেলে রেখে যায় বিএসএফ। তিনি বর্তমানে হরিপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

মঙ্গলবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে হরিপুর উপজেলার বেতনা সীমান্তের ৩৬৭ পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

ভারতের কোয়ালিঘর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যদের এমন পাশবিক নির্যাতনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বেতনা বিজিবি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার হাবিব।

শাহা আলমের বাবা নজরুল ইসলাম জানান, সকালে সীমান্তের ৩৬৭ নং পিলারের কাছে নিজের জমিতে বোরো ধানের চারা রোপণ করছিল শাহা আলম। দুপুরে হঠাৎ কোয়ালিঘর ক্যাম্পের বিএসএফ'র সদস্যরা এসে

তাকে তুলে নিয়ে কাঁটাতারের কাছে পাশবিক নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের কারণে সে অজ্ঞান হয়ে গেলে মৃত ভেবে ফেলে চলে যায় বিএসএফ সদস্যরা।

পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা দেশ বানানোর দাবি

ভারত থেকে আলাদা হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রকে পৃথক দেশ বানানোর দাবি করছে খালিস্তানপন্থী সংগঠন শিখ ফর জাস্টিস। এই দাবির স্বপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের কাছে সংগঠনটি চিঠি পাঠিয়েছে। সেই চিঠিতে দাবি করা হয়েছে ভারতের অংশ হিসেবে না থেকে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি তোলা উচিত এই দুই রাজ্যের।

শিখ ফর জাস্টিসের দাবি, খুব দ্রুত এই পদক্ষেপ নেয়া উচিত বাংলা ও মহারাষ্ট্রের। অবিলম্বে এই দুই মুখ্যমন্ত্রীর উচিত কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে আলাদা হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। বাংলার সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা ও অস্তিত্ব বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত থেকে বাংলাকে আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। মহারাষ্ট্রেরও উচিত নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচাতে আলাদা হয়ে যাওয়া। এই দুই রাজ্য সংস্কৃতিগত দিক থেকে সমৃদ্ধ। তাই ভারতের অংশ হিসেবে না থেকে তাদের নিজেদের রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা উচিত।

শিখ ফর জাস্টিসের জেনারেল কাউন্সেল গুরপতওয়ন্ত সিং পান্নুম বলেছে, বাংলা ও মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতির সুবিধা নিচ্ছে রাষ্ট্র, সেই সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।

২০২০ সালে লালকেল্লায় ভারতের স্বাধীনতা দিবসে খালিস্তানি পতাকা তোলার হুমকি দিয়েছিল এই সংগঠন। যদি কেউ ভারতের স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় খালিস্তানের পতাকা উত্তোলন করতে পারে, তাহলে তাকে ১ লক্ষ ২৫ হজার মার্কিন ডলার দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। এমনই দুঃসাহসিক বিজ্ঞাপন দিয়েছিল শিখ ফর জাস্টিস।

সূত্র: ইন্ডিয়া টাইমস

কাশ্মীরে প্রশিক্ষণের সময় নিজেদের গুলি বিস্ফোরণে ভারতীয় সেনা নিহত

দখলকৃত কাশ্মীরের জম্মুতে প্রশিক্ষণের সময় রাইফেলের ব্যারেলে বিস্ফোরণের জেরে সায়ন ঘোষ নামের এক ভারতীয় মালাউন সেনা মারা গেছে। সে উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ার নাগদা গ্রামের বাসিন্দা।

জানা যায়, আখনুর সেক্টরে দখলদার ভারতীয় সেনাদের রাইফেল প্রশিক্ষণ চলছিল। তখন আচমকাই একটি বন্দুকে ব্যারেলে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে তীব্রতা এতটাই ছিল যে, ঘটনাস্থলেই মারা যায় সায়ন ঘোষ। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ২ জন।

২০১৯ সালে পুলিশের চাকরি ছেড়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল সায়ন ঘোষ। স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে জম্মুতে ৭৩ নং রেজিমেন্টে কর্মরত ছিল এই মালাউন।

কাশ্মীরে মারা যাওয়া ভারতীয় ওই সেনার পরিবার জানিয়েছে, আগে পুলিশে চাকরি করত সায়ন। কিন্তু বাবাকে দেখে ছোট থেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল তার। সায়নের বাবা একসময়ে বিএসএফর পদস্থ কর্মকর্তা ছিল। ছেলে যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন বাবা প্রথমে আপত্তি জানায়।

সূত্র: জি নিউজ

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১

মালয়েশিয়া থেকে মিয়ানমারের নাগরিকদের ‘বহিষ্কার’

হাইকোর্টের আদেশ এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর আপত্তি সত্ত্বেও মিয়ানমারের এক হাজারেরও বেশি নাগরিককে ‘বহিষ্কার’ করেছে মালয়েশিয়া সরকার। তবে যাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে, তাদের মধ্যে কোনো শরণার্থী নেই বলে জানিয়েছে দেশটি। খবর বিবিসির।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দাবি, বহিষ্কৃত নাগরিকদের মধ্যে কিছু সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠীর মানুষও রয়েছেন, যারা মিয়ানমারে নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশ ছেড়েছিলেন।

সংস্থাগুলো বলছে, মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের পর জান্তা সরকার ক্ষমতা দখল করেছে। এমন সময়ে ফেরত পাঠালে তাদের আরও বড় ঝুঁকির মধ্যে ফেলা হবে।

কিন্তু মালয়েশীয় সরকার জানিয়েছে, যাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে, তারা শরণার্থী নন। এরা সবাই অভিবাসন আইন লঙ্ঘন করে মালয়েশিয়ায় বসবাস করছিলেন।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মালয়েশিয়ার একটি সামরিক ঘাঁটি থেকে মিয়ানমার নৌবাহিনীর তিনটি জাহাজে করে মোট ১ হাজার ৮৬ জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

এর আগে, মিয়ানমারের নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়েছিল কুয়ালালামপুর হাইকোর্ট।

তার দাবি, জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর-এ নাম লিপিবদ্ধ থাকা কাউকে ফেরত পাঠাচ্ছে না মালয়েশিয়া।

অবশ্য এর আগে মালয়েশীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, তারা ১ হাজার ২০০ বন্দিকে ফেরত পাঠাবে। কিন্তু পরে সেই সংখ্যা কমে গেল কেন তা পরিষ্কার নয়।

মালি | ক্রুসেডার জোটের উপর ইস্তেশহাদী হামলা, ৩০ এরও অধিক হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে জাতিসংঘ নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার মিনোসুমা জোট বাহিনীর উপর শহিদী হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে ৩০ এরও অধিক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-কায়েদা শাখা 'জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন'এর অফিসিয়াল আয-যাল্লাকা মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত নতুন এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, গত ১০ ফেব্রুয়ারি মালির বোনি ও আরিবান্দ শহরের মধ্যবর্তী দোন্তাজা এলাকায় অবস্থিত ক্রুসেডার বাহিনীর ঘাঁটিতে একটি বীরত্বপূর্ণ ইনগিমাসী অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। যার ফলে ক্রুসেডার জোট বাহিনীর কমপক্ষে ৩০ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

ক্রুসেডার মিনোসুমা জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এই অভিযানে ৫ জন জানবায মুজাহিদ অংশ নিয়েছিলেন। যাদের মাঝে আবদুল মু'মীন আল-আনসারী (রহিমাহুল্লাহ) নামক একজন জানবায মুজাহিদ ক্রুসেডার বাহিনীকে টার্গেট করে প্রথমে শক্তিশালী গাড়ি বোমা হামলা চালান। এরপর বাকি ৪ জন মুজাহিদ ঘাঁটিতে ঢুকে বীরত্বের সাথে লড়াই শুরু করেন। যা বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ অব্যাহত ছিল। পরে ইনগিমাসী ৪ মুজাহিদ নিরাপদে ফিরে আসেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের মিনোসুমা জোটের মুখপাত্র হামলার একদিন পরেই, প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে তাদের ২০ সৈন্য হতাহত হবার সংবাদ নিশ্চিত করেছিল।

https://ibb.co/xMdBdjf

https://ibb.co/ctNmP1r

পাকিস্তান | পাক-তালেবানের হামলায় ৭ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানী মুরতাদ ফোর্সের বিরুদ্ধে পৃথক ৩টি অভিযান পরিচালনা করেছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত রবি ও সোমবার (তারিখ:২১-২২) মধ্যরাতে ডেরা-ইসমাঈল খান অঞ্চলের মুসলিম বাজারে অবস্থিতি চৌকিতে গেরিলা হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৪ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। অপরদিকে সকল মুজাহিদ নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসেন।

এমনিভাবে গত ২১ ফেব্রুয়ারি রবিবার, খাইবার পাখতুন অঞ্চলের বানো জেলায় অবস্থিত নাপাক বাহিনীর একটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন টিটিপির জানবায মুজাহিদিন। এসময় চেকপোস্টে থাকা নাকিবুল্লাহ খান নামক এক সৈন্য মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে।

এই হামলার একদিন পূর্বে, অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারি শনিবার, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মুলক-খাইল এলাকায় নাপাক সৈন্যদের সাথে তীব্র সংঘর্ষ হয় তালেবান মুজাহিদদের। ফলাফল সরূপ এক অফিসারসহ বেশ কিছু সৈন্য নিহত ও আহত হয়। অপরদিকে মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ২ জন মুজাহিদও শাহাদাত বরণ করেন।

https://ibb.co/XYTG0qt

ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় ১ হুথী নিহত, মোটরবাইক ধ্বংস

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়ামানে মুরতাদ হুথীদের উপর বোমা হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা, এতে এক সৈন্য নিহত ও একটি মোটরবাইক ধ্বংস হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২১ ফেব্রুয়ারি ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের টার্গেট করে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র জানবায মুজাহিদিন। ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের আল-মানসূর এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত বোমা হামলায় এক হুথী বিদ্রোহী নিহত এবং তাদের একটি মোটরবাইক ধ্বংস হয়েছে।

https://ibb.co/WGTjZHb

মোদি আগমনের দিন কালো দিবস পালন করবে কাশ্মীরী জনগণ

দখলকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার উপত্যকায় কালো দিবস পালিত হবে।

দখলকৃত কাশ্মীরে ২৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে কালো দিবস পালনের ঘোষণা করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে শ্রীনগর সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় মোদির সফরের বিরোধিতাকারী পোস্টার ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সর্বদলীয় হুরিয়াত কনফারেন্স উপত্যকার প্রতিটি কোণে কালো পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছে।

অন্যদিকে, দখলদার ভারতীয় মালাউন সেনাবাহিনী আক্রমণ ও অবরোধের মাত্রা পূর্বের তুলনায় বাড়িয়ে দিয়েছে।

সূত্র: ডেইলি জং।

মামলা তুলে না নেওয়ায় ঘরে ঢুকে যুবককে গুলি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় মামলা তুলে না নেওয়ায় বসতঘরে ঢুকে এক যুবককে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের দেবকালা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

গুলিবিদ্ধ যুবকের নাম মো. ওমর ফারুক (৩০), তিনি একই উপজেলার দেবকালা গ্রামের খুরশিদ আলমের ছেলে।

আহত ফারুক অভিযোগ করে বলেন, উপজেলার মোল্লাপুর গ্রামের জাফর উল্যার ছেলে সন্ত্রাসী কালা বাবুর নামে ফারুক গত বছর একটি মামলা করে। পরে সন্ত্রাসী কালা বাবু বিভিন্ন সময় ওই মামলা তুলে নেওয়ার জন্য ফারুককে হুমকি-ধমকি ও চাপ প্রয়োগ করে আসছিল।

এর সূত্র ধরে মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে কালা বাবু আমাদের ঘরে এসে আমার বুকের বাম পাশে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে চলে যায়। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

বর্তমানে ফারুক হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন তার স্বজনরা।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাহিদ নূর তুষার জানান, ওমর ফারুক নামে এক যুবকের বাম পাঁজরে শটগানের গুলি লেগেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, খবর পেয়ে বেগমগঞ্জ থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে ও একটি দল নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে রয়েছে। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো যাবে।

বেগমগঞ্জ মডেল থানার ওসি মুহাম্মদ কামরুজ্জামান সিকদার বলেন, আগের একটি মামলা তুলে না নেওয়ায় আসামি সন্ত্রাসী কালা বাবু ওমর ফারুককে গুলি করেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দিল্লিতে মুসলিম গণহত্যা: এক বছর পরেও তদন্ত অসম্পূর্ণ, মুসলিমরাই বেশি গ্রেফতার

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ভয়াবহ মুসলিম গণহত্যা শুরু হয়েছিল ঠিক এক বছর আগে আজকের দিনেই (২৩ ফেব্রুয়ারি)। ওই গণহত্যার বর্ষপূর্তিতে এসে অর্ধেকেরও বেশি মামলার তদন্ত এখনো শেষ হয়নি বলেই জানা যাচ্ছে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারির ওই দিনে অন্তত ৪০ জন মুসলিম নিহত হয়েছিল, এখনো পর্যন্ত যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে মুসলিমের সংখ্যাই বেশি।

নিপীড়িতদের অনেকেই এখনো স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টায় হিমশিম খাচ্ছেন।

এ দিকে দিল্লির যে উগ্রপন্থী বিজেপি নেতা কপিল মিশ্রর প্ররোচণামূলক বক্তৃতা দাঙ্গায় উস্কানি দিয়েছিল, সে কিন্তু চার্জশিটে অভিযুক্ত হয়নি।

বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে কপিল মিশ্র বরং দাবি করেছে নিজের কোনো কাজের জন্যই সে অনুতপ্ত নয়।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে রাজধানী দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়েই ছিল। কিন্তু ২৩ তারিখ থেকেই শহরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে তা পুরোদস্তুর গণহত্যার রূপ নেয়। তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিল্লিতে পা রাখার কথা তার দেড়দিন বাদেই।

ওদিকে জাফরাবাদ, মুস্তাফাবাদ, ব্রিজপুরীসহ বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য বাড়িঘর, দোকানপাট ও মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়া হয়। যেখানে নিহতদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ছিলেন মুসলিম।

প্রায় টানা পাঁচ দিন ধরে চলে এই সহিংসতা। আর দিল্লির বিস্তীর্ণ একটা অংশ কার্যত মৃত্যুপুরীর চেহারা নেয়। ওই দাঙ্গার প্রায় এক বছর পরে এসে দিল্লি পুলিশ কিন্তু অর্ধেকেরও বেশি মামলার তদন্তই শেষ করতে পারেনি।

দিল্লিতে দ্য প্রিন্টের সাংবাদিক অনন্যা ভরদ্বাজ দিল্লি দাঙ্গার মামলাগুলো ফলো করছে প্রথম থেকেই। তিনি জানাচ্ছেন দিল্লির দাঙ্গায় এ পর্যন্ত মোট এক হাজার ৮৮১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৬ শতাংশ বা ৬৫০ জন জামিন পেয়েছেন। তবে যারা গ্রেফতার হয়েছেন তার মধ্যে ৯৫৬ জনই মুসলিম। অর্থাৎ মুসলিমদের সংখ্যাই বেশি।

হত্যাযজ্ঞের ঠিক পর পরই দিল্লি সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে বেশ কিছু ত্রাণ শিবির স্থাপন করা হয়েছিল, ঘরবাড়ি ও আশ্রয় হারানো অনেক মানুষ সেখানে ঠাঁইও পেয়েছিলেন। কিন্তু এর মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে গোটা দেশে লকডাউন জারি হয়ে যায়, ফলে ত্রাণ শিবিরগুলোও পাট গুটিয়ে ফেলে।

দাঙ্গায় অনেক দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়ায় বহু পরিবারই তাদের রুটিরুজির উৎস হারিয়ে ফেলেন, এমন কী স্কুল পর্যন্ত জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোও।

এমনই একজন দাঙ্গাকবলিত গৃহবধূ মুস্তাফাবাদের সামিনা বেগম। তিনি বলছিলেন, 'মাথা তুলে দাঁড়াতেই চার-পাঁচ মাস সময় লেগে গেছে। লকডাউনের মধ্যেও কোনো ক্রমে একটু একটু করে বাড়ির জিনিসপত্র জোগাড় করেছি, তবু এখনো অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। এখন ঘরের জিনিস কিনব না কি বাচ্চাকে আবার স্কুলে পাঠাব, সেটাই দুশ্চিন্তা। তবে আমরা আশা ছাড়িনি এখনো।'

দাঙ্গার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে দিল্লি পুলিশ এর মধ্যে আম আদমি পার্টির নেতা ও কাউন্সিলর তাহির হোসেন, অ্যাক্টিভিস্ট শার্জিল ইমাম বা জেএনইউ-র ছাত্রী দেবাঙ্গনা কলিতাসহ অনেককেই আটক করেছে। তবে ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছেন বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র। সে দাঙ্গার আগে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল।

কপিল মিশ্র মঙ্গলবার বিবিসি হিন্দিকে বলেছে, যে তার বিতর্কিত বক্তৃতার জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নয়, সেটাও সে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

তবে দিল্লি পুলিশের তদন্তের গতিপ্রকৃতি থেকেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে তখন যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন, তাদেরই তারা উল্টো দাঙ্গার ষড়যন্ত্রকারী বা উস্কানিদাতা হিসেবে চিহ্নিত করছে।

সূত্র: *বিবিসি*

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ লাখ টাকায় ভুয়া নিয়োগপত্র

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ১৩ লাখ টাকা ঘুষের বিনিময়ে ভুয়া নিয়োগপত্র দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগী ব্যক্তি রেজিস্ট্রারের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। এ নিয়ে একটি ভিডিও ফুটেজ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একান্ত সচিব আমিনুর রহমান।

যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা হলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের কম্পিউটার অপারেটর শেরেজামান সম্রাট, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সেকশন অফিসার মনিরুজ্জামান পলাশ এবং মাস্টাররোল কর্মচারী গুলশান আহমেদ।

মঙ্গলবার উপাচার্য নাজমুল আহসান কলিমউল্লার নির্দেশে সহকারী প্রক্টর ও মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক মাসুদুল হাসানকে দিয়ে এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, কমিটি তিন কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ওই ভিডিও ফুটেজে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের মধ্যে দুজনকে নগরের অভিজাত একটি হোটেলে টাকা লেনদেন করতে দেখা গেছে। তাঁরা হলেন শেরেজামান সম্রাট ও গুলশান আহমেদ। তবে ভিডিওটি কবে ধারণ করা, তা জানা যায়নি।

গত সোমবার দেওয়া ভুক্তভোগীর অভিযোগপত্র থেকে জানা যায়, রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার বৈরাতীহাট এলাকার বাসিন্দা রুবেল সাদীকে সেকশন অফিসার-০২ পদে চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ১৬ লাখ টাকার চুক্তি করেন ওই তিন কর্মকর্তা-কর্মচারী। সেই চুক্তি অনুযায়ী তিন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তিন ধাপে মোট ১৩ লাখ টাকা প্রদান করেন রুবেল সাদী। বাকি টাকা যোগদানের সময় পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

অভিযোগপত্র থেকে আরও জানা যায়, টাকা নেওয়ার পর চাকরি দিতে টালবাহানা শুরু করেন ওই তিন কর্মকর্তা-কর্মচারী। একপর্যায়ে নিয়োগপত্রের একটি ফটোকপি দিয়ে যোগদান করতে বলা হয়। সেই নিয়োগপত্র নিয়ে রুবেল সাদী বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নিয়োগপত্রটি ভুয়া। পরে টাকা ফেরত চাইলে তাঁকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রুবেল সাদীর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রভোস্ট ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক তাবিউর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের কম্পিউটার অপারেটর শেরেজামান সম্রাট রংপুর সিটি করপোরেশনের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ইদ্রিস আলীর ছেলে। শেরেজামানের বিরুদ্ধে এর আগেও এমন অভিযোগ ছিল। তাঁকে মৌখিকভাবে সতর্কও করা হয়েছিল। এবার তথ্যপ্রমাণসহ অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাই বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১

কঙ্গোতে জাতিসঙ্ঘের গাড়িবহরে হামলা, ইতালির রাষ্ট্রদূতসহ নিহত ৩

আফ্রিকার দেশ কঙ্গোতে জাতিসঙ্ঘের গাড়ি বহরে হামলায় ইতালির রাষ্ট্রদূতসহ তিনজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করে জানিয়েছে, কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে রাষ্ট্রদূত লুকা অ্যাটানাসিওসহ কঙ্গোর সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে ভ্রমণ করছিল। গাড়িতে লক্ষ্য করে চালানো হামলায় তারা নিহত হয়।

আল-জাজিরা জানিয়েছে, পূর্ব অঞ্চলের আঞ্চলিক রাজধানী গোমার কাছে স্থানীয় সময় সোমবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিটের দিকে এ হামলা চালানো হয়।

রাষ্ট্রদূত এবং ওই সেনা গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে জাতিসংঘের সংস্থা মনুসকোর মিশন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি বহরে ভ্রমণ করছিল। সে কঙ্গোতে ইতালির রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিল।

মাত্র ২ সপ্তাহে ৮৯ টি ভবন গুড়িয়ে দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল, গৃহহীন অসংখ্য ফিলিস্তিনি

ফিলিস্তিনি মালিকানাধীন ৮৯ টি ভবন ধ্বংস করেছে দখলদার ইসরায়েল। এতে কমপক্ষে ৮৩ শিশুসহ ১৪৬ জন ফিলিস্তিনি গৃহহীন হয়েছে। এছাড়াও কমপক্ষে ৩৩০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সমন্বয় সংস্থা (ওসিএইচএ) এক বিবৃতিতে এ তথ্য দিয়েছে। খবর কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

সংস্থাটি জানিয়েছে, গত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি মাত্র ২ সপ্তাহে উত্তর জর্ডান উপত্যকার হামসা আল-বাকিয়্যাহ এলাকায় ৩৭ টি ফিলিস্তিনি ভবন সম্পূর্ণভাবে গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েল সেনাবাহিনী। এসব আগ্রাসনের অসংখ্য ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের এ এলাকাটিকে ইসরায়েল সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করতে চায়। যার ধরুন এ এলাকায় ভবনগুলো গণ-ধ্বংসের শিকার হতে হয়েছে।

অন্যদিকে, গত দুই সপ্তাহে পশ্চিম তীরের বিভিন্ন শহরে উচ্ছেদ অভিযান চালায় সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল। এতে কমপক্ষে ৮০ জন ফিলিস্তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুড়িয়ে দেয়া হয় অনেক বাড়ি।

অপরদিকে পশ্চিম তীরের উত্তর জেনিন শহরে ১৩ টি পানির পাইপ ধ্বংস দিয়েছে ইসরায়েল। ফলে মারাত্মকভাবে পানির কষ্টে ভোগছে ফিলিস্তিনিরা। এছাড়াও পূর্ব জেরুজালেম, জেনিনে ৮ টি বসতি গুড়িয়ে দেয় ইসরায়েল।

উল্লেখ্য যে, চলতি বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাত্র ২ মাসে ১৯৯ টি ভবন গুড়িয়ে দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। এটি গত বছর ২০২০ এর তুলনায় অনেক বেশি বলে জানিয়েছে ওসিএইচএ।

গুড়িয়ে দেয়া ভবনগুলোর মধ্যে এমনও কিছু ভবন রয়েছে যেগুলোকে ফিলিস্তিনিদের নিজ হাতে ভাঙতে বাধ্য করেছে ইসরায়েল। ফলে অসংখ্য ফিলিস্তিনি নিজ বাড়িঘর হারিয়ে হয়েছেন বাস্তুচ্যুত। অনেকে হয়েছেন নিঃস্ব।

বিষাক্ত রসায়নিক পদার্থ ঢেলে নষ্ট করে দেওয়া হলো ফিলিস্তিনিদের পানি

বিষাক্ত রসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে ফিলিস্তিনিদের পানি ও জমীন সিঞ্চনের পানি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। রসায়নিক পদার্থের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় পানির সাভাবিক রঙ বদলে গিয়ে লাল নীল ও খয়েরি রঙে রূপান্তরিত হয়।

পানি বিষাক্ত হওয়ায় ফিলিস্তিনিরা চরম পানি সংকটে ভুগছে বলে গত (রবিবার ২১ ফেব্রুয়ারি) এ্যারাবিক অরটি ডট কম এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও ফুটেজে পানির চিত্রগুলো ফুটে ওঠেছে।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ী ঝর্ণা বেয়ে আসা পানিগুলো বিভিন্ন রঙে প্রবাহিত হচ্ছে। যার মধ্য থেকে একটি নালার পানি একেবারে রক্তের মতো লাল দেখাচ্ছে। ভিডিওটি ফিলিস্তিনের অধিবাসী সহ বিশ্ব মুসলিমের মাঝে চরম ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে নিন্দার ঝড় বইছে।এমন ঘৃণিত কাজ ইসরাইলই করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেননা অঞ্চলটিতে দখলদাল ইসরাইল প্রায়ই নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালায়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রামাল্লার পূর্বাঞ্চলের 'ওয়াদি আন-নাব'আর' ঝর্ণার পানি বিভিন্ন নালা বেয়ে "ওয়াদি কারাওয়াত বনি যায়েদ" নামক গ্রাম ও সেখানকার কৃষী জমীনগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতো। এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমীগুলোর দিকে এর পানির প্রবাহ ও অব্যাহ ছিলো। গ্রামের লোকেরা এই পানি পান করতো এবং তাদের ক্ষেত সিঞ্চন করতো।

ভারতের সেরাম ইন্সটিটিউটের ভ্যাকসিন নিরাপদ নয়, রায় দিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট

নিরাপদ নয় ভারতের সেরাম ইন্সটিটিউটের তৈরি করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক কোভিশিল্ড। চমকে ওঠার মতোই নির্দেশ দিয়েছে মাদ্রাজ হাইকোর্ট। শুক্রবার মাদ্রাজ হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক ও ভারতের ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনালেরকে কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনকে অনিরাপদ বলে ঘোষণা করার নির্দেশনা চেয়ে একটি নোটিশ জারি করেছে। এক স্বেচ্ছাসেবকের মামলার ভিত্তিতেই এই নোটিশ জারি করা হয়েছিল।

ভারতে জরুরি ব্যবহারের অনুমোদন পাওয়া টিকাগুলির মধ্যে একটি হল কোভিশিল্ড। গত ১৬ জানুয়ারি থেকে এই ভ্যাকসিনটি দিয়ে টিকা শুরু হয়েছে দেশে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও অ্যাস্ট্রোজেনেরা এই ভ্যাকসিনটি বিকাশ করেছে। বিশ্বের সব থেকে বড় ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থা সিরাম ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়া এই টিকাটি তৈরি করছে।

কোভিশিল্ডের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অংশ নেওয়া স্বেচ্ছাসেবী আফিস রিয়াজ মাদ্রাজ হাইকোর্টে কোভিশিল্ডের বিরুদ্ধে আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের করেছে। সে কোভিশিল্ডকে অনিরাপদ হিসেবে ঘোষণা করার আবেদন

জানিয়েছে। সেই মামলার শুনানিই মাদ্রাজ হাইকোর্ট কেন্দ্র ও ডিসিজিআইকে নোটিশ পাঠিয়েছে। আগামী ২৬ মার্চের মধ্যে উত্তর দিতে বলা হয়েছে।

আসিফ রিয়াজ আবেদনে বলেছে– গতবছর পয়লা অক্টোবর কোভিশিল্ডের একটি ডোজ নিয়েছিলেন। ১০ দিন পর একাধিক জটিলতা তৈরি হয়েছে তাঁর শরীরে। তারপর ১৬ দিনের জন্য সে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। ক্ষতিপূরণ হিসেবে সে সেরামের থেকে ৫ কোটি টাকাও দাবি করেছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সেই প্রতিষ্ঠান থেকে তিন কোটি ডোজ টিকা কেনার জন্য চুক্তি করেছে।

চুক্তি অনুযায়ী, ৩রা জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকার ভারতের সেরাম ইন্সটিটিউট থেকে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা কেনার জন্য ছয়'শ কোটি টাকার বেশি জমা দেয়ার কথা এরইমধ্যে জানিয়েছে দেশটি।

চুক্তি অনুযায়ী সেরাম ইন্সটিটিউট ছয়মাসের মধ্যে তিন কোটি টিকা দেবে বাংলাদেশকে। প্রতিমাসে ৫০ লাখ টিকা আসবে।

সূত্র: পুবের কলম

ভারতে ডেলিভারি বয় ফাঁদে ফেলে ৬৬ নারীকে ধর্ষণ

ভারতে অনলাইনে কেনাকাটার এক ডেলিভারি বয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, অন্তত ৬৬ জন নারীকে ধর্ষণ করেছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে এই ঘটনা ঘটেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে জানা যায়, অভিযুক্ত বিশাল বর্মাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একটি অনলাইন বিপণির ডেলিভারি বয় তিনি।

পণ্য পৌঁছে দেওয়ার পর ফিডব্যাক নেওয়ার নামে নারীদের ফোন নম্বর সংগ্রহ করতেন বিশাল। তারপর নানা কৌশলে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করত।

এরপর বিভিন্ন সময়ে ভিডিও কল করে নানা মুহূর্তের ছবির স্ক্রিনশট জমিয়ে রাখতেন তিনি। সুযোগ বুঝে সেই সব ছবি দেখিয়ে নারীদের ব্ল্যাকমেল করে ধর্ষণ করত এ তরুণ।

গত শনিবার রাতে সুমন নামে এক বন্ধুসহ বিশালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রোববার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ৫ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। সম্প্রতি চুঁচুড়ার এক গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে বিশালের ধর্ষণের ঘটনা জানতে পারে পুলিশ।

ওই নারীর অভিযোগ, ফাঁদে ফেলে বিশাল তাকেও ধর্ষণ করে। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তার গয়নাও হাতিয়ে নেয় সে। অভিযোগকারীর দাবি, বিশাল সেই সময় তাকে জানায় যে, তিনি তার ৬৬তম 'শিকার'।

গত শনিবার রাতে চুঁচুড়া থানার পুলিশ ব্যান্ডেলের কেওটার ত্রিকোণ পার্কে অভিযান চালায়। বিশালের বাড়িতে ঢুকে তাকে এক নারীর সঙ্গে দেখতে পায় পুলিশ।

আন্দামান সাগরে আটকা পরেছে রোহিঙ্গা শরণার্থী ভর্তি নৌযান

শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর জানিয়েছে, রোহিঙ্গা শরণার্থী ভর্তি একটি নৌযান আন্দামান সাগরে আটকা পরেছে। এই রোহিঙ্গাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধার করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। খবর বিবিসি বাংলার।

সোমবার এক বিবৃতিতে বলা হয়, শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নৌযানটিতে কতজন শরণার্থী রয়েছেন তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে তারা বলছেন, নৌকাটির সবাই বাংলাদেশের কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে প্রায় ১০ দিন আগে যাত্রা শুরু করে।

ইউএনএইচসিআর বলেছে, নৌযানটিতে আটকে পড়া শরণার্থীদের শারীরিক অবস্থা খুবই শোচনীয় এবং তারা মারাত্মক পানিশূন্যতায় ভুগছে।

এরই মধ্যে বেশ কয়েক জন মারা গেছেন বলে জানায় সংস্থাটি। আর গত ২৪ ঘণ্টায় আরও কয়েকজন মারা যেতে পারে পারে বলেও আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে।

নৌযানটিতে থাকা রোহিঙ্গা শরণার্থীরা জানিয়েছে, কয়েক দিন আগেই খাবার এবং পানি শেষ হয়ে গেছে। সপ্তাহখানেক আগে নৌযানটির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে সেটি সাগরে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে।

তবে নৌযানটির অবস্থান সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি সংস্থাটি।

এ বিষয়ে ইউএনএইচসিআর এর কর্মকর্তা ক্যাথরিন স্টাবারফিল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সর্বশেষ সোমবার ভোরের দিকে ওই নৌযানটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। নৌযানে থাকা শরণার্থীদের জরুরি ভিত্তিতে সহায়তা দরকার।

ইসরায়েলের সঙ্গে মিলে নতুন গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণে সম্মত মিশর

মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে নতুন গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণে সম্মত হয়েছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ মিশর।

রবিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) আফ্রিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দেশটির জ্বালানি মন্ত্রী ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলীয় লাভিয়াথান তেলক্ষেত্র থেকে মিশর পর্যন্ত একটি গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণে সম্মত হয়েছে।

পরিচয় গোপন রাখার শর্তে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানান, এবার ইসরায়েলের পক্ষ থেকে ইউভাল স্টিনিৎজ এবং মিশেরের জ্বালানি মন্ত্রী তারেক আল মোল্লা বৈঠকটি করেছে। সেখানে তারা 'লাভিয়াথান গ্যাসক্ষেত্র থেকে মিশরের তরলীকরণ স্থাপনা পর্যন্ত উপকূলীয় গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ইউরোপে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় মিশরের তরলীকরণ স্থাপনা ব্যবহারের মাধ্যমে ইউরোপে গ্যাস রপ্তানি বৃদ্ধি করা পাইপলাইনটি নির্মাণের প্রধান লক্ষ্য।

মোল্লার ইসরায়েল সফরের পর চুক্তিটির কথা ঘোষণা করা হয়। এবার সে তেলআবিব সফরকালে দখলদার প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী গবি আশকানাজির সঙ্গেও সাক্ষাত করেছে।

সূত্র : ইসলাম টাইমস টুয়েন্টিফোর ডটকম।

২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১

নিখোঁজের ৩ দিন পর মিলল প্রকৌশলীর মরদেহ

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে নিখোঁজের তিন দিন পর বাপ্পি মাহমুদ (৩৫) নামের এক প্রকৌশলী ও ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের রান্ধুনীমুড়া বেপারী বাড়ির একটি পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

বাপ্পি হাজীগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি হাজী সেলিমের বড় ছেলে।

জানা গেছে, বাপ্পি তার বাবার সঙ্গে পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করতেন। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে তিনি বাজারে যাওয়ার উদ্দেশে বাসা থেকে বের হন। কিন্তু রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর কোথাও না পেলে তার বাবা হাজীগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।

পুলিশ জানায়, অভিযোগ পাওয়ার পর প্রকৌশলী বাপ্পিকে খুঁজতে শুরু করে পুলিশ। মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে তার অবস্থান হাজীগঞ্জ বাজারে পাওয়া যায়। পরে আজ সোমবার সকালে স্থানীয়রা খবর দিলে আমরা রান্ধুনীমুড়ার ওই পুকুর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহতের বাবা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি হাজী সেলিম বলেন, 'আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে আমার সঙ্গেই ব্যবসা শুরু করে। তার স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। আমি এখন তাদেরকে কীভাবে সান্ত্বনা দেব।'

এ বিষয়ে হাজীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর হোসেন রনি জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। আমাদের সময়

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন ইবির শিক্ষার্থীরা

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সেগুলোর আবাসিক হল খুলে দেওয়ার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনির বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। তাঁরা এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন।

আজ সোমবার দুপুরের ভার্চ্যুয়াল সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেছেন, আগামী ১৭ মে থেকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হল খুলে দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস শুরু হবে আগামী ২৪ মে থেকে। শিক্ষামন্ত্রীর এমন ঘোষণার পর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে প্রশাসন ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন ২০ থেকে ৩০ শিক্ষার্থী। তাঁরা দ্রুত হল খুলে দেওয়ার দাবি জানান প্রশাসনের কাছে। হল যত দিন খোলা না হবে আন্দোলন চলবে বলেও জানান শিক্ষার্থীরা। এ সময় উপাচার্যের কাছে তাঁরা হল খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে বক্তব্য দেন।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অনি আতিকুর রহমান বলেন, '৩ মাস পর খুলবেন, তো এত আগেই ঘোষণা দেওয়ার কী আছে? আমি ব্যক্তিগতভাবে এই মুলা ঝোলানো সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করছি।' আন্দোলনে থাকা শিক্ষার্থী জি কে সাদিক বলেন, 'শিক্ষার্থীরা জটিল সময়ের মধ্যে আছে। আশা করব, সরকার তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে। হল না খোলা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।'

প্রক্টর জাহাঙ্গীর হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, 'সরকারের সিদ্ধান্তের বাইরে আমাদের কিছুই করার নেই। দেখা যাক কী হয়।'প্রথম আলো

ফটো রিপোর্ট | ইসলামী আইন অনুসারে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার হিরান রাজ্যে আয়োজিত বিশাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ বাডা-ক্যাড বংশের প্রধান হিসাবে মনোনীত হয়েছেন উমর মোহাম্মদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলেম, হারাকাতুশ শাবাবের জেলা অধিকারক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও আম জনতা।

সম্প্রদায়টির নব নিযুক্ত প্রধান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়ে বলেন, আমি আমার সম্প্রদায়কে ইসলামী আইন অনুসারে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং হারাকাতুশ শাবাবের নেতৃত্বকে মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

অনুষ্ঠানের কিছু দৃশ্য…

https://alfirdaws.org/2021/02/22/47284/

আল-আকসায় ফিলিস্তিনিদের জুমা পড়তে ইসরায়েলের বাধা

আল কুদসে (জেরুজালেম) অবস্থিত মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা ও তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ আল-আকসায় শুক্রবার জুমার নামাজ পড়তে ফিলিস্তিনি মুসল্লিদের বাধা দিয়েছে সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সেনাবাহিনী।

পশ্চিমতীরের বেশিরভাগ মুসল্লি ইসরায়েলি বাহিনীর বাধায় জুমার নামাজ পড়তে পারেননি।

প্রাচীন শহর জেরুজালেমে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী ছাড়াও শুক্রবার বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করে ইসরায়েল।

জেরুজালেমের প্রবেশ পথে বেশ কয়েকটি চেকপোস্টে মুসল্লিদের আটক করে গাড়িতে করে নিজ এলাকায় ফেরত পাঠায় ইসরায়েলি বাহিনী।

বেশ কয়েক বছর ধরে কেবল অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেম ও ইসরায়েলের আরব শহরগুলোর বাসিন্দারাই কেবল আল-আকসায় নামাজ পড়ার অনুমোদন পাচ্ছেন।

ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভ মিছিলে দখলদার ইসরায়েলের হামলা

ফিলিস্তিনে ইসরায়েল সন্ত্রাসীদের নির্যাতন ও গ্রাম জবরদখল করে সেখানে অবৈধ ইহুদি বসতি নির্মাণের প্রতিবাদে হাজার হাজার ফিলিস্তিনিরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

পশ্চিমতীরে গত শুক্রবারে চলা মিছিলে হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সেনাবাহিনী।

বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে দখলদার বাহিনী ফিলিস্তিনিদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেটের পাশাপাশি তাজা বুলেটও ব্যবহার করে। কাঁদানে গ্যাসের কারণে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে মারেন ফিলিস্তিনিরা।

১৯৬৭ সালে মাত্র ছয়দিনের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর একের পর এক ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখল করতে থাকে বিশ্ব সন্ত্রাসীদের ক্রীড়নক ইহুদিবাদী ইসরায়েল।

পশ্চিমতীর ও জেরুজালেমে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর দখল করে সেখানে একের পর এক ইহুদি বসতি নির্মাণ করে চলছে ইসরায়েল।

https://ibb.co/3pscKCX

২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১

আওয়ামী লীগ ও জাপা সমর্থকদের সংঘর্ষ, আহত ২৫

নীলফামারীর সৈয়দপুরে পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার রাতের এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। এ সময় দুটি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগসহ প্রায় ২০টি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়।

ঘটনার প্রতিবাদে সৈয়দপুর উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগ আজ রোববার দুপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করে। এরপর দলীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত সভায় বক্তব্য বলেন, সৈয়দপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. মোখছেদুল মোমিন, সাধারণ সম্পাদক মো. মহসিনুল হক মহসিন, পৌর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম বাবু ও সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক প্রমুখ। সভায় বক্তারা এ হামলার নিন্দা জানিয়ে হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল রাত আনুমানিক ১১টার দিকে সৈয়দপুর পৌরসভার গোলাহাট ২ নম্বর উর্দুভাষী (বিহারী) ক্যাম্প এলাকায় প্রচারণা চালান জাতীয় পার্টির প্রার্থী সিদ্দিকুল আলম সিদ্দিক। এরপর প্রচারণা শেষে তিনি কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনী কার্যালয়ে ফেরার পথে ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি হিটলার চৌধুরী

ভুলুর বাসার সামনে এলে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সমর্থকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরই একপর্যায়ে তাদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়।

এ প্রসঙ্গে সৈয়দপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোখছেদুল মোমিন দৈনিক আমাদের সময়কে জানান, প্রচারণা শেষে তারা নির্বাচনী কার্যালয়ে ফেরার সময় আওয়ামী লীগের এক নেতাকে উদ্দেশ করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। এতে স্থানীয় লোকজন প্রতিবাদ করলে তারা আওয়ামী লীগ নেতা হিটলার চৌধুরী ভলুর বাসায় হামলা চালায়। এ সময় হামলাকারীরা বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ ওই নেতার বাসার আসবাবপত্র ভাঙচুর করে।

সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত খান জানান, এখনো কোনো পক্ষ লিখিত অভিযোগ করেনি।
আমাদের সময়

কথিত 'শহীদ মিনার' প্রাঙ্গণে বিএনপির সাংসদ সিরাজের ওপর ছাত্রলীগের হামলা

বগুড়া-৬ আসনে বিএনপির সাংসদ গোলাম মো. সিরাজের ওপর জেলার কথিত শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে হামলা করেন ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা। রোববার সকালে বগুড়া শহরের নওয়াববাড়ী সড়কে সোয়েল রানা বগুড়ায় শহীদ মিনারে ফুল দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিএনপির সাংসদ গোলাম মো. সিরাজ ও তাঁর সমর্থকদের ওপর হামলা হয়েছে। আজ রোববার সকাল নয়টার দিকে শহরের সাতমাথায় শহীদ খোকন পার্কের সামনে জেলা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে এই হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বিএনপির সাংসদের বিরুদ্ধে 'সিরাজ তুই রাজাকার, এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়' বলে স্লোগান দেন এবং ধাওয়া করেন।

হামলার সময় সাংসদের সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য ও বগুড়া সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলী আজগর তালুকদার অভিযোগ করেন, কোনো উসকানি ছাড়াই এমন দিনে ছাত্রলীগ বর্বর হামলা চালিয়েছে। তিনি নিজেও ছাত্রলীগের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন দাবি করেন। প্রথম আলো

আতঙ্কের আরেক নাম মালাউন ওসি দীপক

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দীপক কুমার দাসের ডাকে সাড়া না দেওয়ায় পুলিশি হয়রানিতে বেতবাড়ী গ্রাম এখন পুরুষ শুন্য হয়ে পড়েছে। সাত মাস ধরে ওসির অত্যাচারে অতিষ্ঠ দলীয় নেতা কর্মীসহ সাধারণ মানুষ।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের পূর্ব বেতবাড়িয়া গ্রামে দীর্ঘ ৭ মাস আগে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক বেতবাড়ী গ্রামের হাবিবুর রহমান হবিকে দুই পক্ষের লোকজনকে নিয়ে থানায় আসতে বলে ওসি। রাত হওয়ায় থানায় যায়নি হবি। এরপর থেকেই হবিকে ধরতে মরিয়া ওসি দীপক।

সেই ঘটনার জের ধরে প্রতিরাতে পুলিশি অভিযানের নামে পুরো গ্রামটাই তছনছ করতে থাকে ওসি। পুলিশি হয়রানি থেকে বাঁচতে শুরু হয় টাকার বাণিজ্য। অথচ গ্রামটির কারও বিরুদ্ধে থানায় নেই কোনো মামলা। রাত হলেই পুলিশি অভিযানের নামে হানা দিয়ে গ্রামে বসতিদের ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করাসহ নগদ অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাই রাত হলেই পুলিশি আতঙ্কে পুরুষ শুন্য হয় গ্রামটি। ওসিসহ থানা পুলিশের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ করছেন পুরো বেতবাড়ী গ্রামের সাধারণ মানুষের।

একাধিক ভুক্তভোগীর অভিযোগ, তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই, তারপরও থানায় আটকে রেখে টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছে। টাকা না দিলে যাকে পান তাকেই আটক করেন ওসি।

বেতবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা মৃত মোতালেব আলী সরকারের ছেলে সাইফুদ্দিন (৭০) বলেন, ‘ওসি নিজে তার পুলিশ বাহিনী নিয়ে প্রতিদিন রাতে হানা দেয়। এসময় গ্রামের মানুষ দিকবিদিক পালাতে থাকে। রাতের অন্ধকারে পালানোর সময় অনেকে আহতও হয়েছে। আমি বৃদ্ধ হয়েও আমাকে দৌড়ে পালাতে হয়েছে কয়েকবার। আমরা এ থেকে মুক্তি চাই।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই গ্রামের বাসিন্দা ও ছুটিতে আসা র‍্যাব সদস্য ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘এ থেকে একটি সমাধান হওয়া দরকার।’

উল্লাপাড়া সরকারি আকবর আলী কলেজের অনার্স পড়ুয়া ছাত্র আলমগীর হোসেন বলেন, ‘প্রতিদিন রাতে পুলিশের অভিযানে আমরা বাড়িতে থাকতে পারি না। এতে একদিকে লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে পরিবার থাকছে দুঃশ্চিন্তায়। আর যাকে ধরতে পারছে তাকে টাকার বিনিময়ে ছাড়াতে হবে। কিন্তু আমরা টাকা পাবো কোথায়।’

পড়ালেখা শেষ করে বাড়িতে মুরগী খামার ও চাষাবাদকরা মজনু রহমানের ছেলে নিজামুল হক বলেন, ‘আমার বাবাকে ফোন করে থানার দারোগারা টাকা চায়। নইলে ধরে নিয়ে ক্রস ফায়ারে দেবে বলে একাধিকবার হুমকি দিয়েছে। আমরা এখন চরম অশান্তির মধ্যে আছি।’

এ বিষয়ে উল্লাপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দীপক কুমার দাস বলেছে, ‘বেতবাড়ী গ্রামে কারও বিরুদ্ধে মামলা নেই তবে এখন মামলা হবে।

সূত্র: দৈনিক আমাদের সময়

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুকের দোকানে গোলাগুলি, হতাহত ৫

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরল্যান্সে একটি বন্দুকের দোকানে গোলাগুলিতে নিহত হয়েছে ৩ জন। পুলিশের বরাতে গণমাধ্যম এবিসি নিউজ জানিয়েছে, স্টাফদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়ে এক ক্রেতা। একপর্যায়ে ক্রেতা ও স্টাফদের মধ্যে গুলিবিনিময় হলে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যায়।

জেফারসন বন্দুক স্টোরে গোলাগুলির খবর ছড়িয়ে পড়লে ওই এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আতঙ্কে অনেকেই দোকান বন্ধ করে দেয়।

স্থানীয় পুলিশ আরও জানায়, পাল্টাপাল্টি গোলাগুলিতে দুজন নিরস্ত্র লোকও আহত হয়।

আল আকসার গেটে দাঁড়িয়ে আর বলবে না 'হে আরব জাতি! তোমরা কোথায়?'

শত অভিমান বুকে নিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ফিলিস্তিনের বিখ্যাত প্রবীণ আলেমেদীন, মসজিদ আল আকসার সেবক শায়েখ বদর আল রাজাবি। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে প্রভূর সান্নিধ্য হাসিল করেন।

৯৭ বছর বয়সী প্রবীণ ফিলিস্তিনির বিদায়ে বিশ্ব হারালো এক সাহসী পুরুষ। তিনি বন্দুকের নলের সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসকে উদ্ধার করার কথা বলতেন। আল আকসার গেটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতেন 'হে আরব জাতি তোমরা কোথায়? বায়তুল মাকদিস উদ্ধার করো। এই যে দেখ, আমি লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি তোমাদের সহযোগিতায়।'

শায়েখ বদর আল রাজাবির জন্ম ইস্রায়েলি দখলকৃত রাষ্ট্র গঠনের আগে। তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনি সংগ্রামের প্রথম সারির অন্যতম ব্যক্তি। আল্লাহ তার কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দিন। আমিন।

নোয়াখালীতে আ.লীগ সন্ত্রাসীদের সংঘর্ষ গুলিবিদ্ধ সাংবাদিকের মৃত্যু

নোয়াখালীতে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ সাংবাদিক বোরহান উদ্দিন মুজাক্কির (২৫) মারা গেছে।

গতকাল শনিবার রাত ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যায়। এর আগে তিনি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি ছিল।

গত শুক্রবার দিবাগত রাতে তাকে নোয়াখালী থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। আইসিইউ'র ১৭ নম্বর বেডে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার অবস্থা গুরুতর ছিল বলে জানিয়েছিল চিকিৎসকেরা। বোরহান দৈনিক বাংলাদেশ সমাচার পত্রিকার কোম্পানীগঞ্জ প্রতিনিধি।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া জানান, রাত ১১টার দিকে বোরহান উদ্দিন মারা যান। মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।

চিকিৎসকদের বরাতে তিনি বলেন, বোরহান উদ্দিনের গলায় গুলি লেগেছিল। তার অবস্থা সংকটাপন্ন ছিল, আইসিইউ'র ১৭ নম্বর বেডে ছিলেন তিনি। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

বোরহান উদ্দিনের বড় ভাই মুহা. নুর উদ্দিন জানান, শুক্রবার রাত থেকেই বোরহান উদ্দিন আইসিইউ'তে ছিল। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার জ্ঞান ফিরছিল না।

উল্লেখ্য, নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চাপরাশিরহাট কাঁচাবাজারে গত শুক্রবার বিকেলে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে সংবাদকর্মীসহ চারজন গুলিবিদ্ধ হয়। সংঘর্ষে অন্তত ৩৫ জনের আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।

শাম | যুদ্ধ বিরতি লঙ্ঘন করে আসাদ বাহিনীর বোমাবর্ষণ, নিহত ২

ইদলিবের অসংখ্য জায়গায় বোমাবর্ষণ করেছে সন্ত্রাসী শিয়া আসাদ বাহিনী।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ ইদলিবেসহ বেশ কয়েকটি স্থানে হামলা চালায় সন্ত্রাসী শিয়া আসাদ বাহিনী। খবর মিডল ইস্ট মনিটর।

সন্ত্রাসী আসাদ বাহিনী এ হামলার মাত্র একদিন আগে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছিল। এসব হামলায় একজন মহিলা তার পুত্র সন্তানসহ নিহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, ইদলিবের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপশহর কানসাফারা, আল ফাতিরাসহ ৮ টি এলাকায় অসংখ্য ভারী আর্টিলারি ও মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছে। রাশিয়ান বিমানবাহিনীর সহায়তায় এসব গোলাবর্ষণ করেছে আসাদ বাহিনী।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারিতে আস্তানা চুক্তির একজন প্রতিবেদক জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর আমাদের চূড়ান্ত বার্তা হচ্ছে ইদলিবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়েছে। তবে, খুব তারাতারি যুদ্ধ বিরতির সবগুলো প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন জরুরি।

গাজায় ইসরায়েলের ট্যাংক আক্রমণ, কৃষকদের নির্বিচারে গোলাবর্ষণ

গাজায় কৃষকদের উপর ট্যাংক দ্বারা আক্রমণ চালিয়েছে সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল।

ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যমের বরাতে মিডল ইস্ট মনিটর এ খবর জানিয়েছেন। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি গাজা উপত্যকার উত্তরে অবস্থিত জাবালিয়্যা শহরের পূর্ব দিকে কিছু সংখ্যক ইসরায়েলি ট্যাংক আক্রমণ চালিয়ে কৃষকদের নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে।

এ সময় ৩টি ট্যাংক ও ৩টি বুলডোজার নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে গাজার অভ্যন্তরে ঢোকে পরে সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী। সিমান্ত অতিক্রম করেই নির্বিচারে কৃষি খামার ও ফার্মগুলো ধ্বংস করতে শুরু করে সন্ত্রাসীরা। ফলে কয়েকটি ফার্ম ময়লার স্তূপে পরিণত হয়।

এ সময় ইসরায়েলি ড্রোন আকাশে উড়তে দেখা যায়।

এর ঘটনার ঠিক একদিন পূর্বেও গাজায় ৬টি ট্যাংক দ্বারা কৃষকদের উপর গোলাবর্ষণ করা হয়েছে।

স্পষ্টত তারা গাজার কৃষিজ সুবিধা ধ্বংস করতে যাচ্ছে। যাতে বাধ্য হয়ে কৃষকরা তাদের ফার্মগুলো ছেড়ে দেয়।

এভাবে ফিলিস্তিনি কৃষক ও জেলেরা প্রায় প্রতিদিন আক্রমণের শিকার হচ্ছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে।

পাকিস্তান | তালেবানের সাথে পরাজিত হয়ে আম জনতার উপর হামলা

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের যোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে একে একে পরাজিত হচ্ছে সেনাবাহিনী। আর সেই লাঞ্ছনাকর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে আম জনতার উপর। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ করেছেন দেশটি সাধারণ জনতা।

স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে ট্রাবেল নিউজ জানিয়েছে, উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কারফিউ, অযৌক্তিক অনুসন্ধান এবং রাউন্ড-আপগুলি সাধারণ নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যায় ফেলছে।

মিরআলী সীমান্তের এক বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে ট্রাবেল নিউজকে জানান যে, গত তিন দিন ধরে পাক সেনা চৌকিগুলোতে অতিরিক্ত তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এতে রোগীদের চরম অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে, এমন সময় মহিলা ও শিশুদের পর্যন্ত হয়রানী করা হচ্ছে। যা খুবই লজ্জাজনক।

আলী দাওয়ার নামে অপর এক ব্যক্তি জানান, সহিংসতার পর বিভিন্ন এলাকা থেকে যুবক-যুবতীদেরও নাপাক সৈন্যরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। একদিন পর তাদের অনেককেই নিজ বাড়ির কাছে ছেড়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু তাদের সাথে কি ধরণের আচরণ করা হয়েছে, তা বলতেও তারা লজ্জা পাচ্ছেন।

ওয়ানা এলাকা এক দোকানদার জানিয়েছেন, গত এক সপ্তাহ আগে এখানে কারফিউ জারি করা হয়েছে, যার ফলে আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি।

তিনি আরো বলেছিলেন যে, এলাকার অসুস্থ ও অভাবী মানুষেরা মারাত্মক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। যারা বাড়ি থেকে বাইরে দর কষাকষি করতেও যেতে পারছেন না। আমরা এখানে বন্দীত্বের জীবন যাপন করছি।

বান্নু এলাকা থেকে আসা এক চালক বলেছেন যে, এই পরিস্থিতিগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করছে এবং যাত্রী খুব কমই মিলছে।

তবে অধিকাংশ জনগণই অভিযোগ করছেন যে, সংঘাতের সময় টিটিপি সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে সেনারা আমাদের বাড়িঘরে বোমা ফেলছে, আমাদের ছেলে সন্তান এবং ঘরের মহিলাদের পর্যন্ত নানাভাবে তারা হয়রানী করছে। যা তাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক ও অপমানের। সেনারা টিটিপির সাথে না পেরে আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছে। এটা কেমন কাপুরুষতা!

উল্লেখ্য, গত এক সপ্তাহে টিটিপি দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং এফসির উপর বেশ কয়েকটি হামলা চালানো হয়েছে। যাতে নাপাক বাহিনীর অনকে হতাহত ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শুধু গত শুক্রবারের একদিনের হামলায় নাপাক বাহিনীর কমপক্ষে ৪৩ সৈন্য নিহত হয়েছে।

উপজাতি অঞ্চলগুলো এবং বেলুচিস্তানেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর হামলার তীব্রতা অনেকগুণ বাড়িয়েছে তেহরিক-ই-তালেবান।

https://ibb.co/zfjT4H0

পাকিস্তান | সামরিক ক্যাম্পে পাক তালেবানের হামলা, ১৩ এরও অধিক সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের এফসি ক্যাম্পে বড় ধরনের হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে দেশটির সামরিক বাহিনীর ১৩ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রাতে পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সররোগা সীমান্তের বালুচখেল এলাকায় পাকিস্তানি মুরতাদ এফসি ফোর্সের শিবিরে বড় ধরণের একটি আক্রমণ শুরু করেছেন তেহরিক-ই-তালেবান (টিটিপি) পাকিস্তানের জানবাজ মুজাহিদিন।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, মুজাহিদদের এই সফল হামলায় নাটাক ফোর্সের কমপক্ষে ১৩ এফসি কর্মী নিহত ও আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ গনিমত হিসাবে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র লাভ করেছেন - আলহামদুলিল্লাহ।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৯২ মুরতাদ সৈন্য নিহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে কমপক্ষে ৯২ সৈন্য নিহত হয়েছে।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকাল ১০ টার সময়, হেলমান্দ প্রদেশের কেন্দ্রীয় লাশকারগাহ শহরের বিভিন্ন স্থানে তালেবান মুজাহিদদের সাথে বেশ কিছু লড়াই হয়েছে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক, ১টি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং কমপক্ষে ২২ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

অপরদিকে গত ২০ ফেব্রুয়ারি শনিবার রাত ১০ টায়, কান্দাহার প্রদেশের আরগিস্তান ও মারুফ জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক ২টি অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে ৩ কমান্ডারসহ কমপক্ষে ১৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

একইদিন রাত এশার (৯:০০) সময়, হেলমান্দ প্রদেশের লাশকারগাহ শহরে অবস্থিত কাবুল বাহিনীর কয়েকটি সামরিক চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ৩টি চৌকি এবং তাতে থাকে সকল সামরিকযান ও ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে গেছে। মুজাহিদগণ বিজয় করে নিয়েছেন একটি সামরিক চৌকি নিহত ও আহত হয়েছে ২৯ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য। তবে এসময় ৪ জন মুজাহিদ আহত এবং অপর একজন মুজাহিদ ভাই আহত হয়েছেন। ইন্নালিল্লাহ্ ...

এর আগে অর্থাৎ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মধ্যরাতে, কাপিসা জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একাধীক চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে মুজাহিদগণ ২টি চৌকি বিজয় করেছেন। মুজাহিদদের হামলায় ৩ সৈন্য নিহত, ৪ সৈন্য আহত, ৩ সৈন্য গ্রেফতার হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ অনেক অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

এমনিভাবে, কুন্দুজ প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর ও ইমাম সাহেব জেলায় পৃথক দুটি অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে ৭ কমান্ডো নিহত এবং আরো ৭ সৈন্য আহত হয়েছে।

একইভাবে শুক্রবার সকাল ১০ টায় গজনী প্রদেশের খাওয়াজাহ জেলায় কাবুল বাহিনীর রেঞ্জার গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

https://ibb.co/YZsby9L

২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১

ভারতে জনসম্মুখে আইনজীবী দম্পতিকে কুপিয়ে হত্যা

ব্যস্ত সড়কে গাড়ি থেকে নামিয়ে আইনজীবী দম্পতিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। করা হয় একের পর এক ছুরিকাঘাত। এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

ভারতের তেলেঙ্গানার মন্থনি ও পেড্ডাপল্লী শহরে ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। তবে ঘটনার মূলহোতা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম দ্য হিন্দুর খবরে বলা হয়, স্বামী গট্টু ভমন রাও এবং স্ত্রী পিভি নগামণি- দু'জনেই তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের আইনজীবী। তাদের জনসম্মুখে কুপিয়ে হত্যা করা হলেও এগিয়ে আসেননি কেউ। কারণ সবাই ব্যস্ত ছিল ঘটনাটি ভিডিও ধারণ করতে।

ভিডিওতে দেখা গেছে, ব্যস্ত সড়কে হঠাৎই উল্টোদিক দিয়ে আইনজীবী স্বামী-স্ত্রীর গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় কালো রঙের একটি গাড়ি। সেখান থেকে দুজন ব্যক্তি বেরিয়ে টেনে হিঁচড়ে নামায় স্বামী-স্ত্রীকে । তারপর ধারাল অস্ত্র দিয়ে একের পর এক কোপাতে থাকে তাদের। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সবার চোখের সামনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান হামলাকারীরা।

একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হামলাকারী বারবার বুকে ছুরিকাঘাত করছে গট্টু ভমনের। গাড়ির ঠিক পাশে একটি বাস কিছুক্ষণের জন্য গতি নিয়ন্ত্রণ করে, হর্ন বাজাতে থাকে। এছাড়াও পাশে থাকা এক যুবক বাইক থামিয়ে দেখতে থাকেন গোটা ঘটনা। এরপর সকলেই সরে যান এলাকা থেকে।

অন্য একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, মারাত্মকভাবে জখম হন স্ত্রী নগামণি, গাড়ির দুই সিটের মাঝে আটকে রয়েছে। আরও একটি ভিডিও সামনে এসেছে, যাতে দেখা গেছে, ভামন রাও রাস্তায় পড়ে আছে, রক্ত চারিদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।

খবরে বলা হয়েছে, আইনজীবী দম্পতি আগে থেকেই হামলার আশঙ্কা করেছে। এরপরই হামলাকারীদের হাতে তাদের প্রাণ দিতে হলো তাদের।

সূত্র: জি নিউজ ও নিউজ ১৮

পাকিস্তান | সেনা অভিযানকে ব্যর্থ করল পাক তালেবান, ৩০ এরও অধিক সেনা হতাহত

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর অভিযানকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৩০ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার, পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মীরআলী সীমান্তে অবস্থিত তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদদের একটি ঘাঁটিতে অপারেশনের জন্য এসেছিল দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনী। কিন্তু টিটিপির মুজাহিদগণ তাদের গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে পূর্বেই এই অপারেশনের তথ্য পেয়ে যান। তাই মুজাহিদগণ সংবাদ পাওয়ার পরপরই ঘাঁটি ছেড়ে সামরিক কাফেলা আসার অপেক্ষায় লক্ষ্য স্থির করে বসে থাকেন।

সেনাবাহিনী মুজাহিদদের কাছাকাছি যাওয়ার সাথে সাথেই মুজাহিদিনরা নাপাক সেনাবাহিনীকে টার্গেট করে আক্রমণ চালাতে শুরু করেন। সকাল থেকে শুরু হওয়া এই লড়াই ঐদিন সন্ধ্যা অবধি অব্যাহত থাকে। তালেবান জানিয়েছে যে, মুজাহিদদের তীব্র হামলায় এসময় নাপাক সেনাবাহিনীর কমপক্ষে ৩০ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে, এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ সহায়তায় মুজাহিদিনরা নিরাপদে অবরোধ থেকে সরে পড়তে সক্ষম হন।

টিটিপির মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, পাক মিডিয়াগুলো মুজাহিদদের সফল এই অভিযানের বিষয়ে একেবারেই নিশ্চুপ থাকার ভূমিকা পালন করছে। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাদের বড় বড় মিথ্যা প্রচারণাকে টিটিপি একের পর এক মিথ্যা প্রমাণিত করছে।

এটি লক্ষ করা উচিত যে তাদের একটি বড় দাবি "ছাড়পত্র" মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার কারণে সাম্প্রতিক হামলাগুলি সম্পর্কে জাতীয় মিডিয়া পুরোপুরি নীরব ছিল।

https://ibb.co/0DL5GfG

আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার না করার সিদ্ধান্ত ন্যাটোর

ট্রাম্প সৈন্য সরানোর কথা বলেছিল। কিন্তু ন্যাটো আপাতত আফগানিস্তান থেকে সৈন্য সরাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আফগানিস্তান থেকে এখনই সরছে না সৈন্য। জানিয়ে দিয়েছে ন্যাটোর প্রধান।

ন্যাটোর মিলিটারি অ্যালায়েন্সের সেক্রেটারি জেনারেল জেনস স্টোলটেনবার্গ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জানিয়েছে, যৌথ বাহিনী কবে আফগানিস্তান থেকে সরবে, তা নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। ২০২০ সালে অ্যামেরিকা এবং তালেবানের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি হয়েছিল, তা মেনে চললে ১ মে-র মধ্যে ন্যাটোর সৈন্য আফগানিস্তানের মাটি থেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা।

প্রেসিডেন্ট কালের একেবারে শেষ পর্বে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছিল, ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যেই অ্যামেরিকা তাদের সৈন্য আফগানিস্তান থেকে সরিয়ে নেবে। যদিও ট্রাম্পের ওই ঘোষণার সঙ্গে সহমত পোষণ করেনি ন্যাটো। ন্যাটো জানিয়েছিল, যৌথ বাহিনীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সৈন্য আমেরিকার। তারা সৈন্য সরিয়ে নিলে এতদিনের মিশন বিফল হবে। বাইডেন ক্ষমতায় আসার পরে অবশ্য ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। তারই মধ্যে ইউরোপের একাধিক দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে ন্যাটো প্রধান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

ব্রাসেলসে বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসেছিল স্টোলটেনবার্গ। সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের জানায়, ন্যাটো অনেকগুলি বিষয় নিয়ে চিন্তিত। গত দুই দশকে লাখ লাখ অর্থ খরচ হয়েছে। এখন যদি দ্রুত সেনা ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে মিশন সফল হবে না। এতদিনের পরিশ্রম বিফলে যাবে। সে কারণেই সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

ন্যাটো প্রধানের বক্তব্য, ২০২০ সালে অ্যামেরিকার সঙ্গে আফগানিস্তানের শান্তি চুক্তি সই হয়েছিল। সেখানে ২০২০১ সালের ১ মে-র মাধ্যমে সেনা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছিল। ন্যাটোর বক্তব্য, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিস্থিতি এখনো আসেনি আফগানিস্তানে। ফলে আপাতত ফোর্স সরানো হবে না।

জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রীও ন্যাটোর প্রধানকে সমর্থন করেছে। ডিডাব্লিউকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, এখন সেনা সরিয়ে নিলে ইউরোপে আক্রমণের সম্ভাবনা আরো বেড়ে যাবে। ফলে আপাতত সেনা সরানোর প্রশ্নই ওঠে না।

তবে ১ মে-র মধ্যে ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তান থেকে সরে না গেলে তালেবান ফের আক্রমণাত্মক হতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। ন্যাটো প্রধান জানিয়েছেন, সেই আশঙ্কা মাথায় রেখেই পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা করা হবে।

সূত্র: ডি ডব্লিউ

---

২০ বছর পর আফগান থেকে বিদায় নিচ্ছে নিউজিল্যান্ডের সেনারা

আগামী মে মাসের মধ্যে আফগানিস্তানে থাকা অবশিষ্ট সেনা সদস্যদের সরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে নিউজিল্যান্ড।

বুধবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন এক বিবৃতিতে এই ঘোষণা দেয়।

জেসিন্ডা আরডার্ন বলেন, দীর্ঘ ২০ বছর পর আফগানিস্তান থেকে এনজেডডিএফকে সরিয়ে নেবার সময় এসেছে। এটি আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় সেনা মোতায়েনের ঘটনার একটি। 'মূল অংশীদারদের' সাথে আলোচনা করেই নিউজিল্যান্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন আগ্রাসনের পর থেকে নিউজিল্যান্ড সাড়ে তিন হাজারের বেশি প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য এজেন্সির সদস্য মোতায়েন করেছে।

বর্তমানে আফগানিস্তান ন্যাশনাল আর্মি অফিসার অ্যাকাডেমির সাথে তিনজন এবং ন্যাটো রেজল্যুট সাপোর্ট মিশন হেডকোয়ার্টারে তিনজনসহ মোট ছয়জন সেনা কর্মকর্তা মোতায়েন রয়েছে। গত ২০ বছর ধরে দেশটিতে সেনা মোতায়েন করে রেখেছিল নিউজিল্যান্ড। এটিই নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় সেনা মোতায়েন। দীর্ঘ সময় অবস্থানের ফলে তাদের শুধু ক্ষতিকেই বৃদ্ধি করেছে।

মুসলিমদের প্রতি পরিকল্পিত বৈষম্য নীতি গ্রহণ করছে ভারতীয় মালাউন সরকার

ভারত সংখ্যালঘু মুসলিমদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)।

শুক্রবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি বলেছে, ভারত সরকার পরিকল্পিতভাবে এমন আইন ও নীতি গ্রহণ করছে যেগুলো মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক। দিল্লিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি মুসলিমবিরোধী গণহত্যার প্রথম বার্ষিকী সামনে রেখে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে এইচআরডব্লিউ। ভয়াবহ ওই পগরমে অন্তত ৫৩ জন নিহত হয়। এর মধ্যে ৪০ জনই ছিল মুসলিম। ভারত সরকারের মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিক আইনের প্রতিবাদকারীদের ওই দাঙ্গার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়।

এইচআরডব্লিউ বলেছে, একটি বিশ্বাসযোগ্য ও নিরপেক্ষ তদন্তের বদলে ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে লোকজনকে সহিংসতায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ কাজে পুলিশও তাদের সহযোগিতা করেছে। কর্তৃপক্ষ অ্যাক্টিভিস্ট ও বিক্ষোভ আয়োজনকারীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে।

এইচআরডব্লিউ-এর দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক মিনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজেপি মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের হামলা থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তা-ই নয় তারা বরং এই ধর্মান্ধতায় রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে।

দিল্লির ওই দাঙ্গার ঘটনায় উল্টো রাষ্ট্রযন্ত্রের সহিংসতার শিকার মুসলমানদের আসামি করেই অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ। তাদের সবাই বিতর্কিত মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে ১৭ হাজার পৃষ্ঠার ওই বিশাল অভিযোগপত্রে সিএএ-র পক্ষে প্রচার চালানো একজনকেও আসামি করা হয়নি। আসামিদের কঠোর সন্ত্রাসবিরোধী বেআইনি কার্যক্রম প্রতিরোধ আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের গুলিতে ২ পুলিশ নিহত

কাশ্মীরে কথিত অভিযানে বন্ধুকযুদ্ধে স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের পাল্টা গুলিতে নিহত হয়েছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার দখলকৃত কাশ্মীরের ২ পুলিশ।

শুক্রবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দখলকৃত কাশ্মীরের শ্রীনগরে ওই ২ জন পুলিশ সদস্য মারা যায়।

জানা যায়, অপর দুইটি বন্দুকযুদ্ধেও স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের বুলেটে কুপোকাত হয়ে প্রাণ হারায় ভারতীয় ১ মালাউন পুলিশ।

অপরদিকে দখলদার ভারতীয় বাহিনীর গুলিতে দুইজন স্বাধীনতাকামীও শহীদ হয়েছেন বলে জানা যায়।

সূত্র: আল জাজিরা

হোস্টেলে সিট নিয়ে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ, আহত ৯

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে বাঘমারা ছাত্রাবাসের সিট দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষে নয়জন মেডিকেল ছাত্র আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

সংঘর্ষে আহত হয়েছেন-মেডিকেল ছাত্র রোকন, রোপা, শাওন, সৌরভ, রিফাত, ইসতিয়াক, রামিম ও জায়েদ। তাদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ময়মনসিংহ নগরীর বাঘমারা মেডিকেল ছাত্রাবাসে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের একজন সমর্থককে ছাত্রাবাস থেকে বের করে দেয় যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের সমর্থকরা। এতে উত্তেজনা দেখা দেয়।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. চিত্তরঞ্জন দেবনাথ রাত ১০টায় মুঠোফোনে বলেন, ‘সিট দখলকে কেন্দ্র করে দু’গ্রুপের মধ্যে মারামারি হয়েছে। আমাদের সময়

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১

সিরিয়া | ৭ মাস পর মুক্তি পেলেন সাংবাদিক বিলাল আবদুল কারিম

সিরিয়ায় বিদ্রোহী গ্রুপ তাহরির আশ-শাম (এইচটিএস) কর্তৃক আটক হওয়ার প্রায় ৭ মাস পর মুক্তি দেওয়া হয়েছে সাংবাদিক বিলাল আবদুল কারিমকে।

জানা যায় যে, মার্কিন-বংশোদ্ভূত সাংবাদিক বিলাল আবদুল করিম ছিলেন সিরিয়ান ও বিশ্ব মুসলিমদের নিকট জনপ্রিয় একজন সাংবাদিক। যিনি যুদ্ধের উত্তপ্ত ও কঠিন মুহূর্তেও সিরিয়ান মুসলিমদের বাস্তব চিত্রকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। এই কাজ করতে গিয়ে বারবার বাধাপ্রাপ্তও আহত হয়েছিলেন তিনি।

গত বছরের (২০২০) আগস্টে এইচটিএস নির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই তাকে আটক করে, দীর্ঘ ৭ মাস ইদলিবের কোন গোপন এক কারাগারে তাকে বন্দী রাখে দলটি। অতঃপর গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সময় সন্ধা ৬:৩০ মিনিটে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আবদুল কারিমকে কেন দীর্ঘ এই সময় গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল, এইচটিএইচ থেকে এখনো পর্যন্ত এবিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ১০ এরও অধিক নাপাক সৈন্য হতাহত

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর উপর দুটি হামলা চালিয়েছে টিটিপি, যার একটিতেই ১০ এরও অধিক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দ্বিপ্রহরের সময়, পাকিস্তানের দির জেলার জান্দুল এলাকায় দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর হালকা ও ভারী অস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন। টিটিপির মুখপাত্র জানান, এতে সামরিক বাহিনীর জান-মালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে হামলার একদিন পর, টিটিপির কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল ওমর মোকাররম (হিজবুল আহরারের আমীর) হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইট বার্তায় জানান, এই হামলায় মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ১০ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এই হামলার একদিন পূর্বে অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারি, বেলুচিস্তান প্রদেশের কিল্লাহ আবদুল্লাহ জেলায় অবস্থিত নাপাক বাহিনীর একটি সেনা পোস্টে সফল গেরিলা আক্রমণ চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। যা দেড়ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এই অভিযানের সময় মুজাহিদগণ প্রথমে পোস্টের বাহিরে থাকা সেনাদের টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। এরপর মুজাহিদগণ বিভিন্ন ধরণের হালকা ও ভারী অস্ত্র দিয়ে পোস্টে হামলা চালিয়েছেন। টিটিপির মুখপাত্র জানান, এতে নাপাক বাহিনীর অনেক সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

https://ibb.co/gFLRBLv

শাতিমে রাসূল অভিজিৎ হত্যার রায়, বিচারের নামে তামাশা

নাস্তিক ব্লগার অভিজিৎ রায়কে হত্যার অভিযোগে পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায়ের প্রেক্ষাপটে এই কুফরি বিচারপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে আজ হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী এক বিশ্লেষণমূলক বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, সম্প্রতি মহান আল্লাহ তায়ালা, প্রিয় রাসূল (সা.) এবং উম্মাহাতুল মুসলিমিনদের নিয়ে অব্যাহত কটূক্তিমূলক ও পর্নোগ্রাফিক লেখালেখির আখড়া মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক পরিচালক অভিজিৎ রায় হত্যা মামলার রায় হয়েছে। দৈনিক প্রথম আলোর এক রিপোর্টে আমরা জানতে পেরেছি যে, আদালত বলেছেন, মতপ্রকাশে সাহস দিতেই তারা এই রায় দিয়েছেন। অথচ সাধারণত যেকোনো রায়ের পর

সুষ্ঠু বিচারপ্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হলো কিনা—সেটাই হলো আসল বিষয়। তাছাড়া মতপ্রকাশের সাহস দিতে গিয়ে বিচারপ্রক্রিয়া তাতে প্রভাবিত হয়েছে কিনা, কিংবা বিচারের নামে অবিচার করা হয়ে গেলো কিনা—সেটাও ভাবনার বিষয়। কারণ কোনো ধরনের আবেগ বা অতিউৎসাহ থেকে বিচারের রায় দেওয়া হলে রায়সমূহ তাতে প্রভাবিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কারণ আমরা পূর্বে দেখেছি শাহবাগে উগ্র ইসলামবিদ্বেষী ফ্যাসিস্টদের একতরফা 'ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই' দাবি কতটা ন্যক্কারজনকভাবে বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছিল।

বিবৃতিতে ইসলামাবাদী আরো বলেন, প্রথম আলোর গত বছরের এক রিপোর্টে আমরা জেনেছি, মামলার সর্বমোট সাক্ষী ৩৪ জন। অথচ রায়ের আগেপরে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর বক্তব্য মিডিয়ায় প্রকাশ হতে দেখা যায়নি। এমনকি কোন্ কোন্ সাক্ষীর বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে রায় দেওয়া হয়েছে তাও দেশবাসী জানতে পারেনি। এই মামলার প্রধান চাক্ষুষ সাক্ষী অভিজিতের স্ত্রী রাফিদা আহমদ বন্যা, যিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী। রায়ের পরপর সোশাল মিডিয়ায় লেখা এক বিবৃতিতে তিনি বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে নানা অসঙ্গতি ও অভিযোগ তুলে ধরেছেন। অভিজিত হত্যার রায় যে বিচারের নামে তামাশা, সেটা তার বক্তব্যেই বুঝা যায়। তিনি লিখেছেন, "গত ছয় বছরে বাংলাদেশ থেকে এই মামলার তদন্তকারীদের কেউই আমার সাথে যোগাযোগ করেনি; অথচ আমি এই হামলার সরাসরি শিকার এবং সাক্ষী। জানুয়ারিতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জনসমক্ষে মিথ্যা বলেছেন যে, আমি নাকি এই বিচারের সাক্ষী হতে রাজি হইনি! কিন্তু সত্য হলো, বাংলাদেশের সরকার বা প্রসিকিউশন থেকে কখনোই আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়নি।" সন্দেহ নেই, প্রধান চাক্ষুষ সাক্ষীকে বাদ দিয়েই অভিজিৎ হত্যার বিচার ও রায় হয়েছে। প্রধান সাক্ষীর জীবদ্দশায় তাকে ছাড়া আদালতে কিভাবে অভিজিত হত্যা মামলার বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো—সেটা একটি জরুরি প্রশ্ন। তাছাড়া সাক্ষীদের বক্তব্যসমূহের কোনো বর্ণনা কিংবা অভিযুক্তরা আদৌ অভিজিত হত্যায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে কিনা—সেসব বিষয় এখন পর্যন্ত রহস্যজনকভাবে মিডিয়ায় তুলে ধরা হচ্ছে না। আর এতেই অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, কতটা দুর্বল ও ঠুনকো তথ্যপ্রমাণের ওপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়েছে। তা না হলে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের ইস্যু মুখ্য না হয়ে 'মতপ্রকাশে সাহস দিতে' এবং 'নিহত ব্যক্তির আত্মীয়রা শান্তি পাবেন'—এই ধরনের আবেগসর্বস্ব আলাপ কেন আসবে? এছাড়া অভিজিতের স্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, তাদেরকে হামলাকারী গ্রুপটির নেতৃত্বে থাকা শরীফুল নামের একজন আসামী পুলিশ কাস্টোডিতে থাকা সত্ত্বেও পরে তাকে ক্রসফায়ারে কেন মেরে ফেলা হয়েছিল? রায় পরবর্তী অভিজিতের স্ত্রীর দেওয়া এই বিবৃতি বিচারপ্রক্রিয়াকে জোরালোভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সবমিলিয়ে অভিজিৎ হত্যার রায়কে আমরা বিচারের নামে তামাশা ছাড়া আর কীইবা বলতে পারি! তিনি আরো বলেন, সরকারের কাছে আমাদের জোর দাবি হলো, মজলুম আশেকে রাসূল (সা.) ভাইদের কারাদণ্ড রহিত করে তাদেরকে দ্রুত জামিনে মুক্তি দিন—যেহেতু দৃশ্যত উপযুক্ত সাক্ষী কর্তৃক তাদের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করা যাচ্ছে না।

বিবৃতিতে আজিজুল হক ইসলামাবাদী আরো বলেন, আমরা আগেও বলেছি, সাধারণত আইন হাতে তুলে নেওয়া এবং কোনো ধরনের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু শাতিমে রাসূল তথা রাসূল (সা.)-এর অবমাননার প্রতিবাদে হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনকালে সরকার উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে রাসূল (সা.)-এর অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়নি। অভিজিৎ পরিচালিত ইসলামবিরোধী মুক্তমনা ব্লগের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সব জেনেও সরকার তখন ব্যবস্থা নেয়নি। এর ফলে রাসূলপ্রেমিকদের হৃদয় রক্তাক্ত হওয়ায় তারা সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সরকার যথাসময়ে রাসূল (সা.)-এর

অবমাননাকারীদের ব্যাপারে আইনগত পদক্ষেপ নিলে আর একের পর এক আইন হাতে তুলে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটতো না। সরকারের সেই ব্যর্থতা এড়িয়ে গিয়ে মতপ্রকাশের প্রসঙ্গ আসতে পারে না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মানে এই নয় যে, কেউ কারো মা-বাপ ধরে গালাগালি করার অধিকার রাখে, কিংবা শাতিমে রাসূল তথা রাসূল (সা.)-এর অবমাননা করে তাঁর আশেক মুমিন মুসলমানের অন্তরে আঘাত দিবে। এই বিষয়গুলো আমলে না এনে নির্বিচারে মতপ্রকাশে সাহস দেওয়া মানে আরো ইসলামবিদ্বেষী লেখালেখি করতে উৎসাহ প্রদান করার শামিল।

পুকুরে ধসে পড়া সেই ভবনটি শুধু কয়েকটি পিলারের ওপর নির্মিত

কেরানীগঞ্জে পুকুরে ধসে পড়া সেই তিনতলা ভবনটি কয়েকটি পিলারের ওপর নির্মাণ করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত দেবনাথ।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার মধ্য চড়াইল এলাকায় ওই ভবনটি পুকুরে পুরোপুরি ধসে পড়ে।

ইউএনও অমিত দেবনাথ বলেন, সামান্য কয়েকটা পিলারের ওপর বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছিল। যার কারণে এটি ধসে পড়েছে। ভবনটি পড়ার সময় পাশের দুটি ভবনেও ফাটল দেখা দিয়েছে।

স্থানীয়রা বাসিন্দারা জানান, জলাশয়ের পাড়ে কয়েকটি পিলারের ওপর ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছিল। ওই জলাশয়ের পাড়ে এ রকম আরও কয়েকটি ভবন রয়েছে। সব ভবনই নিয়মবহির্ভূতভাবে নির্মিত হয়েছে। চরম নিরাপত্তাঝুঁকি নিয়ে তৈরি এসব ভবনের মধ্যে জানে আলমের মালিকানাধীন তিনতলা বাড়িটি পুকুরের মধ্যে পুরোপুরি ধসে পড়েছে। ভবনটিতে জানে আলমের পরিবার থাকত।

তিনি আরও জানান, যথাযথ নিয়ম না মেনে ভবনটি পুকুর পাড়ে তৈরি করা হয়েছিল। নরম মাটি ও পিলারের ওপর থাকায় বাড়িটি পুকুরের মধ্যে হেলে পড়ে।

মহানবী সা. কে নিয়ে সমালোচনা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হতে পারে না- আল্লামা শাহ আতাউল্লাহ হাফেজ্জী

বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা শাহ আতাউল্লাহ হাফেজ্জী বলেছেন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তাঁর স্ত্রীগণ উম্মাহাতুল মুমিনীন তথা মু’মিনদের মায়ের ন্যায়। মহানবী ও উম্মাহাতুল মুমিনীনদের নামে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন, কুরুচিপূর্ণ লেখালেখি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হতে পারে না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও স্বাধীন কর্মকাণ্ডের নামে এ ধরনের ধৃষ্ঠতা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করাকে কোন সভ্য সমাজ সমর্থন করতে পারে না। ইসলাম ও মহানবীর নামে কটুক্তি করাকে যারা বাকস্বাধীনতার আওতাভুক্ত মনে করে তারা বেঈমান।

গত বৃহস্পতিবার বিকালে কামরাঙ্গীরচরস্থ জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়ায় খেলাফত আন্দোলনের এক বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আতাউল্লাহ হাফেজ্জী আরও বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রতিটি মুমিন নিজ প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। এমতাবস্থায় মহানবীকে অপমান করে যারা মুমিনদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায় তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বিচারের আওতায় নিয়ে আসার জন্য উলামায়ে কেরাম দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে এদের বিচার না করে ক্রমাগত আশকারা দেয়ার অবস্থা চলমান থাকলে উদ্ভূত জনরোষে অনাকাঙ্খিত কিছু ঘটলে সেটার দায়ভারও সংশ্লিষ্টদেরই উপরই বর্তাবে।

উলেখ্য, নাস্তিক ব্লগার মালাউন অভিজিৎ রায়। সে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে মহানবী ও উম্মাহাতুল মুমিন তথা মু'মিনদের মা 'দের নিয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন, কুরুচিপূর্ণ লেখালেখি করত। তাই আল্লাহর কিছু প্রিয় বান্দারা তার প্রাপ্ত বুঝিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু কুফরী আদালত নাস্তিক ব্লগারকে হত্যার অভিযোগে ৫জন নবীপ্রেমিককে ফাঁসি ও আরেকজনকে যাবতজীবন কারাদণ্ড দিয়েছে।

ইয়েমেনে গোপন ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করছে ইসরাইল-আমিরাত

সম্মিলিতভাবে গুপ্তচর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ করছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। গত আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চুক্তির পর দুদেশের গোপন সহযোগিতায় এখন প্রকাশ্যে রূপ দিয়েছে। দু'পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পর সর্বপ্রথম ইসরাইলের যে সরকারি কর্মকর্তা সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেছে সে হচ্ছে গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের প্রধান ইয়োসি কোহেন। তার ওই সফরে ইসরাইল ও আরব আমিরাতের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় নিরাপত্তা এবং অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতার ব্যাপারে আলোচনা হয়।

ইয়োসি কোহেনের সফরের অল্প সময়ের মধ্যেই এ তথ্য পরিষ্কার হয়ে যায় যে আবুধাবি এবং তেল আবিব ইয়েমেনের কৌশলগত সকোত্রা দ্বীপে গোয়েন্দা প্রকল্প গড়ে তোলার কাজে লিপ্ত রয়েছে।

জে ফোরাম নামের একটি ইহুদি প্রভাবিত সংস্থার ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, পুরো মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে বাবুল মান্দেব প্রণালীসহ এডেন উপসাগরে নজরদারি চালানোর লক্ষ্য নিয়ে এই গোয়েন্দা প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। বাবুল মান্দেব ও এডেন উপসাগর হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট।

মিশরে সন্ত্রাস দমনের নামে সিলেবাস থেকে কুরআন-সুন্নাহ বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে "সিসি"

আরবের নামধারী কিছু ইসলামী সংস্থা, বুদ্ধিজীবি ও শাসকগোষ্ঠি চরমপন্থা দমনের নামে স্কুল কলেজের শিক্ষা সিলেবাস থেকে কুরআন হাদীস ও ইসলামী শিক্ষা উঠিয়ে দিবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের ধারণা, কুরআন হাদীস ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের ফলে মনুষ চরমপন্থী' ও 'জঙ্গিবাদী' হয়ে ওঠে। তারা সন্ত্রাস ও চরমপন্থা দমনের জন্য মৌলিক ধর্মীয় শিক্ষাটা বহাল রেখে সিলেবাস এবং আরবী ভাষা ও ইতিহাস থেকে কুরআন হাদীস ও ইসলামী শিক্ষা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আরব বিশ্বের নামধারী কিছু ইসলামী সংস্থা এবং পশ্চিমা বিশ্বের কাছে মাথা বিক্রি করা একদল শাসকগোষ্ঠি ও বুদ্ধিজীবি এমন কিছু নোংরা ও পৈশাচিক চিন্তা ধারার প্রসার ও বাস্তবায়নের উদ্যেগ নিয়েছে যা আরব প্রজন্মকে ইমান-আমল শূন্য করে ইহুদী খৃস্টানদের আদলে গড়ে তুলবে। সর্বপ্রথম এই কু-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে যাচ্ছে মিশরের ক্ষমতাদখলকারী সামরিক প্রেসিডেন্ট "সিসি"।

গত(১৭ ফেব্রুয়ারি)আ'লাম টিভি নেট জানায়, দেশটির জাতীয় প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা কমিটির সদস্যে "ফ্রেডি আল-বেয়াদী" এই চিন্তাধারাটিকে বেশ পছন্দ করে। লোকটি আরবি ভাষা, ইতিহাস এবং ভৌগোলিক বিষয়গুলিতে ধর্মীয় পাঠ্যকে "মহা বিপদ" হিসাবে বিবেচনা করে। তার বক্তব্য, অযোগ্য শিক্ষকরা সিলেবাসে থাকা কুরআন-হাদীসের ব্যাখা করে উগ্রবাদ, সন্ত্রাস ও চরমপন্থী ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেয়।

এদিকে বিয়য়টি মিশরের জনগণের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। মিশরসহ বিভিন্ন দেশের মানুষের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র নিন্দার ঝড় বইছে।

দৈনিক সংবাদপত্র আ'লম টিভি ও ওয়াতন টিভি নেট জেনারেল সিসি বরাবর এক প্রতিবেদনে লিখেছে, মনে হচ্ছে সরকারের আদেশে মিশরের শিক্ষামন্ত্রণালয় কুরআন হাদীস উঠিয়ে দিয়ে পাঠ্যতালিকায় ইসলাম ইহুদী ও খৃস্টবাদের সংমিশ্রন ঘটিয়ে এক নাস্তিক্যবাদী শিক্ষাসিলেবাস প্রণয়ন করতে চায়। যা বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য চরম হুমকি।

মিশর মুসলিম দেশ। এ দেশের সংবিধানে রয়েছে 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম', সুতরাং অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের প্রতিটি মানুষের জন্যও ইসলামের উৎসগ্রন্থ কুরআন ও হাদীস থেকে ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা, দ্বীনকে বুঝা এবং ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করার অধিকার রয়েছে।

সন্ত্রাস ও চরমপন্থার সাথে কুরআন হাদীসের নুন্যতম সম্পর্ক নেই- এটা তথাকথিত ইসলাম নামধারী সংস্থা ও শাসকগোষ্ঠি ভালো করেই জানে। আসলে তারা নিজেদের ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও অপকর্মগুলোকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই এমন জঘন্য সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।

একটু ক্ষতিয়ে দেখলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়, চরমপন্থা যদি সত্যিই ছড়িয়ে থাকে, তাহলে এর জন্য মিশরের বৈধ সরকার মুরসিকে উৎখাত করে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারই দায়ী। কেননা ক্ষমতাসীন দলের দুর্নীতি, দুঃশাসন, জুলুম এবং জনগনের সম্পদ আত্মসাতের ফলে দেশটিতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্রতার ফলেই এসব পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে।

তাদের দুর্নীতি ও অপকর্মের ফলে নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের ঐতিহ্যবাহী দেশটি ধ্বংস গহ্বরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। কিছু মানুষ চরম দারিদ্র ও খাদ্যসংকটের ফলে চুরি ও ছিন্তাইয়ের পথ পর্যন্ত বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। এসবের জন্য দায়ী একমাত্র সরকার।

একসময় ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ গৌরবোজ্জল একটি কেন্দ্র হিসেবে মিশর বিবেচিত হতো। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে মিশর অন্যান্য দেশের কাছে ঈর্ষণীয় ছিলো। আজ সেই মিশর শাসকগোষ্ঠীর কারণেই দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দয়া ও সাহায্যর ভিখারীতে পরিণত হয়েছে। এই দয়ার বিনিময়ে ইয়েমেন ও ফিলিস্তিনে নিজ ভাইদের রক্ত ঝারানো, ফিলিস্তিনিদের মাতৃভূমি ও প্রথম কিবলা “মসজিদে আকসাকে” জায়নবাদীদের হাতে তুলে দেওয়ার চুক্তিতে দুর্নীতিবাজ কতিপয় আরব শাসকগোষ্ঠির সাথে হাত মিলাচ্ছে মিশর।

অতএব এমন আত্মঘাতিমূলক নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী শিক্ষা উঠিয়ে দিলে সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থা নির্মূল তো হবেইনা, বরং ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা ও চর্মপন্থার জন্ম দিবে। কারণ, প্রজন্ম ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলে বুঝবে না- দেশপ্রেম কী? ধর্ম কী? মানবতা কী? এবং দেশ রক্ষার্থে সংগ্রাম করে প্রাণোৎসর্গ করার জন্যও তৈরী হবেনা তারা। কাজেই ইসলামী শিক্ষা রহিত করা মানে ফিতনার দ্বার খুলে দেওয়া।

সূত্র: ওয়াতন নেট এবং আ’লম টিভি নেট

‘রক্তাক্ত কাশ্মিরে স্বাগতম’ ব্যানার ঝুলছে উপত্যকাজুড়ে

দখলকৃত জম্মু কাশ্মিরে ভারতীয় বাহিনী যে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত রেখেছে তা স্বরজমিনে দেখতে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ২০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের কাশ্মির সফর কর্মসূচির প্রতিবাদে গত বুধবার কাশ্মিরে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়েছে।

সরকারি কড়াকড়ি থাকলেও দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়, রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ থাকে এবং বিভিন্নস্থানে কাল পতাকা উত্তোলন করা হয়। ইউরোপীয় প্রতিনধিদলের উদ্দেশে ‘রক্তাক্ত কাশ্মিরে স্বাগতম’ লেখা ব্যানার ঝোলান হয় উপত্যকাজুড়ে।

সম্প্রতি কাশ্মির মিডিয়া সার্ভিসের এক গবেষণা নিবন্ধে বলা হয়েছে, কাশ্মিরি জনগণ গত ৭০ বছর ধরে তাদের মাতৃভূমিকে ভারতের দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করতে অব্যাহত লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। এতে বলা হয়, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হবার পর, ভারত কাশ্মিরকে দখলে নিয়ে এ যাবত চার লাখের বেশি কাশ্মিরিকে হত্যা করেছে।

এ প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, কাশ্মিরের মুক্তিকামী জনতাকে দমিয়ে রাখতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ১৯৮৯ সাল থেকে গত জানুয়ারি পর্যন্ত গত ৩১ বছরে এক লাখ নিরপরাধ কাশ্মিরি নাগরিককে হত্যা করেছে। এদের মধ্যে ৭,১৫৫ জনকে নিরাপত্তাবাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় অথবা ভুয়া এনকাউন্টারের নামে হত্যা করা হয়েছে।

এ সময়ের মাঝে আরো আট হাজারের বেশি নাগরিককে গুম করা হয়েছে; প্রায় ২৩ হাজার নারীকে বিধবা করা হয়েছে; ১,০৮,০০০ শিশুকে পিতৃহীন করা হয়েছে; ১১,২২৬ জন নারী দলবদ্ধ ধর্ষণ বা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ঘেরাও তল্লাশি এবং দমন অভিযানের নামে এ সময় নিরাপত্তাবাহিনী ১১০,৩৮৩ ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে। গত ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট কাশ্মিরের বিশেষ অধিকার খর্ব করার পর কারফিউ ও লকডাউনের টানা অবরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে ৩০৫ জন কাশ্মিরিকে হত্যা করা হয়েছে। ২০১৬ সালের পর থেকে এ যাবত রিজার্ভ পুলিশের নিক্ষিপ্ত পিলেটে ১০, ৮৪০ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে চোখে পিলেট বিদ্ধ হয়ে ১৪০ জন অন্ধ হয়ে গেছেন আর ২,৫০০ জন গুরুতর জখম নিয়ে বেঁচে আছেন।

ভারতীয় বাহিনীর ভয়াবহ এসব নির্যাতন কাশ্মিরীদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মোটেই দমিয়ে রাখতে পারেনি বরং তারা তাদের সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে উল্লেখ করেছে কাশ্মির মিডিয়া সার্ভিসের এ প্রতিবেন।

এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কাশ্মীরের জনগণ, বিশেষ করে যুবকগণ উষ্ণ রক্ত বিসর্জন দিচ্ছেন তাদের মাতৃভুমিকে ভারতের দখল থেকে মুক্ত করার পবিত্র যুদ্ধে। মোদী সরকার বন্দুকের জোরে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে এসব মুক্তিকামী কাশ্মিরিদের সংগ্রামকে শেষতক রুখে দিতে পারবেনা।

জম্মু কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনী যে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত রেখেছে তা বিশ্বের শান্তিকামি মানুষদের প্রতি চরম হুমকি স্বরুপ। এ অবস্থায় ভারতের হাত থেকে কাশ্মীরের মুক্তি নিশ্চিত করা এবং কাশ্মির সমস্যা যাতে আর দির্ঘায়িত না হয় সে ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ভূমিকা রাখার আহবান জানিয়েছে কাশ্মিরের জনগন।

এছাড়া, বাদগাম জেলা উন্নয়ন কমিটির যে সকল সদস্য সফররত ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলের সাথে দেখা করার কথা ছিল, তাদেরকে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে, বাইরে বের হতে দেয়া হয়নি।

জেলা উন্নয়ন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নাজির আহমেদ যাহরা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, ন্যাশনাল কনফারেন্সভুক্ত ছয় সদস্যকে শহরের একটি হোটেলে আটক রাখা হয়। পিপলস এলাইন্সভুক্ত সদস্যদের তাদের বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে গত তিনদিন ধরে। নাজির আহমেদ যাহরা জানান, ইউরোপীয়

কূটনীতিকদের সফরকে কেন্দ্র করে কাশ্মিরের জেলা উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের সাথে চোরের মতো আচরণ করা হচ্ছে।

সোমালিয়া | জয়দিরি শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে আল-কায়েদা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার জয়দিরি শহর নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বুধবার, মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের বাডউইন শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত জয়দিরি শহরে বিশাল আকারের হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন।

প্রাথমিক তথ্যমতে, এই শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ৫ সরকারী সৈন্য নিহত এবং বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও গুলা-বারোদ আটক করার পরে দ্বিতীয় দফায় হামলার তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দেন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনী ৩টি ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এরফলে মুজাহিদগণ শহরটির উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মালিতে আরো ১,২০০ সেনা পাঠাবে চাদ

আফ্রিকার দেশ চাদ, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে মালি এবং এর আশেপাশের দেশগুলোতে নতুন করে আরো মুরতাদ সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আফ্রিকার দেশ চাদের প্রেসিডেন্ট ইদ্রিস দেবির সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছে যে, তার দেশ মালি, বুর্কিনা-ফাসো ও নাইজার সীমান্তে নতুন করে ১২০০ সেনা মোতায়েন করার পরিকল্পনা করেছে।

মুরতাদ বাহিনীটি এই অঞ্চলে আল-কায়েদা মুজাহিদদের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি রুখতে কাজ করবে। চাদকে এই অঞ্চলটির দেশগুলির মধ্যে সবাচাইতে সজ্জিত সেনাবাহিনীযুক্ত দেশ হিসাবে দেখা হয়। মালিতে আল-কায়েদা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে চাদ সেনাবাহিনী ছিল ক্রুসেডার ফ্রান্সের বৃহত্তম সহযোগী ও সমর্থক বাহিনী। ধারণা করা হচ্ছে যে, মুজাহিদদের কাছে লাঞ্চনাকর পরাজয়ের পর ক্রুসেডার ফ্রান্স মালিতে সেনার সংখ্যা হ্রাস করার সাথে সাথে চাদ এই প্রক্রিয়াতে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেবে। যদিও ২০২০ সালের এপ্রিলে দেশটির প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছিল যে, তার দেশের সামরিক ইউনিট এখন থেকে দেশের সীমানার বাইরে সামরিক অভিযানে অংশ নেবে না।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, সম্প্রতি এই অঞ্চলে আল কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'য়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জিএনআইএম) পূর্বের তুলনায় কার্যক্রম কয়েকগুণ বৃদ্ধি করায় হয়তো এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রেসিডেন্ট ইদ্রিস।

এর আগে আল-কায়েদার এই শাখাটি তাদের অফিসিয়াল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, দখলদার ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করায় চাদে অভিযান বৃদ্ধি করেছেন তারা। যা চলমান থাকবে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকবে বলেও দাবি করা হয়েছে।

২০১৩ সালে মালিতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের সামরিক হস্তক্ষেপের পরে চাদের গোলাম সরকার ও মুরতাদ বাহিনীর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্রান্সের অন্যতম বৃহত্তম সামরিক অংশীদার হিসাবে কাজ করেছিল।

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে দুই পুলিশসহ তিনজনের চাঁদা আদায়

মাদারীপুরে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে এক বিকাশ এজেন্টের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সুজন শেখ নামের ওই এজেন্ট আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাইদুর রহমানের আদালতে মামলটি করেন।

সুজন শেখ ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার ভাড়ইভাঙ্গা গ্রামের আবদুল হকের ছেলে।

মামলার আসামিরা হল দত্তপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মাহাবুব রহমান ও কনস্টেবল সোহাগ এবং শিবচরের সূর্যনগর এলাকার টুম্পা টেলিকম অ্যান্ড মোবাইল কর্নারের প্রোপাইটর টোকন ব্যাপারী।

মামলার আরজিতে বলা হয়, ১৬ ফেব্রুয়ারি বেলা তিনটার দিকে পদ্মা সেতু ভ্রমণ শেষে মোটরসাইকেলে করে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন সুজন। মাদারীপুরের শিবচরের সূর্যনগর এলাকায় পৌঁছালে সুজনের মোটরসাইকেল থামিয়ে সাদাপোশাকে থাকা দত্তপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এএসআই মাহাবুব ও কনস্টেবল সোহাগ কাগজপত্র দেখতে চান। সুজন কাগজপত্র দেখালে তা সঠিক নয় উল্লেখ করে ওই দুই পুলিশ সদস্য এটি চোরাই মোটরসাইকেল বলে দাবি করেন। পরে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন তাঁরা। সুজন চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে ক্রসফায়ারের ভয় দেখান তাঁরা।

সুজনের বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে পাশের টোকন ব্যাপারীর দোকানের মাধ্যমে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা তুলে নেন ওই দুজন। এ ঘটনা কাউকে না বলার শর্ত দিয়ে সুজনকে ছেড়ে দেন তাঁরা। ওই দিনই শিবচর থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ কোনো পরামর্শ না দিয়ে সুজনকে চলে যেতে বলেন।

এরপর সুজন শেখ আজ মাদারীপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাইদুর রহমানের আদালতে মামলা করেন।

মামলার বাদী সুজন শেখ অভিযোগ করেন, কোনো কারণ ছাড়াই মুঠোফোন থেকে বিকাশের মাধ্যমে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা তুলে নেন ওই দুই পুলিশ সদস্য। এর প্রমাণ তিনি আদালতে মামলার নথিতে দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে দত্তপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এএসআই মাহাবুব রহমানকে একাধিকবার কল করলেও তিনি তা ধরেননি।

ধর্ষণে’র ভিডিও প্রকাশের হুমকি হকার্স লীগ নেতার

ধর্ষণের ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয়-ভীতি দেখিয়ে ভুক্তভোগীকে মামলা তুলে নিতে জোর করছে নুর উদ্দিন নামে হকার্স লীগ নেতা।

চাকরি দেওয়ার নাম করে এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে সম্প্রতি সাভারের ওয়াপদা রোড এলাকার ইতালি ফেরত প্রবাসী সাদিকুর রহমান সেলিমকে আটক করে পুলিশ। আদালত থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে তিনি ধর্ষণের শিকার ওই নারী ও তার পরিবারকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য নানাভাবে আর্থিক প্রলোভন দেন। সাড়া না পেয়ে ভিন্ন কৌশল নেন তিনি। তার পক্ষে মামলা তুলে নেয়ার জন্য নানাভাবে ধর্ষণের শিকার ওই নারী ও তার পরিবারকে চাপ দিয়ে আসছিলেন সেলিমের সহযোগী ব্যবসায়ী ও হকার্স লীগ নেতা নুর উদ্দিন।

মামলা তুলে না নেওয়া হলে ধর্ষণের কথিত ভিডিও বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন তিনি। নিরুপায় হয়ে পরিবারটি সাভার মডেল থানায় মামলা করে।

সাভার মডেল থানার পরিদর্শক (অপারেশন) আল আমিন জানান, চাকরি দেওয়ার নামে অসহায় এক তরুণীকে ধর্ষণের পর গ্রেপ্তার এড়াতে প্রভাবশালীদের আশ্রয় নিয়েছিলেন সাভার ওয়াপদারোড এলাকার ইতালি ফেরত সাদিকুর রহমান সেলিম। সুবিধা করতে না পেরে শেষমেশ তার সহযোগী নুর উদ্দিনকে দিয়ে ধর্ষণের চিত্র ভিডিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় ভীতি দেখাতে থাকেন ওই পরিবারটিকে। কল রেকর্ড এবং বিভিন্ন প্রমাণাদি হাতে আসার পর মামলা দায়ের করা হয়।

আমাদের সময়

টিকা নিতে চায় না মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ সদস্য

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য করোনাভাইরাসের টিকা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের একটি বড় অংশের টিকা না নিতে চাওয়ার বিষয়টি স্থানীয় সময় বুধবার মার্কিন কংগ্রেসের শুনানিতে প্রকাশ করা করে মেজর জেনারেল জেফ টালিয়াফারো।

পেন্টাগন সূত্রের বরাত দিয়ে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি'র প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর এখনো কোভিড-১৯-এর টিকা নেওয়াকে ঐচ্ছিক হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করে রেখেছে। কেননা, এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ঔষধ প্রশাসনের কাছ থেকে টিকা প্রয়োগের পূর্ণাঙ্গ অনুমোদন পায়নি তারা। এমন পরিস্থিতিতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়া সত্ত্বেও অনেক সেনা সদস্য টিকা নিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

তাই মার্কিন প্রশাসন সেনা সদস্যদের টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। তাদের টিকা নেওয়ার ভিডিও প্রকাশ করার আদেশও দেওয়া হয়েছে।

আমাদের সময়

ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট বানিয়েছে সেনা প্রধানের ভাই হারিসও

নিজেদের নামের পাশাপাশি মা-বাবার নামও বদল করেছেন বহুল আলোচিত তিন সহোদরের দুজন; হারিছ আহমেদ ও তোফায়েল আহমেদ ওরফে জোসেফ। নিজেদের ছবি দিয়ে নতুন নাম আর ভিন্ন ঠিকানা ব্যবহার করে তাঁরা জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট করার সময় ব্যক্তিকে সশরীর হাজির থেকে ছবি তুলতে হয়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, হারিছ আহমেদ জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও পাসপোর্ট নিয়েছেন মোহাম্মদ হাসান নামে। আর জোসেফ নিয়েছেন তানভীর আহমেদ তানজীল নামে। এ ধরনের কাজ জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন ও পাসপোর্ট অধ্যাদেশ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাঁদের আরেক ভাই আনিস আহমেদও একই রকম কাজ করেছেন কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সম্প্রতি কাতারভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল আল-জাজিরায় প্রচারিত 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস মেন' তথ্যচিত্রে হারিছ ও আনিসকে পলাতক আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

দেশের একাধিক থানা ও আদালতের নথিপত্র, সাজা মওকুফ চেয়ে (জোসেফের জন্য) মায়ের করা আবেদনসহ সাজা মওকুফের সরকারি প্রজ্ঞাপনে হারিছ ও জোসেফের বাবার নাম আব্দুল ওয়াদুদ ও মায়ের নাম রেনুজা

বেগম লেখা আছে। কিন্তু হারিছ যে জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট নিয়েছেন, তাতে বাবার নাম সুলেমান সরকার এবং মায়ের নাম রাহেলা বেগম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জোসেফের জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টে বাবার নাম সোলায়মান সরকার এবং মায়ের নাম ফাতেমা বেগম লেখা আছে। দুই ভাই পৃথক পৃথক স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা ব্যবহার করেছেন।

আদালতের নথি ও সরকারি প্রজ্ঞাপনে হারিছ, আনিস ও জোসেফের ঠিকানা লেখা আছে ডি/৯ নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭। কিন্তু মোহাম্মদ হাসান নামে হারিছের করা জাতীয় পরিচয়পত্রে স্থায়ী ঠিকানা বলা হয়েছে মতলব উত্তর উপজেলা, চাঁদপুর। আর বর্তমান ঠিকানা লেখা আছে বাসা নং ২৮, ডি-১ ব্লক, নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ২০১৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি এই নামে জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যু করা হয়।

তানভীর আহমেদ তানজীল নামে জোসেফের করা জাতীয় পরিচয়পত্রে বর্তমান ঠিকানা দেখানো হয়েছে মিরপুর ডিওএইচএসের একটি বাসা। আর স্থায়ী ঠিকানা লেখা আছে ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার একটি বাসা।

পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সূত্র জানায়, হারিছ ২০১৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি মোহাম্মদ হাসান নামে ঢাকার আগারগাঁও অফিস থেকে প্রথম পাসপোর্ট করায়। তাতে জরুরি যোগাযোগ: ফাতেমা বেগম, আর-২৮ নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর উল্লেখ করা হয়। ২০১৭ সালে তিনি ভিয়েনা থেকে আবেদন করে আবার পাসপোর্ট নেন। ২০১৯ সালে তিনি পাসপোর্টে নিজের ছবি বদল করেন। ২০২০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর নামে ১০ বছর মেয়াদি একটি ই-পাসপোর্ট ইস্যু করে পাসপোর্ট অধিদপ্তর।

একই সূত্র জানায়, জোসেফ প্রথম পাসপোর্ট নেন ২০১৮ সালের ১৩ মে, তানভীর আহমেদ তানজীল নামে। তাতে স্থায়ী ঠিকানা ছিল ১২৩/এ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা। আর বর্তমান ঠিকানা ছিল ৪০ খানপুর, নারায়ণগঞ্জ। বৈবাহিক অবস্থা—অবিবাহিত। ওই বছরেরই ৪ জুন স্ত্রীর নাম যুক্ত করে তিনি পাসপোর্ট সংশোধন করান। ২০১৯ সালে পাসপোর্টে স্থায়ী ঠিকানা বদল করেন। ২০২০ সালের ৯ মার্চ তিনি ই-পাসপোর্ট নেন। এ সময় নিজের ছবি, স্থায়ী ঠিকানা ও জরুরি যোগাযোগের ঠিকানা পরিবর্তন করেন।

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন অনুযায়ী, জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য দেওয়া অথবা তথ্য গোপন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড। এই আইনের ১৮ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি জাতীয় পরিচয়পত্র জাল করলে বা জ্ঞাতসারে ওই জাতীয় পরিচয়পত্র বহন করলে তিনি সাত বছর কারাদণ্ড এবং অনধিক এক লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

আর পাসপোর্ট অধ্যাদেশের ১১ ধারা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বা সঠিক তথ্য লুকিয়ে অন্য নামে পাসপোর্ট নিলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ছয় মাসের কারাদণ্ড বা দুই হাজার টাকা জরিমানা।

জানতে চাইলে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন) সেলিনা বানু প্রথম আলোকে বলেন, এঁদের দুজনের পাসপোর্টের বিষয়ে কোনো অভিযোগ আসেনি। তিনি বলেন, যে কেউ মিথ্যা তথ্য দিয়ে পাসপোর্ট নিলে বা এ বিষয়ে অভিযোগ এলে তা তদন্ত করে অধিদপ্তর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয় এবং পাসপোর্ট বাতিল করে।

জাতীয় পরিচয়পত্র করতে জন্মসনদ ও নাগরিকত্ব সনদ জমা দিতে হয়। তাতে ব্যক্তির নাম ও মা-বাবার নাম থাকে। তার ভিত্তিতেই জাতীয় পরিচয়পত্রে ব্যক্তিগত তথ্য যুক্ত হয়। তাই বেনামে জাতীয় পরিচয়পত্র করার ক্ষেত্রে এই দুটি সনদও অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে করতে হয়।

জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন আইন অনুযায়ী, জন্ম বা মৃত্যুনিবন্ধনের ক্ষেত্রে মিথ্যা তথ্য দিলে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা অনধিক এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের বিধান আছে। আর জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ কে এম হুমায়ূন কবীর গতকাল বুধবার মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, মিথ্যা তথ্য দিয়ে হারিছ ও জোসেফের পরিচয়পত্র নেওয়াবিষয়ক কোনো সংবাদ তাঁর চোখে পড়েনি। এ বিষয়ে তিনি আর কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য হারিছ ও জোসেফের পাসপোর্টের আবেদন ফরমে দেওয়া মোবাইল ফোন নম্বরে গতকাল কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। দুটি নম্বরই বন্ধ থাকায় তাঁদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। প্রথম আলো

‘কাশ্মীর নিয়ে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করছে ভারত’

‘কাশ্মীরে ভারতীয় মালাউনদের আগ্রাসন নিয়ে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করছে। তারা বিশ্ববাসির সামনে কাশ্মীরের আসল অবস্থা গোপন করছে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জাহিদ হাফিজ চৌধুরী বলেছেন, দখলীকৃত কাশ্মীর উপত্যকা পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করছে ভারত। তিনি গত সোমবার বলেন, বিদেশি কূটনীতিকদের কাশ্মীর উপত্যকায় এক ট্যুরে নিয়ে তাদেরকে সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে মিথ্যা তথ্য দেয়ার চেষ্টা করছে ভারত। দখলীকৃত কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে তারা ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে। বিশ্ব সম্প্রদায়কে ভুলপথে চালিত করার জন্য নয়া দিল্লিতে অবস্থানরত বিদেশি কূটনীতিকদের সফর আয়োজন করছে ভারত। এ নিয়ে মন্তব্য করছিলেন জাহিদ হাফিজ চৌধুরী। এতে আরো বলা হয়, কাশ্মীর উপত্যকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে তা দেখানোর জন্য ইউরোপিয়ান ও উপসাগরীয় দেশগুলোর কূটনীতিকদের ১৭ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারি জম্মু-কাশ্মীর সফরে নিয়ে আনে ভারত। ২০১৯ সালের আগস্টে ওই অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে দিয়ে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ভারত।

প্রায় দেড় বছর ৪জি ইন্টারনেট সেবা বন্ধ ছিল। দখলদারিত্ব কায়েমের পর এটা হবে বিদেশি কূটনীতিকদের এমন তৃতীয় সফর। এর আগে এমন সফর হয়েছিল গতবছর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে।

সূত্র: অনলাইন ডন।

ফ্রান্সে চরমপন্থা রোধের নামে মুসলিমদের দমন ও কড়া নজরদারির আইন পাস

ধর্মীয় চরমপন্থারোধের নামে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী বিল পাশ করেছে ফ্রান্সের পার্লামেন্ট। এ আইনের মাধ্যমে ফরাসি মুসলিদের মসজিদ, স্কুল ও স্পোর্টস ক্লাব নিয়ন্ত্রণ করবে।

গতকাল মঙ্গলবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) ফ্রান্স পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে আইনটি পাশ হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মূলত ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করতেই এ আইন করা হয়েছে। এ আইনের মাধ্যমে ফ্রান্সের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করা হবে। এছাড়া আগামী বছরের নির্বাচনে ফ্রান্সের রক্ষণশীল দলের ওপর ম্যাখোঁর বিজর লাভের একটি কৌশল হিসেবে মনে করছেন।

ফ্রান্সের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাখোঁর দল লা রেপুব্লিক এন মারচে সংগরিষ্ঠ আসনের আধিকারী। এতে আইনটিরি পক্ষে ৩৪৭ জন ভোট প্রদান করেন এবং ১৫১ জন বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন। নীরব থাকেন ৬৫ জন।

‘প্রজাতন্ত্রের নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ’ শিরোনামে বিশাল বিলটি ফরাসি জীবনের বেশিরভাগ দিক অন্তর্ভুক্ত আছে। এ আইনটির মাধ্যমে ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে বিনষ্ট হবে বলে এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেক মুসলিম ও পার্লামেন্ট সদস্যরা।

বিতর্কিত এই আইন রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে বিশেষত ফ্রান্সে মসজিদ, মসজিদের অধীনে পরিচালিত সংগঠন এবং শিশুদের জন্য গৃহশিক্ষাসহ মুসলমানদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য একাধিক ক্ষমতা প্রদান করবে।

ইতিমধ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফরাসি সরকারের দীর্ঘ নিপীড়নের বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে আন্তরর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাগুলো। ১৩টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী ৩৬টি বেসরকারি সংস্থা এ অভিযোগ করে। প্যারিসের আইন স্বীকৃত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে সংস্থাগুলো।

সূত্র : এপি নিউজ

সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারি করবে সরকার

মন্ত্রিপরিষদের আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটির সভায় দেশে সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে নজরদারি করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সভা শেষে কমিটির সভাপতি ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এ তথ্য জানিয়েছে। সে জানায়, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) তারা এ বিষয়ে মনিটরিং করার কথা বলবে।

সে জানায়, সরকার ফেসবুক, টুইটারসহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াকে বাংলাদেশে অফিস খোলা বা অন্তত একজন প্রতিনিধি নিয়োগের কথা বলবে। এসব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ে কোনো অভিযোগ উঠলে সরকার যাতে তাদের জানাতে পারে এবং তারা যাতে ব্যবস্থা নিতে পারে সেজন্য এই ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছে।

বুধবার আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির পঞ্চম সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করার সময় তিনি এসব তথ্য জানায়। সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ বৈঠক হয়।

মির্জা কাদেরের ইসলাম বিদ্বেষী বক্তব্যের প্রতিবাদে হেফাজতের বিক্ষোভ সমাবেশ

নোয়াখালীতে বসুরহাট পৌরসভার মেয়র আবদুল কাদের মির্জার ইসলাম বিদ্বেষী ও অশালীন বক্তব্য প্রত্যাহার, আলেমদের সম্পর্কে মিথ্যা বক্তব্য ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং মাদরাসা বন্ধের প্রতিবাদে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে হেফাজতে ইসলাম।

গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জেলা শহর মাইজদীর বড় মসজিদ মোড়ে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কাদের মির্জা কর্তৃক ইসলাম বিদ্বেষী ও অশালীন বক্তব্য প্রত্যাহার, আলেমদের সম্পর্কে মিথ্যা বক্তব্য ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং মাদরাসা বন্ধের প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ সমাবেশ করে হেফাজতে ইসলাম।

হেফাজর ইসলামের জেলা আমীর আল্লামা শিব্বির আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন- নায়েবে আমীর মাওলানা নিজাম উদ্দিন, মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ নোমান, মাওলানা নুরুল ইসলাম, মাওলানা কবির আহমদ, মাওলানা রুহুল আমিন চৌধুরী প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, মির্জা কাদেরকে অবিলম্বে ওলামা ও ইসলাম বিদ্বেষী বক্তব্য প্রত্যহার, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, বন্ধ মাদরাসাটি খুলে দেওয়া জরুরি। মির্জা কাদের কর্তৃক অশালীন ও ধর্ম বিদ্বেষী বক্তব্য প্রত্যাহার করত তাকে জনতার কাতারে আসতে হবে এবং দায়িত্বশীলের মত বক্তব্য দিতে হবে।

অন্যথায় হেফাজতের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ অব্যাহত থাকবে এবং আগামীতে আরো কঠোর কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, গত ১০ ফেব্রুয়ারি কোম্পানীগঞ্জে বড় রাজাপুর গ্রামের সিদ্দিকীয়া নূরানী মাদরাসার উদ্যোগে আয়োজিত ওয়াজ মাহফিলে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ তুলে বক্তা মুফতি ইউনুছ ও ইমরান হোসেন রাজুকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে বসুরহাট পৌরসভার মেয়র আবদুল কাদের মির্জা।

এ ঘটনায় মাহফিলের মঞ্চে মুফতী ইউনুছ আহমদকে লাঞ্ছিত, ইসলাম বিদ্বেষী ও অশালীন বক্তব্য প্রদান, মিথ্যা মামলা দিয়ে অযথা হয়রানীর অভিযোগ করেন হেফাজত নেতারা।

মাদক কারবারিদের সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্য

পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশসহ সীমান্তের দুই দেশের মাদক কারবারিদের সাথে যোগাযোগ পঞ্চগড় পুলিশের দুই সদস্যের। ওই মামলায় মঙ্গলবার পঞ্চগড় পুলিশ লাইনসে কর্মরত এএসআই মোশারফ হোসেন (৪০) ও কনস্টেবল ওমর ফারুক (২৪)-কে গ্রেপ্তার দেখিয়ে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। সোমবার রাতেই দুই পুলিশ সদস্যসহ চারজনকে আসামি করে পঞ্চগড় সদর থানায় মামলা করেছে ওই থানার এসআই মোস্তাফিজুর রহমান।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাড়িভাসা ইউনিয়নের মোমিনপাড়া এলাকার মাদক কারবারি আমিরুল ইসলাম (৪৫) ও মাসুদ নামে এক ব্যক্তি। মাসুদের ঠিকানা ও পরিচয় নেই এজাহারে।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, পঞ্চগড় পুলিশ লাইনসে কর্মরত এএসআই মোশারফ হোসেন, কনস্টেবল ওমর ফারুক ও মাসুদ নামের এক ব্যক্তিসহ রবিবার রাতে পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাড়িভাসা মোমিনপাড়া সীমান্ত এলাকা দিয়ে মাদক কারবারি আমিরুলের সাথে অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভারতের সিপাইপাড়া এলাকার মাদক কারবারি ভুট্টুর বাড়িতে যায়। সেখানে কোনো বিষয় নিয়ে ভুট্টুর সাথে তাদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে দুই পুলিশ সদস্য ভুট্টুর হাতে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে নিয়ে আসতে চাইলে ভারতীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের ধাওয়া করে। এ সময় তারা পুলিশ সদস্য ওমর ফারুককে আটক করে মারধর করে। বাকিরা পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। পরে পার্শ্ববর্তী চানাকিয়া বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাকে আটক করে নিয়ে যায়। রাতেই পুলিশ হাড়িভাসার টেনশন মার্কেট থেকে পুলিশ সদস্য ওমর ফারুকের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে। সোমবার সন্ধ্যায় ওমর ফারুককে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত এনে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিজিবি। অন্যদিকে আগে থেকেই পুলিশের নজরবন্দি ছিলেন এএসআই মোশারফ

হোসেন। মঙ্গলবার তাদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়। বাকি দুই আসামি পলাতক রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মামলার অভিযোগে আরো বলা হয়, ওই দুই পুলিশ সদস্যের সাথে সীমান্তের মাদক কারবারিদের যোগাযোগ রয়েছে। তারা মাঝেমধ্যেই সীমান্ত এলাকায় যাতায়াত করতেন। তাদের মত এরকম অনেক পুলিশ সদস্যইরাই নানা অপরাধে জড়িত।

কালের কণ্ঠ

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

পার্লারের আড়ালে ‘দেহ ব্যবসা’নারী কাউন্সিলরের

বিউটি পার্লারের আড়ালে দেহ ব্যবসা করছেন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ১৬, ১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর রোকছানা আহমেদ রোজী।

পার্লারের এক কিশোরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে যৌনকর্মে বাধ্য করার অভিযোগে ওই নারী কাউন্সিলরসহ আরও দুই-তিনজনকে আসামি করে আজ মঙ্গলবার দুপুরে মামলা করা হয়। গাজীপুর মহানগর বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুল ফারুক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ওই কাউন্সিলরের মালিকানাধীন আনন্দ বিউটি পারলারে দীর্ঘদিন ধরে এসব চলছে বলে অভিযোগে বলা হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে পুলিশ বিউটি পারলার থেকে ভুক্তভোগী ওই কিশোরীকে উদ্ধার করেছে।

ভুক্তভোগী কিশোরী জানান, মোটা অংকের বেতনের আশ্বাসে কাউন্সিলর রোকছানা আহমেদ রোজী তাকে পার্লারে চাকরি দিয়েছিলেন। পরে তাকে পার্লারে কাজের বদলে বিভিন্ন সময়ে পাঠানো হতো দেহ ব্যবসায়। কিশোরী দুই বছর আগে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নেত্রকোনার এই কিশোরীর গাজীপুরে কোনো স্বজন না থাকায় অভিযুক্ত কাউন্সিলরের ভাড়া বাসায় থাকতেন।

কিশোরীর ভাষ্য, চাকরির শুরু থেকেই ওই কাউন্সিলর তাকে জিম্মি করে এ ব্যবসা করে আসছিলেন। অনেকবার সে চেষ্টা করেছে নিজেকে রক্ষা করতে। কিন্তু কাউন্সিল ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বিরত রেখেছে।

গাজীপুর মহানগর বাসন থানার ওসি মো. কামরুল ফারুক জানান, কাউন্সিলর ছাড়াও নুরুল হকের নাম উল্লেখসহ আরও দুই-তিনজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী ওই কিশোরী। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে কাউন্সিল রোকছানা আহমেদ রোজীর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়। কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আমিনুল ইসলাম জানান, তিনি এ বিষয়ে অবগত নন।

আমাদের সময়

গাজা আগ্রাসনে পরিক্ষা চালানো ইসরায়েলি ড্রোন কিনল কানাডা

কানাডা দখলদার ইসরায়েলর থেকে হার্মিস-৯০০ ড্রোন ক্রয় করেছে। ইসরায়েল এই ড্রোনগুলোর কার্যকারিতার পরীক্ষা চালিয়েছিল যখন তারা গাজায় আগ্রাসন চালায়। ফলাফল ইতিবাচক হওয়ায় বানিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

ইসরায়েলি সংবাদ মাধ্যমের বরাতে এ খবর জানিয়েছেন আল-কুদস নিউজ নেটওয়ার্ক। খবরে বলা হয়, গত বছর ইসরায়েল থেকে ২৮ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ড্রোন ক্রয়ের চুক্তি করেছে কানাডা।

ইসরায়েলি সংবাদ মধ্যমে বলা হয়, 'প্রথমবারের মতো এই ড্রোনগুলো গাজা যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। এতে আশানুরূপ কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়েছিল'।

উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সালের গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলি আগ্রাসনে ৫৫০ শিশুসহ ২,২০০-এরও অধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়। এ সময় বর্বর ইসরায়েলি ড্রোন ও বিমান হামলায় অনেক পরিবারের সকল সদস্য নিহত হয়েছিল।

ইসরায়েলি বানিজ্যিক সংবাদ মাধ্যম গ্লোবসের খবরেও উঠে আসে যে, '২০১৪ সালের গ্রীষ্মে অপারেশন প্রোটেকটিভ এজের শেষ দিনগুলিতে বিমান বাহিনী গাজায় হার্মিস 900 ব্যবহার করেছিল। তবে এটি তখন ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কাছে নিরিক্ষা পর্যায়ে ছিল'।

কানাডা দাবি করছে যে, ইসরায়েল থেকে ক্রয় করা ড্রোনগুলো আর্কটিক অঞ্চলে নজরদারি কাজে ব্যবহার করা হবে।

যদিও, কানাডার এর আগে পশ্চিম তীরে নিয়ে আইসিসির একটি রায়ের বিরুদ্ধে বলেছিল যে, পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা এবং জেরুজালেম ফিলিস্তিনিদের। এর উপর ইসরায়েলের আগ্রাসনকে তারা স্বীকৃতি দিবে না। এরপরও ইসরায়েলের কাছ থেকে ড্রোন কিনছে দেশটি।

কানাডা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের জোর দিয়ে আসছিল মুখে মুখে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কানাডা উপরে উপরে ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের দ্বি-রাষ্ট্রের কথা বলছে। আবার ইসরায়েল থেকে ড্রোন কিনছে, এতে রক্তপিপাসু ইসরায়েলের হাতকেই শক্তিশালী করছে তারা।

যদিও ট্রুডো সরকার নিজেদের মানবাধিকারের ধ্বজাধারী মনে করে। অথচ, ইয়েমেনের বিরুদ্ধে সৌদি নৃশংসতা সত্ত্বেও, দেশটি সৌদি আরবের সাথে তার অস্ত্রের ব্যবসা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে।

সৌদিতে ঘরে কোরআন অধ্যাপনা অব্যাহত রাখায় নারী ইসলামী স্কলার আটক

সৌদির বিশিষ্ট নারী ইসলাম প্রচারক ও শিক্ষাবিদ আয়েশা আল মুহাজিরিকে আটক করেছে দেশটির সরকার। পবিত্র মক্কা নগরীর নিজ ঘরে কোরআন অধ্যাপনা অব্যাহত রাখার অভিযোগে তাকে আটক করা হয়। সৌদির রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে কাজ করা প্রিজনারস অব কনসাইন্স এক টুইট বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।

মিডল ইস্ট মনিটরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সৌদি সরকার বিশিষ্ট নারী ইসলামী স্কলার আল মুহাজিরিসহ দুজন নারীকে আটক করেছে। আটক হওয়া একজনের বয়স ৮০ বছর। বন্দীর পরিবার তাঁর সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানায় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

প্রিজনারস অব কনসাইন্স টুইট বার্তায় আরো জানায়, 'আল মুহাজিরির সন্তান ও অন্য যারা বন্দী সম্পর্কে জানতে চাইবে তাদেরকে আটকের হুমকি দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'তাঁর সম্পর্কে যারা জানতে চাইবে তাদেরকে আমরা আটক করব।'

এছাড়াও প্রতিবেদনে আল মুহাজিরিসহ নারী বন্দীদেরকে জেদ্দা শহরের দাহবান কারাগারে রাখা হয় বলে জানানো হয়। এ কারাগারে গত কয়েক বছরে আটক হওয়া ড. সালমান আল আওদাহসহ সৌদির বিশিষ্ট ইসলামী স্কলারদেরও রাখা হয়।

সূত্র : মিডল ইস্ট মনিটর।

শপথ নিল দখলদার ইসরায়েলে নিযুক্ত আরব আমিরাতের প্রথম রাষ্ট্রদূত

শপথ নিল সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রথম রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ মাহমুদ আল-খাজা।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি আবুধাবির কাসর আল ওয়াতান প্রাসাদে তাকে শপথ পড়ায় আমিরাতের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল-মাকতুম। আমিরাতের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ওয়াম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গত বছর আগস্টে ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি সই করে গাদ্দার আরব আমিরাত। পরে চলতি বছর জানুয়ারিতে ইসরায়েলি রাজধানী তেল আবিবে দূতাবাস স্থাপনের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেয় আমিরাতের মন্ত্রিসভা।

শপথ অনুষ্ঠানে রশিদ আল-মাকতুম রাষ্ট্রদূত খাজার উদ্দেশে বলেন, 'আপনাকে আমিরাত-ইসরায়েলের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীরতর করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। এমনভাবে কাজ হতে হবে যেন আমিরাত ও ইসরায়েলের মধ্যে শান্তি, সহাবস্থান ও ধৈর্যের সংস্কৃতি আরও বিকশিত হয়'।

আরব মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই সম্পর্ক খারাপ ছিল মুসলিমদের ভূমি দখলকারী সন্ত্রাসী ইসরায়েলের। গত বছর ক্রুসেডার আমেরিকার প্ররোচনায় সেই অবস্থান থেকে সরে দখলদারদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছে গাদ্দার আমিরাত, বাহরাইন, মিসর, মরক্কোর মতো মুসলিম দেশগুলো।

উল্লেখ্য যে, গত মাসে আবুধাবিতে দূতাবাস খুলেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। সেখানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ শুরু করেছে এইতান নায়েহ নামে এক ইহুদি কূটনীতিক।

https://ibb.co/Ld4gym0

কারা রামমন্দিরের জন্য চাঁদা দিচ্ছে না তাদের তালিকা তৈরি করে রাখছে আরএসএস

ভারতে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য কারা চাঁদা দিচ্ছে আর কারা দিচ্ছে না, 'নাৎসি কায়দায়' আরএসএস তা চিহ্নিত করে রাখছে। এইচ ডি কুমারাস্বামী এ অভিযোগ করেছে।

অন্যায়ভাবে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অযোধ্যায় শহিদ বাবরি মসজিদের স্থানে রামমন্দির বানানো অনুমতি দেয়। তারপর থেকেই সারা দেশ জুড়েই অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালাচ্ছে হিন্দু ট্রাস্ট।

তবে সেই চাঁদা তোলার নামে নানা রাজ্যেই মুসলমানদের উপর হামলা হয়েছে। সন্ত্রাসী হামলা থেকে রেহাই পায়নি আল্লাহ তায়ালার ঘর মসজিদও।

বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরাও দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মন্দিরের জন্য চাঁদা তুলছে।

https://twitter.com/hd_kumaraswamy/status/1361311115171356673?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1361311115171356673%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fbengali%2Fnews-56028615

এই পটভূমিতেই মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন কর্নাটকের সিনিয়র রাজনীতিবিদ এইচ ডি কুমারাস্বামী, একের পর এক টুইট করে তিনি দাবি করে কোন কোন বাড়ি থেকে মন্দিরের জন্য চাঁদা দেওয়া হচ্ছে আর কারা দিচ্ছে না আরএসএস সেগুলোকে চিনে রাখছে।

সে আরো মন্তব্য করে "ঠিক যেভাবে নাৎসি জমানায় হিটলার করেছিল, তার শাসনে মৃত্যু হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের,"

কর্নাটকের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী কুমারাস্বামীর অভিযোগ অবশ্য আরও গুরুতর - তিনি দাবি করছেন, কারা রামমন্দিরের জন্য চাঁদা দিচ্ছেন না তাদের তালিকা তৈরি করে রাখছে আরএসএস।

জার্মানিতে নাৎসি পার্টি আর ভারতে হিন্দুত্ববাদী আরএসএস যে একই সময়ে ও একই ধরনের আদর্শ নিয়ে গড়ে উঠেছিল, ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃত করে সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে।

এদিকে, স্বেচ্ছায় যারা রামমন্দির নির্মাণে অর্থ দিতে রাজি নন - তাদের শত্রু হিসেবে চিনে রাখা হচ্ছে,

উল্লেখ্য, মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদকে শহিদ করে সে স্থানে মালাউনদের রাম মন্দির বানানো হচ্ছে। যেখানে আগে এক আল্লাহর ইবাদত করা হত, সেখানে এখন গায়রুল্লাহর পুজা করা হবে। কুফুর, শিরকের মত জঘন্য কাজ করা হবে। ফলে মসজিদ শহিদ করা থেকে মুসলিমদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এখন রাম মন্দিরের চাঁদা হচ্ছে মুসলিমদের কাটা গায়ে লবণের ছিটার মত। ফলে যারা চাঁদা দেওয়া থেকে বিরত থাকছেন তাঁদেরকে সন্ত্রাসী দল আরএসএস শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করে রাখছে।

অনিয়ম দেখেও নীরব থাকে ইসি

পৌরসভা নির্বাচনে ভোট কেমন হবে, তার ইঙ্গিত বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের বক্তব্যে আগেই পাওয়া যাচ্ছিল। গত রোববার চতুর্থ ধাপে অনুষ্ঠিত ৫৫টি পৌরসভা নির্বাচনের আগেই প্রকাশ্যে নৌকায় ভোট দেওয়া, কেন্দ্রে আসার আগেই ভোটারদের আটকে দেওয়া এবং বিএনপির নেতা-কর্মীদের এলাকাছাড়ার হুমকি দিয়েছিল আওয়ামী লীগের তিনজন নেতা। এসব ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন (ইসি) কার্যত কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় ভোটের দিন অনেক পৌরসভাতেই ওই নেতাদের বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটতে দেখা গেছে।

যদিও চতুর্থ ধাপের ভোটে অনিয়ম, সংঘাত হবে না বলে আশার বাণী শুনিয়েছিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বলা হয়েছিল, ভোটকেন্দ্রে গোপন বুথের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে পরিস্থিতি বদলায়নি। সংঘাত, প্রাণহানি, ভোটকেন্দ্রে বিএনপির এজেন্ট ঢুকতে না দেওয়া, পছন্দমতো ভোট দিতে না পারা এবং গোপন বুথে নৌকা প্রতীকের সমর্থকদের অবস্থান নেওয়াসহ নানা অনিয়ম দেখা গেছে।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা, লক্ষ্মীপুরের রামগতি এবং ঠাকুরগাঁওয়ের পৌরসভা নির্বাচন নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের তিন নেতার বক্তব্যের ভিডিও ভোটের আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল (ছড়িয়ে পড়া) হয়। যেখানে চুয়াডাঙ্গার আওয়ামী লীগ নেতা প্রতিপক্ষকে ভয়ভীতি ও দলীয় কর্মীদের অনিয়ম করে ভোট দেওয়ার 'কৌশল' বলে দেন। লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগের নেতা বলেছেন, ইভিএমে নৌকার বাইরে ভোট দিলে ধরে ফেলা যায়। আর ঠাকুরগাঁওয়ে গিয়ে মহিলা আওয়ামী লীগের এক নেত্রী বলেছিলেন, নৌকায় ভোট না দিলে ভোটকেন্দ্রে আসার দরকার নেই। তিনটি ঘটনাতেই ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে ইসি কার্যত নীরব ছিল।

এসব বিষয়ে সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, নির্বাচনের অধঃপতনের যেটুকু বাকি ছিল, এবারের পৌর নির্বাচনে তা হয়ে গেছে। ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে প্রকাশ্যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার বিষয়ে ইসি কী ব্যবস্থা নিয়েছে? ইসির নিয়ন্ত্রণ থাকলে এগুলো হয় কী করে? তিনি বলেন, গণমাধ্যমে খবর আসছে, বুথে একজন 'সহযোগিতা করার' জন্য বসে থাকেন। যেসব কেন্দ্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে পত্রপত্রিকায় এসেছে, সেখানকার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলো না কেন? ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি এমনই থাকবে।

গত রোববার অনুষ্ঠিত ঠাকুরগাঁও পৌরসভা নির্বাচনে পথে পথে ভোটারদের বাধা দিতে দেখা গেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় ভোটারদের প্রকাশ্যে ভোট দিতে চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেখানে একটি কেন্দ্রে মেয়র পদের ইভিএম যন্ত্র গোপন কক্ষের বাইরে রেখে ভোট নিতে দেখা গেছে। বিভিন্ন জায়গায় ভোট দেওয়ার গোপন বুথে ক্ষমতাসীন দলের কর্মী–সমর্থকেরা অবৈধভাবে অবস্থান করছিলেন। ঠাকুরগাঁও পৌরসভার আর কে স্টেট উচ্চবিদ্যালয়ের কেন্দ্রসহ বেশ কয়েকটি জায়গায় বুথে অবস্থানকারীরা বলেছেন, তাঁরা 'ভোটারদের সহযোগিতা' করছেন। এর আগের ধাপের নির্বাচনগুলোতেও অনেক পৌরসভায় একই ধরনের চিত্র দেখা গেছে।

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

আওয়ামী লীগের দু পক্ষের সংঘর্ষ, সাংবাদিকের ওপর হামলা

শেরপুরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনার সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে মিছিলের ছবি ধারণ করায় সংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসময় মিছিলকারীদের হামলায় ডিবিসি নিউজের শেরপুর প্রতিনিধি এস এম জুবায়ের দ্বীপ আহত হয়েছেন।

গতকাল সোমবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টার দিকে শেরপুর শহরের পূর্বশেরী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত সাংবাদিক জুবায়ের দ্বীপ জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শেরপুর শহরের পূর্বশেরী এলাকার বাসিন্দা কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা মুরশীদুর রহমান আকন্দ ও স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কালাম আজাদের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছে। এর জের ধরে ইতোপূর্বে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে শেখ মুজিব ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে।

গতকাল সোমবার চতুর্থ ধাপের পৌরসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা মুরশীদুর রহমান আকন্দের অনুসারী নাহিদ হাসান ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে বিজয়ী হন। এতে পুরনো দ্বন্দ্ব আবারো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং গতকাল রাতে মুরশীদুর রহমান আকন্দের অনুসারীরা এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করলে সহিংস ঘটনা ঘটে।

ওই সহিংস ঘটনার সংবাদ সংগ্রহের জন্য ডিবিসি টিভির শেরপুর প্রতিনিধি এস এম জুবায়ের দ্বীপ পূর্বশেরী এলাকায় যান। এসময় অস্টমীতলা এলাকার দিক থেকে আসা ছাত্রলীগ নেতা মুরশীদুর রহমান আকন্দের অনুসারীদের একটি মিছিল থেকে স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে 'আজাদের দুই গালে জুতা মারো তালে তালে' স্লোগান দেওয়া হয়।

সাংবাদিক জুবায়ের দ্বীপ সেই মিছিলের ভিডিও ধারণ করতে থাকলে ওই মিছিল থেকেই 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে তাঁর ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে তাঁকে মারপিটে আহত করা হয়। এসময় তাঁর মোবাইল ক্যামেরা ও ট্রাইপড ছিনিয়ে নেয় হামলাকারীরা। তাঁকে উদ্ধার করে শেরপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নবনির্বাচিত পৌর মেয়র গোলাম মোহাম্মদ কিবরিয়া লিটন, সদর থানার ওসি আব্দুলল্লাহ আল মামুন, শেরপুর প্রেসক্লাব সভাপতি শরিফুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মেরাজ উদ্দিন ও সাংবাদিক নৃেতৃবৃন্দ রাতেই আহত জুবায়ের দ্বীপকে দেখতে জেলা হাসপাতালে ছুটে যান ও তাঁর চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। হামলার ঘটনায় কালের কণ্ঠ

আ.লীগ নেতা-কর্মীদের হুমকিতে প্রচারণা বন্ধ

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার মতলব পৌরসভার নির্বাচনে বিএনপির মেয়র প্রার্থী ও তাঁর কর্মীদের আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকেরা হুমকি দিচ্ছে বলে। এ জন্য গত দুই দিন প্রচারণা বন্ধ রেখেছে বিএনপির মেয়র প্রার্থী এনামুল হক।

প্রতিকার চেয়ে আজ সোমবার জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন এনামুল হক। এর আগে গত বৃহস্পতিবার তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বরাবরও লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তিনি। ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

লিখিত অভিযোগে এনামুল হক উল্লেখ করেন, মেয়র পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর থেকে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আওলাদ হোসেনের কর্মী-সমথর্করা নানাভাবে তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে হুমকি দিচ্ছেন। তাকে ও তার কর্মীদের এলাকায় না থাকার জন্যও চাপ দেওয়া হচ্ছে। এ কারণে গত কয়েক দিন তিনি ও তাঁর কর্মীরা প্রকাশ্যে এলাকায় অবস্থান করতে পারছেন না।

এনামুল হক আরও অভিযোগ করেন, তিনি ও তাঁর কর্মীরা গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার ওই পৌরসভার মুন্সিরহাট, দূরগাঁও, ভাঙ্গারপাড়, নবকলস, ভাঙারপাড়, চরমুকুন্দি, ঢাকিরগাঁও, বোয়ালিয়াসহ আরও কয়েকটি এলাকায় ভোটের প্রচার চালাতে গেলে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর লোকেরা তাকে ও তার কর্মীদের বাধা দেন। এসব এলাকায় তাঁর প্রায় সাত হাজার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়। প্রতিবাদ করলে চরমুকুন্দি এলাকার মোহন মিয়া নামের তাঁর এক কর্মীকে বেধড়ক পেটানো হয়। আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর লোকজনের হুমকিতে গতকাল ও আজ সোমবার তিনি বা তাঁর কর্মীরা ধানের শীষের প্রচারণা চালাতে পারেননি।

এনামুল হক বলেন, এবার এ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে কি না, তা নিয়ে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তিনি স্থানীয় প্রশাসন, রিটার্নিং কর্মকর্তা, পুলিশ ও সিইসির কাছে দাবি জানান।

আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী আওলাদ হোসেন বলেন, তার কর্মী-সমর্থকেরা বিএনপির মেয়র প্রার্থী বা তাঁর লোকদের ভোটের প্রচারণায় বাধা দেননি। এ-সংক্রান্ত হুমকিও দেননি। প্রথম আলো

বিমানবন্দর এলাকায় মেয়ে নবজাতক উদ্ধার

রাজধানী বিমানবন্দর বলাকা গেটের উত্তর পাশের জঙ্গলে ফুটফুটে জীবিত এক নবজাতক (কন্যা) সন্তান উদ্ধার হয়েছে। সোমবার সকালে জঙ্গল থেকে কান্নার সুর ভেসে এলে সেখানে কয়েকজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী দুটি তোয়ালে দিয়ে প্যাঁচানো ওই নবজাতক খুঁজে পায়। পরে তারা শিশুটিকে উদ্ধার করে বিমানবন্দর থানা নিয়ে যায়। বিমানবন্দরের পরিচ্ছন্নতাকর্মী জহুরা আক্তার জানান, তারা বিমানবন্দরে কাজ করছিলেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আরেক পরিচ্ছন্নতাকর্মী রেহানা বলাকার গেটের উত্তর পাশ দিয়ে হেঁটে আসছিল। এমন সময় জঙ্গল থেকে তিনি নবজাতকের কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। পরে নবজাতকটিকে আমার কাছে নিয়ে আসে। এ সময় নবজাতকটি দুটি তোয়ালে দিয়ে প্যাঁচানো ছিল। নবজাতকের বয়স হবে আনুমানিক দুই থেকে তিন দিন। এসআই রাজিব জানান, নবজাতকটি মেয়ে। নবজাতকের শরীরে তেমন কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। তবে মশার কামড়ের দাগ আছে।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৯৩ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল সেনাদের উপর পৃথক কয়েকটি হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে কমপক্ষে ৯৩ এরও অধিক কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার মধ্যরাতের(১২:০০) সময়, জাবুল প্রদেশের কিল্লাত শহরে মুরতাদ কাবুল সেনাবাহিনীরর একটি চৌকিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ১৩ সৈন্য নিহত, ৩ সৈন্য গ্রেফতার এবং চৌকিটি শত্রু মুক্ত হয়। ট্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন যুদ্ধসামগ্রী ধ্বংস হওয়া ছাড়াও মুজাহিদগণ অনেক গনিমত লাভ করেছেন।

একই রাতে তালেবান মুজাহিদিন হেলমান্দ প্রদেশের লাশকারগাহ ও গারিশাক জেলায় মুরতাদ বাহিনীর কয়েকটি অবস্থানে সফল হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে ২২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ১ সৈন্য গ্রেফতার হয়েছে। এসময় মুজাহিদগণ ৩টি মেশিনগান, ২টি রকেট-লঞ্চার, ৪টি ক্লাশিনকোভসহ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধসামগ্রী গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে সোমবার মধ্যরাতে কুন্দুজ প্রদেশের ইমাম সাহেব জেলাত মুরতাদ সেনাদের একটি চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুজাহিদগণ চৌকিটি বিজয়, ১০ সৈন্য নিহত এবং আরো ১১ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

এইদিন রাত এশার সময় (৭:৩০) রোজগান প্রদেশের কেন্দ্রীয় তিরিনকোট শহরে কাবুল সরকারের একটি সেনা ইউনিটে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে ১টি রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস, ৮ সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়েছে।

এর আগে অর্থাৎ, গত ১৪ ফেব্রুয়ারি রবিবার বামিয়ান রাজ্যের কাহমুরাদ জেলায় অঞ্চলটির পুলিশ প্রধানের সাথে পথেই সাক্ষাত হয় তালেবান মুজাহিদদের। আর তখনই উভয় বাহিনীর মাঝে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে কাবুল বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত এবং আরো ৭ সৈন্য আহত হওয়া ছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর ৩টি রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

একইভাবে বাগলান প্রদেশের পুলখামারী জেলায় পৃথক দুটি বোমা হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

এমনিভাবে রবিবার দুপুর ১২ টায় ফরাহ প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহরে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক কাফেলায় হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ৪ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ সৈন্য আহত হয়েছে। বিপরীতে ৩ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।

https://ibb.co/Wp6BqQZ

ফটো রিপোর্ট | আল-কায়েদা কর্তৃক ৮০০ দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত 'আল-ইহসান' দাতব্য সংস্থা শাবেলী সুফলা রাজ্যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৮০০ দরিদ্র পরিবারকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেছেন। এসব খাদ্য সামগ্রীর মাঝে রয়েছে ময়দা, চাল, চিনি, তেল, ডাল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য।

https://alfirdaws.org/2021/02/16/47102/

মাস না পেরোতেই গাইবান্ধায় সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে ফাটল

উদ্বোধনের মাস না পেরোতেই আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে দেখা দিয়েছে ফাটল। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কামদিয়া ইউনিয়নের চাঙ্গুরা গ্রামে বসবাসরত সাঁওতাল (আদিবাসী) সম্প্রদায়ের ৫০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু মাস যেতে না যেতেই সেই ঘরে দেখা দিয়েছে ফাটল।

শাহেনা হেমরম বয়স ৩৬ বছর। মরাবস্তা পুকুরপাড়ে সরকারের খাস জমিতে মাটির তৈরি ঘরে পরিবার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। এরই মধ্যে মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাটির তৈরি ঘর ভেঙে দিয়ে শাহেনা হেমরমকেও দেওয়া হয় আশ্রয়ণ প্রকল্পের সেমিপাকা ঘর। কিন্তু বসবাসের আগেই সেই ঘরের দেয়ালসহ মেঝেতে দেখা দিয়েছে ফাটল।

শাহেনা হেমরম বলেন, ঘরে বসবাসের আগেই ফাটল দেখা দিয়েছে। ওই ঘরে থাকতে ভয় করবে।

হোদগো নামের এক আদিবাসী বলেন, আমার নামে বরাদ্দকৃত ঘর নির্মাণের সময় দেয়াল ভেঙে পড়েছিল। অল্পের জন্য মিস্ত্রিদের লোক বেঁচে গেছেন। এই ঘরে থাকাটা নিরাপদ মনে হচ্ছে না। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এমনভাবে মিনা রানীসহ বেশ কয়েকজনের ঘরে দেখা দিয়েছে ফাটল।

জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রামকৃষ্ণ বর্মণ বলেন, এ বরাদ্দে এর চেয়ে ভালো কাজ করা সম্ভব নয়। ঠিকাদারকে দিয়ে তো এ টাকায় কাজ করাই যেত না। তিনি বলেন, সচিবালয়ে এসব নিয়ে আপনাদের একজন আমাদের পেছনে লেগেছিল। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ভারতে জ্বালানির অগ্নিমূল্য, কেন্দ্রের কোষাগারে ২৪ লক্ষ কোটি

ভারতে পেট্রল-ডিজেলের লাগাতার দাম বৃদ্ধি, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অগ্নিমূল্য রান্নার গ্যাস। জ্বালানির দামের বেলাগাম ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফের কারণে প্রাণ ওষ্ঠাগত সাধারণ মানুষের। আচ্ছে দিনের স্বপ্ন দেখানো নরেন্দ্র মোদি সরকারের সৌজন্যেই এখন মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকলে পিষছে মধ্যবিত্ত। আর সেস ও করের টাকায় ফুলে ফেঁপে উঠছে কেন্দ্রীয় সরকারের ভান্ডার। কোটি কোটি দেশবাসীর নাভিশ্বাস উঠছে, আর এক্সাইজ ডিউটি বাড়িয়ে গত এক বছরেই ২৪ লক্ষ কোটি টাকা আদায় করেছে মোদি সরকার। এই টাকা আম আদমিকে ছাড় হিসেবে দিলেই পেট্রল, ডিজেলের দাম কমে যেত। বাড়ত না রান্নার গ্যাসও। কিন্তু নির্দয় সরকার তা করছে না।

এই সরকার রোজই জিনিসের দাম বাড়িয়ে চলেছে। একদিকে দেশের সবকিছু বিক্রি করে দিচ্ছে, আর অন্যদিকে দাম বাড়াচ্ছে জ্বালানির। গত ডিসেম্বরের গোড়ায় রান্নার গ্যাসের দাম কলকাতায় ছিল ৬২০.৫ টাকা। ১৫ ফেব্রুয়ারি তা পৌঁছেছে ৭৯৫.৫ টাকায়। অর্থাৎ আড়াই মাসে দাম বেড়েছে ১৭৫ টাকা। অথচ এই দাম বৃদ্ধির জন্য এক পয়সাও বাড়তি ভর্তুকি পাচ্ছেন না গ্রাহক। গ্যাসের সঙ্গেই পেট্রল, ডিজেলের বেনজির মূল্যবৃদ্ধি চলছে।

বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলেও কেন মোদি সরকার তার লাভ আম আদমিকে না দিয়ে কোষাগার ভরছে? আর বাজেটে 'সেস' বসিয়ে সরকার বাড়তি অর্থ আদায় করলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় কেনই বা তার অংশ রাজ্যকে দেওয়া হবে না? এই প্রশ্ন উঠছে। এআইসিসির মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনেট বলেন, 'উজ্জ্বলা যোজনাতেও কিন্তু পরিবারগুলিকে নগদে সিলিন্ডার কিনতে হয়। তাই গরিবদের জন্য লোকদেখানো ওই প্রকল্প চালু হলেও আদতে উজ্জ্বলার সুবিধেভোগীদেরও ভুগতে হচ্ছে।' কংগ্রেস মুখপাত্র প্রশ্ন তোলেন, 'বিজেপির যেসব মহিলা নেত্রী বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে রান্নার গ্যাসের দাম সামান্য বাড়লেই রাস্তায় নেমে পড়তেন, তাঁরা কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন? নাকি ক্ষমতার সুখ এমনই যে সাধারণের কষ্ট দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছে?'

এদিকে পেট্রল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধিতে লাগাম নেই। কলকাতায় সোমবার পেট্রল ও ডিজেলের দর গিয়েছে যথাক্রমে ৯০.২৫ টাকা এবং ৮২.৯৪ টাকা। কেন্দ্রের উদাসীনতায় এই দাম কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, তা নিয়ে চিন্তার অন্ত নেই সাধারণ মানুষের। কারণ, অগ্নিমূল্য জ্বালানির প্রভাব কিন্তু পড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপরও।

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

পঞ্চগড় থেকে বাংলাদেশি পুলিশকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় বিএসএফ

পঞ্চগড় উপজেলা সদরের হাড়িভাসা ইউনিয়নের মমিনপাড়া সীমান্ত থেকে ওমর ফারুক নামে বাংলাদেশি এক পুলিশ সদস্যকে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে।

রোববার (১৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে নীলফামারী ৫৬ বিজিবির আওতাধীন ওই সীমান্তের মেইন পিলার ৭৫৩ এর ৭ ও ৮ নং সাব পিলার এলাকা থেকে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

সীমান্ত সূত্র ও স্থানীয়রা জানায়, রোববার রাত ৯টার দিকে একটি মোটরসাইকেলযোগে ফারুকসহ তিনজন মমিনপাড়া সীমান্তে যান। এ সময় মমিনপাড়া সীমান্তের বিপরীতে ভারতের সিপাইপাড়া মহল্লার ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে তাদের তর্ক শুরু হয়। এক পর্যায়ে বাংলাদেশি ঘাগড়া বিবিজি ক্যাম্পের বিপরীতে ভারতের চানাকিয়া বিওপির বিএসএফ সদস্যদের খবর দেয় সে দেশের নাগরিকরা। তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে ভারতীয়রা ধাওয়া দিলে দুইজন পালিয়ে আসেন, তবে ফারুককে আটক করে বিএসএফ সদস্যদের হাতে তুলে দেন ভারতীয়রা।

বিএসএফের কাছে আটক পুলিশ সদস্য ওমর ফারুক পঞ্চগড় জেলা জজ আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে কর্মরত আছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের দাবি, মোশারফ হোসেন নামে এক পুলিশ সদস্যকে প্রায়ই ওই সীমান্তে দেখা যায়। তিনি ফারুকসহ অন্য দুইজনকে সীমান্ত এলাকায় নিয়ে যান। মোশারফের বিরুদ্ধে ভারতীয় চোরাকারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ রয়েছে।

সীমান্তবর্তী গ্রাম মমিনপাড়ার কুলছুম বেগম বলেন, রাত ৮টার পর তিনজন ভারত সীমান্তে যায়। তাদের সঙ্গে ভারতীয় লোকদের ঝগড়া হয়। তখন তারা বিএসএফকে খবর দেয়। বিএসএফ এসে একজনকে ধরে নিয়ে যায় এবং দুজন পালিয়ে আসেন। রাতেই আমরা শুনেছি বিএসএফের হাতে আটক ব্যক্তি পুলিশ এবং যে দুজন পালিয়ে এসেছেন তাদের একজনও পুলিশ।

মমিনপাড়ার বাসিন্দা ও ঘটনাস্থলের পাশে বসবাসকারী আমিরুল ইসলাম বলেন, সীমান্তে ভারতীয় নাগরিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওই তিনজনকে ধাওয়া করে। তারা ওমর ফারুককে আটক করে এবং বাকিরা পালিয়ে যান। আটকের পর তাকে অনেক মারধর করে তারা। পরে বিএসএফ সদস্যরা এসে তাকে চানাকিয়া ক্যাম্পে নিয়ে যান।

সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু আক্কাছ আহমদ বলেন, শুনেছি বিএসএফ কর্তৃক আটক পুলিশ সদস্য আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ওই সীমান্ত এলাকা থেকে একটি

মোটরসাইকেল উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। তার সঙ্গে আরও দুজন ছিলেন বলে আমরা শুনেছি। তবে কারা ছিলেন এবং কেন সীমান্ত এলাকায় গিয়েছিলেন এ বিষয়ে আমরা এখনো কিছুই জানি না।

বিজিবি ঘাগড়া কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মো. রুহুল আমিন বলেন, আমরা এ ব্যাপারে স্থানীয়দের কাছ থেকে শুনেছি। তবে কে, কখন এবং কেন ভারতীয় সীমান্তে গেছেন আমরা জানতে পারিনি। আমরা বিএসএফের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা একজনকে আটকের কথা নিশ্চিত করেছে।

ছোঁ মেরে ব্যালট পেপার নিয়ে নৌকায় ভোট দিয়ে দিল এজেন্ট

নারায়ণগঞ্জে সরকারি চাকরি করেন মো. আফছার উদ্দিন (৪৩)। এক দিনের ছুটি নিয়ে নাটোরের বড়াইগ্রাম পৌরসভা নির্বাচনের ভোট দিতে এসেছেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত সেই ভোট আর তিনি দিতে পারলেন না। জোর করে নৌকায় তাঁর ভোট দিয়ে দিয়েছেন নৌকা মার্কার এক এজেন্ট।

ভোট দেওয়ার জন্য বড়াইগ্রাম কলেজ কেন্দ্রের ৪ নম্বর বুথে সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে পোলিং কর্মকর্তার কাছ থেকে ব্যালট পেপার নেন আফছার উদ্দিন। গোপন কক্ষে ঢোকার মুহূর্তে সেখানকার নৌকা মার্কার এজেন্ট মো. সেলিম কয়েকজন সাংবাদিকের সামনেই ছোঁ মেরে ব্যালট পেপার কেড়ে নিয়ে নিজেই সিল মেরে বাক্সে ঢুকিয়ে দিলেন।

ব্যালট পেপার হাতে নেওয়ার পরও ভোট দিতে না পারার বিষয়ে আফছার উদ্দিন কোনো কথা বললেন না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকলেন। চোখে তাঁর জল ছলছল করছিল।

সেলিমকে তাৎক্ষণিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সত্যতা পেয়েছেন কেন্দ্রটির প্রিসাইডিং কর্মকর্তা আবু হানিফ মিয়া। কিন্তু তিনি সেলিমের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিলেন না, এমনকি সেখান থেকে সরিয়েও দিলেন না। আবু হানিফ মিয়া বলেন, ‘প্রার্থীদের এজেন্টরা এসব কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করেন। কিন্তু তাঁর কেন্দ্রে বিএনপি প্রার্থীর কোনো এজেন্ট ছিল না। তাই তাঁর পক্ষে অপর প্রার্থীর এজেন্টকে দণ্ডিত করা যায়নি।’

এদিকে বড়াইগ্রাম কলেজ কেন্দ্রসহ বড়াইগ্রামের ৯টি কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত নৌকার এজেন্টরা ভোটারদের নানাভাবে হয়রানি করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব বিষয়ে কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে বড়াইগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা খায়রুল বাশার বলেন, ‘আমি মৌখিকভাবে সতর্ক করেছি। তাঁরা শোনেননি।’

বিএনপি প্রার্থী ভোট দেননি, কোনো কেন্দ্রেও যাননি

নিরাপত্তার অভাবে বড়াইগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিতে যাননি বলে জানান বিএনপির মনোনীত মেয়র প্রার্থী মো. ইসাহাক আলী। তিনি বলেন, ভোট গ্রহণের শুরুতে ওই কেন্দ্র থেকে তাঁর

এজেন্টকে বের করে দেওয়া নিয়ে হট্টগোল হয়। বাকি আটটি কেন্দ্রে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিএনপি প্রার্থী সেসব কেন্দ্রেও যাননি। তাঁর কোনো প্রতিনিধিও ভোট পর্যবেক্ষণে ভূমিকা রাখেননি।

উল্লেখ্য, দেশের প্রায় সকল নির্বাচনী কেন্দ্রে কম বেশি এমনই চলছে কুফরি গণতন্ত্রের নির্বাচনী খেলা।

ভারতের তাবেদারি করেও ফের গৃহবন্দি ওমর আবদুল্লাহ-মেহবুবা মুফতি

ভারত দখলকৃত জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ওমর আবদুল্লাহ অভিযোগ করেছেন, তিনি, তার বাবা বর্তমান এমপি ফারুক আবদুল্লাহকে কর্তৃপক্ষ গৃহবন্দি করে রেখেছে। রোববার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে তিনি এ অভিযোগ করেন।

ওমর আবদুল্লাহ টুইটারে বলেন, কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই আমাদের বাড়িতে তালাবন্দি করে রাখা হয়েছে। এটি খুবই অন্যায় যে, তারা আমার বাবা বর্তমান এমপি ফারুক আবদুল্লাহসহ আমাকে আমার বাড়িতে বন্দি করে রেখেছে। আমার বোন এবং তার সন্তানদের তাদের বাড়িতে বন্দি করে রাখা হয়েছে।’

টুইটারে তিনি তার বাড়ির গেটের বাইরে পুলিশের গাড়ির ছবি পোস্ট করেছেন। তার গৃহকর্মীদেরও বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন এই সাবেক মুখ্যমন্ত্রী।

এর আগে শনিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) প্রেসিডেন্ট ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি অভিযোগ করেন, তাকেও গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বরে পারিমপোরা এলাকায় নিহত আতহার মুশতাকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাওয়ার আগেই তাকে গৃহবন্দি করে রাখা বলে তিনি অভিযোগ করেন।

গত বছরের মার্চে প্রায় আট মাস পর ওমর আবদুল্লাহকে মুক্তি দেয়া হয়। গত বছরের ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করার পরে ওমর আব্দুল্লাহকে আটক করা হয়েছিল। এরপর গত অক্টোবরে প্রায় এক বছরের বেশি সময় পর মুক্তি দেয়া হয় সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতিকে। গত বছরের ৫ আগস্ট মেহবুবা মুফতিকে আটক করা হয়। তারপর থেকেই বন্দি ছিল পিডিপি প্রেসিডেন্ট মেহবুবা মুফতি।

মালি | মুজাহিদদের বোমা হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ২ সৈন্য নিহত এবং অপর ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৪ ফেব্রুয়ারি রবিবার, মধ্য মালির মোপ্তি রাজ্যের জুরা অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে একটি বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। মুরতাদ মালিয়ান সেনাদের একটি টহলদলকে টার্গেট উক্ত বোমা হামলাটি চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। এতে কমপক্ষে ২ মালিয়ান মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং অপর ২ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে সেনা কাফেলায় একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে কমপক্ষে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৫ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

টিটিপির একজন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল (হিজবুল আহরারের আমীর) মুহতারাম ওমর মোকাররম হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইটার একাউন্টে লিখেন, গত ১৪ ফেব্রুয়ারি রবিবার, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ওয়ান বাইপাস রোডে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি কাফেলার উপর তীব্র আক্রমণ করেছেন। এই বিস্ফোরণে এখন পর্যন্ত ২ মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত এবং একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাসহ আরো ৫ মুরতাদ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে।

তিনি আরও জান যে, হামলায় আরো বেশি সেনার মৃত্যুর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের শহিদী হামলায় ২৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ১০টি গাড়ি ধ্বংস

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু। সে দেশের রাষ্ট্রপতির প্রাসাদের প্রধান সুরক্ষা চৌকিটিকে লক্ষ্য করে ইস্তেশহাদী বোমা হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ২৪ মুরতাদ নিহত ও ১০টি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত শনিবার আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির মুরতাদ রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের প্রধান সুরক্ষা চৌকিকে লক্ষ্য করে শক্তিশালী গাড়ি বোমা দ্বারা একটি সফল শহিদী হামলা চালিয়েছেন।

হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন ঘটনাস্থলে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও আধিকারিকরা উপস্থিত ছিল, ফলে তাদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক মুরতাদ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ কর্মকর্তাদের ১০টি গাড়ি।

প্রাথমিক তথ্যমতে, মুজাহিদদের এই সফল হামলায় সরকারী আধিকারিক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ ২৪ জন মুরতাদ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে। হামলার সময় ভারী নিরাপত্তা বেষ্টিত জায়গায় অনেক সরকারী, সুরক্ষা ও সরকারি ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিল।

পশ্চিমা সমর্থিত সোমালী সরকার রাজধানীতে সুরক্ষা ব্যবস্থা কঠোর করা, রাস্তাঘাট বন্ধ করা এবং বিপুল সংখ্যক সড়কে অবরোধ স্থাপন করা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের আশেপাশের অঞ্চলে আল-শাবাব মুজাহিদিন এখনও মোগাদিসুতে সরকারী ভবন এবং মুরতাদ বাহিনীর মজবুত ঘাঁটিগুলির কেন্দ্রস্থলে শক্তিশালী হামলা চালানোর মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে চলছেন।

https://ibb.co/PGkjJfY

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

গণহত্যার থেকেও ভয়াবহ উইঘুদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা: দ্য ইকোনমিস্ট

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম দ্য ইকোনমিস্ট চীনের জিনজিয়াংয়ে সংখ্যালঘু উইঘুরদের মুসলিমদের বিষয়ে দেশটির সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কঠোর সমালোচনা করেছে । শনিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) “Genocide” is the wrong word for the horrors of Xinjiang শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে গণমাধ্যমটি। প্রতিবেদনে তারা লিখেছে, স্বৈরশাসনের দেশ হিসেবে চীন প্রকৃত রূপ আড়াল করতে সবসময় মিথ্যা বলবে এবং আপত্তি জানাবে এটাই বাস্তবতা। উইঘুরদের ওপর চীনের অত্যাচারকে আপনি কি বলবেন? এটি কি গণহত্যা নাকি অন্যকিছু? এ বিষয়ে আপনাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মনে রাখতে হবে দেশটিতে স্বৈরাচারী শাসন চলছে।

উইঘুদের ওপর যা হচ্ছে শুধু শব্দের অর্থ দিয়ে বোঝালে সেটি ঠিক হবেনা। যেভাবে ‘হত্যাকাণ্ড’ অর্থ একজনকে হত্যা করা, ‘আত্মহত্যা’ মানে নিজেকে হত্যা করা, তেমনি ‘গণহত্যা’ অর্থ একটি জাতিকে হত্যা করা।

চীনে উইঘুর মুসলিমদের উপর অত্যাচার প্রচণ্ড ভয়াবহ। চীন সম্ভবত ১০ লাখ উইঘুরকে কারাবন্দি করে রেখেছে। যাকে ভুলভাবে ‘পেশাগত প্রশিক্ষণকেন্দ্র’(কনসেনট্রেশন কেম্প) উল্লেখ করা হচ্ছে। তারা উইঘুর নারীদের জোরপূর্বক বন্ধ্যা করছে। তবে তাদের হত্যা করছে না।

সংবাদ মাধ্যমটি গণহত্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জাতিসংঘের একটি ঘোষণার ওপর নির্ভর করে, যাতে বলা হয়েছে, গণহত্যা হতে হলে প্রকৃতপক্ষে সরাসরি প্রাণ সংহারের প্রয়োজন নেই। কোনো জাতি বা নৃতাত্ত্বিক, জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে চাইলে 'জন্ম প্রতিরোধের চেষ্টা' বা 'গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি' করার মতো ব্যবস্থাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

তবে, এটি কত বড় পরিসরে হলে গণহত্যা ধরা হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে, উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, সব নারীকে কৌশলে বন্ধ্যা করার মাধ্যমে একটি গোটা জাতি ধ্বংস করা সম্ভব। যা গনহত্যার চেয়েও বেশি কিছু।

দ্য ইকোনমিস্টের ভাষায়, চীন বৈশ্বিক রীতিনীতির জন্য হুমকি। তবে, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। (উল্লেখ্য যে,জলবায়ু পরিবর্তন নাম করে নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নই হচ্ছে ক্রুসেডার জোটের মূল লক্ষ।)

সংবাদ মাধ্যমটি আরও উল্লেখ করে যে, চীন শুধুমাত্র 'গণহত্যা'ই করেনি এর চেয়ে আরও বেশি কিছু করছে। এর মাধ্যমে দেশটি মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছে।

উল্লেখ্য যে চীনে মুসলিমদের নির্যাতনের সংবাদ প্রচার করায় ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনকে (বিবিসি) সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেছে চীন। এর কয়েকদিনের মধ্যেই দ্য ইকোনমিস্ট উইঘুর মুসলিমদের নির্যাতনের বিষয়ে কথা বলেছে।

The persecution of the Uyghurs

"Genocide" is the wrong word for the horrors of Xinjiang

To confront evil, the first step is to describe it accurately

Reuters

Feb 13th 2021

মুসলিম শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজ অধ্যক্ষের পূজার নির্দেশ

লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ মাহবুব সাহেব তার কলেজের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে হিন্দু ধর্মীয় সরস্বতী পূজায় অংশগ্রহণ করতে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য এটাই যে, বাংলাদেশে রাম রাজত্ব কায়েম হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ভারতের চাইতেও বেশী হিন্দুত্ববাদী দেশ। বাংলাদেশে বর্তমানে মুসলিমরাই সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে। তার প্রমাণস্বরূপ দেখুন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের এই দেশে মুসলমান সন্তানদেরকে জোর করে পূজা করানো হবে। ঘরের সন্তান কে উপস্থিত হয়ে পূজা করতে হবে। অর্থাৎ নির্বাহী আদেশে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ এর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে ব্যাপক ভাবে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে - বর্তমানে বাংলাদেশের ৩% হিন্দুকে দেশের ৮০% এর বেশী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে হিন্দু নাগরিকদের প্রধান্য দেয়া হয়েছে।

অনেকে মনে করেন, এই দেশে প্রত্যেকের ধর্মপালনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তাহলে কেন মুসলমান ঘরের সন্তানদেরকে বাধ্য করা হয় পূজা করার জন্য, অন্যদিকে মুসলিম মেয়েদের বাধ্য করা হয় হিজাব খুলে ফেলার জন্য।

কিছুদিন আগে ঢাকার কাছে গাজীপুরে অবস্থিত মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড নামের এই ফ্যাক্টরিতে মুসলিমদের নামাজ পড়ার নোটিশ জারির পর সবদিকের চাপের মুখে সে নোটিশ বাতিল ঘোষণা করা হয়।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এদেশে থাকতে হলে এদেশে বাঁচতে হলে হিন্দু হতেই হবে। নইলে এই দেশে বাঁচা নিষিদ্ধ।

যদি তাদের এখন প্রতিরোধ করা না যায়, তাহলে রোহিঙ্গা মুসলমানদের কে দেখে শিক্ষা নিন। কাশ্মীরের মুসলমানদের থেকে শিক্ষা নিন। অল্প অল্প অল্প করে তাদের ধর্মীয় অধিকার বিনষ্ট করে কিভাবে ভূমিহীন জাতিতে পরিণত করা হয়েছে।
ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে তারা হরেকৃষ্ণ হরেরাম বলে পূজার প্রসাদ খাইয়েছে। যদি প্রতিরোধ তৈরি করতে না পারেন তাহলে সবাই সামনে পাঠা বলি দেওয়ার জন্য এবং কালী পুজো করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নাউযুবিল্লাহ...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুর।

ফোন : ০৩৮১-৬১৫২৪, E-mail : laxmipurgovtcollege@gmail.com

websit : www.laxmipurgovtcollege.edu.bd, facebook : www.facebook.com/lgc1964
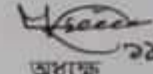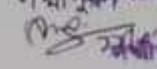
নং- ৯৯ তারিখ : ১১/০২/২০২১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অত্র কলেজের সম্মানিত শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৬/০২/২০২১ খ্রি. রোজ মঙ্গলবার কলেজ অংগনে শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক পূজায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

১১/০২/২০২১
অধ্যক্ষ
লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ
লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজে পূজার কর্মসূচী ঘোষণা

এ বিজ্ঞপ্তির আলোকে কয়েকটি কথা-

১। পূজা আয়োজন করা কলেজের দায়িত্ব ? নাকি হিন্দু ধর্মীয় লোকদের দায়িত্ব?

২ । তিনি ছাড়া তার কলেজের বাকি সবাই কি হিন্দু ? যাদেরকে তিনি পূজায় আসতে বলছেন। কোন মুসলমানকে ভিন্ন ধর্মের পূজায় যাওয়ার নির্দেশ তিনি দিতে পারেন কিনা ?

৩ । মুসলমান হয়ে অন্য ধর্মের পূজার নির্দেশ দিলে তিনি আর মুসলমান থাকেন কিনা ?

৪ । যে কলেজের প্যাডে স্পষ্ট পবিত্র কুরআনের আয়াত লিখা (رب زدني علما হে প্রতিপালক ! আমার ইলম বৃদ্ধি করুন) সে প্যাডে মানুষকে শিরকের প্রতি আহবান করে তিনি নিজের ধর্মকে অবমাননা করলেন ।

৫ । কোন ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্টির পূজার নিজস্ব জায়গা বা মন্দির না থাকলে সরকারী কলেজ মাঠে তারা তাদের পূজার আয়োজন করতেই পারে । কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কলেজের তো সে পূজার সাথে সম্পর্ক থাকার কথা নয় ।

৬ । সরস্বতী পূজা একান্ত হিন্দু ধর্মীয় উপাসনা । কোন মুসলমান সে পূজা দেখতে যাওয়া হারাম, কবীরা গুনাহ্ ।

৭ । পূজায় হিন্দুরা যে কাজগুলো করে, এ কাজগুলো কোন মুসলমান করলে যেমন, মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যা যা করা হয় । সে আর মুসলমান থাকতে পারে না; বরং মুশরিক হয়ে যায়।

৮ । শিরকের প্রতি আহ্বানকারী কিংবা শিরকের নির্দেশদাতাও মুসলমান থাকে না, মুশরিক হয়ে যায় ।

৯ । এভাবে মুসলিম শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীর ঈমান হরণের আরেকটি প্রকল্প লক্ষ্মীপুর থেকে শুরু করলেন ঐ কলেজ অধ্যক্ষ ।

ভারতে আতশবাজির কারখানায় বিস্ফোরণে নিহত ১৫

ভারতের তালিমনাড়ুর ভাইরুধুনগর জেলায় আতশবাজির কারখানায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হয়েছে। এ ছাড়াও আহত হয়েছে অনেকেই। শুক্রবার স্থানীয় সময় বেলা দেড়টার দিকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, চেন্নাই থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে ভিরুধুনগরে একটি আতশবাজির কারখানায় এই বিস্ফোরণ ঘটে।

মালাউন অমিত শাহের বাংলাদেশ বিদ্বেষী বক্তব্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদের ঝড়

বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে বার বার কথিত 'ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের' কথা বলা হলেও ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একের পর এক বাংলাদেশ-বিদ্বেষী বক্তব্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে বাংলাদেশিদের মাঝে। 'বিজেপি রাজ্য ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ থেকে একটা পাখিও ঢুকতে পারবে

না' সর্বশেষ তার এমন বক্তব্যে প্রতিবাদের ঝড় বইছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বিভিন্ন ফেসবুক স্ট্যাটাসে তার এই অভব্য কথাবার্তার যথোপযুক্ত জবাব দিয়েছে নেটিজেনরা। এসব জবাবের মাধ্যমে তারা বুঝিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশিরা কোনও প্রতিবেশী দেশের করুণায় চলে না বরং তারা নানা দিক দিয়ে প্রতিবেশীদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশিদের নিয়ে অমিত শাহের এমন তাচ্ছিল্যপূর্ণ বক্তব্য এই প্রথম নয়। এর আগেও তিনি বহুবার এধরনের তুচ্ছতাচ্ছিল্যপূর্ণ কথাবার্তা বলে ব্যাপক সমালোচনা ও নিন্দার মুখে পড়েন। বিতর্কের মুখে ফেলেন দুদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে। তিনি কখনো বলেছেন, 'অনুপ্রবেশকারী বাঙ্গালীদের বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করা হবে।' আবার কখনো বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী বাঙালিরা হচ্ছে উই পোকা'।

কট্টোর হিন্দুত্ববাদি দল বিজেপির নেতা ও ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গতকাল বৃহস্পতিবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সফরে এসে ওই হুংকার ছাড়ে।

তার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে ফেসুবকে সালাহউদ্দিন রাজু লিখেছেন- "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উচিত সন্ত্রাসী ও উগ্রজাতীয়তাবাদী বিজেপি সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা!বাংলাদেশের ট্রাভেলারদেরও উচিত ইন্ডিয়া ভ্রমন বাদ দিয়ে নিজের দেশ এক্সপ্লোর করে নিজেদের পর্যটন শিল্পকে উন্নত করা"।

মুরতুজা চৌধুরী লিখেছেন, "বাংলাদেশ থেকে ভারতে বাংলাদেশীদের যাওয়ার প্রয়োজন নাই বরং ভারতীয়রা যেন বাংলাদেশে ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থা করেন। ভারতীয়রা বাংলাদেশে ঢুকে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে যাচ্ছে। অমিত শাহকে বলতে চাই আপনারা ট্রানজিটের নামে করিডোর ব্যবহার করে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রায় বিনা শুল্কে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যে পণ্য আনা-নেওয়া করছেন তাও বন্ধ করে দেন। দেখি আপনাদের বাহাদুরি কোথায় যায়।"

মাসুম বিল্লাহ লিখেছেন- "বাংলাদেশে যে সকল ভারতীয় চাকুরী করে তাদেরকে উনি কি করবে?ভারতীয়দের কারণে আমাদের বেকার সমস্যা আরো প্রকট হচ্ছে... গরু বন্ধ করে আমাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সাহায্য করাতে আমরা ধন্যবাদ দেই.. এখন ভারতীয় লোকগুলো কে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে সহায়তা করুন... মিঃ শাহ।"

রুবেল চৌধুরী লিখেছেন, "জঙ্গি.... জানেনা যে বাংলাদেশের পাখি অন্য দেশে যায়না। বরং শীতকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লাখলাখ পাখি বাংলাদেশে ঢুকে ও আতিথেয়তা পায়। বাংলাদেশ ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত ভাবেই অতিথিপরায়ণ।"

আব্দুল্লাহ আল মামুন লিখেছেন, "ভারতকে বাংলাদেশ বন্ধু পরিচয় দেয়, কিন্তু ভারত বাংলাদেশকে বারবার অপমান করছে, আর বিশেষ দলের লোক ভারতকে তার পরও ভগমান মানে। কেন না তাদের দিয়ে ওরা টাকা ইনকাম করার ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে বলে। কিন্তু স্বাধীনতার কথা বলা দলটা স্বাধীনতা বিক্রি করছে তার লাভের জন্য প্রতিটি জায়গায়..।"

অমিত শাহের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে হান্নান কবির লিখেছেন, "আগে বাংলাদেশ থেকে ১০ লাখ ফেরত নিয়ে যান যারা বৈধ ভাবেই ৬০ বিলিয়ন ডলার আপনাদের দেশে পাঠায় আর অবৈধভাবে যে কত পাচার হয় তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।"

আব্দুল কাদেরের প্রশ্ন, "৫০ বছর আগে যে 'বন্ধু' ছিলো আজও সে কি বন্ধু আছে? ঠেলার চোটে থাকতে না পেরে বন্ধু ভাবা। আমরা এই নীতিতে বিশ্বাসী।"

মাইন উদ্দীন লিখেছেন, "ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই ভাষণটি বাংলাদেশে অবস্থিত স্বঘোষিত দিল্লীর দালালদের স্মরণে উৎসর্গ করার জোরদাবী জানাচ্ছি। একতরফা বন্ধুত্বের প্রতিদান আমরা আর কতো শোধ করবো।"

অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে আক্ষেপের সুরে ইলিয়াস উদ্দীনের মন্তব্য, "এভাবে বলছ ক্যান বন্ধু? তোমরাতো আমাদের বন্ধু, আমরা তোমাদের পা চাটা গোলাম। লাথি মারবা, গুলি করবা, শোষণ করবা তবুও বলব তোমরা আমাদের বন্ধু। আফসোস, হায়রে হতভাগা জাতি আমরা!"

গাজী মিজানুর রহমান লিখেছেন- "বাংলাদেশ থেকে মানুষ না গেলে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন ব্যবসার কী হবে?আপনি হয়তো ভুলে গেছেন, ভারতের অনেক মানুষ বাংলাদেশে বৈধ-অবৈধভাবে কাজ করে ভারতে রেমিট্যান্স পাঠায়।নদীমাতৃক এই বাংলাদেশ থেকে পাখিরা যায় কম; আসে বেশি।এই জন্য বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর পাখি দেখার জন্য মানুষ অনেক ভিড় করে।এই বাংলাদেশের মানুষের আতিথিয়েতার বেশ সুনাম রয়েছে। নিজেরা না খেয়েও মানুষকে খাওয়ায়; এমন অনেক নজির ও ঐতিহাস রয়েছে।আপনার এই তথ্যটি জানা আছে কিনা জানি না, ২০২০ সালে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষ বাস করে ভারতে! বাংলাদেশ নয় কিন্তু। বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার মাত্র ২০.৫%।তাই, এই ধরনের উদ্ভট বক্তব্য না দিয়ে গ্রহণযোগ্য বক্তৃতা দিলে মানুষের ভোট বেশি পেতে পারেন।"

খোরাসান | তালেবান হামলায় কমান্ডো সেন্টার ধ্বংস, নিহত ৪৭ এরও অধিক

আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের কমান্ডো সেন্টারে সফল গাড়ি বোমা হামলা চালিয়েছেন একজন তালেবান মুজাহিদ। এতে কমান্ডো সেন্টার এবং তাতে থাকা সকল সাজোঁয়া যান ধ্বংস হয়েছে, নিহত হয়েছে ৪৭ এরও অধিক কমান্ডো।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকাল ৮ টায়, কান্দাহার প্রদেশের আরঘান্ডাব জেলার কোহাক এলাকায় মুরতাদ কাবুল সরকারের কমান্ডো গাড়িতে একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ করা হয়। এতে ঘাঁটিটি বিধ্বস্ত এবং কয়েক ডজন কমান্ডো আহত হয়েছে।

কাবুল সরকারের নিযুক্ত রাজ্যটির পুলিশ মুখপাত্র জামাল নাসির বারাকজাই বলেছে, সকাল সাড়ে ৮ টায় এই হামলা চালানো হয়, যার ফলে বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়। প্রদেশটির সিকিউরিটি চিফ ফরিদ মাশাল গণমাধ্যমকে বলেছে যে, এই হামলায় কমান্ডো বেস পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

অপরদিকে ইমারতে ইসলামিয়া এক বিবৃতিতে বলেছে যে, এই হামলায় ৪৭ কমান্ডো নিহত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়, যখন কাবুল প্রশাসন হানাদার বাহিনীর মূল ঘাঁটির সামনে দাঁড়িয়েছিল। এসময় একজন তালেবান মুজাহিদ ইস্তেশহাদী হামলার লক্ষ্যে ভারী বোমা দ্বারা পরিপূর্ণ একটি সাজোঁয়া যান নিয়ে ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন। এসময় তিনি ঘাঁটির অবস্থা নিজের অনুকুলে দেখায় যানটি নিয়ে সরাসরি কাবুল বাহিনীর অস্ত্রাঘারে নিয়ে যান এবং তিনি সাজোঁয়া যান থেকে বের হয়ে বোমা দ্বারা যানটি বিস্ফোরণ করেন। যার ফলে অস্ত্রঘার বিস্ফোরিত হয় এবং পুরো ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে যায়।

অপরদিকে হামলাকারী মুজাহিদ নিরাপদে ঘাঁটি থেকে বের হয়ে মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হন। আল্লাহু আকবার।

উল্লেখ্য যে, গত এক বছর ধরে কান্দাহারের আরঘান্ডাব জেলায় কাবুল বাহিনী ও তালেবান মুজাহিদদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়েছিল, এখন পর্যন্ত তালেবান মুজাহিদিন কাবুল বাহিনীর কাছ থেকে জেলাটির বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে নিয়েছেন।

https://ibb.co/bsrWxjP

https://ibb.co/DfzXGbR

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৫৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ৭টি সাজোঁয়া যান ধ্বংস

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় আফগানিস্তানের জাবুল, হেরাত, হেলমান্দ ও রোজগানে পৃথক ৪টি অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ৫৬ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিকাল ৫ টায়, জাবুল প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর মাকাম-কিল্লাতে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর ২টি চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ২টি সাজোঁয়া যান ধ্বংস এবং এতে আরোহী ৯ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

একইদিন রাতে হেরাত প্রদেশের শিন্দাদ জেলায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে শক্তিশালী বোমা ও ভারী অস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে ঘাঁটি ও ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়াও ১১ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য আহত হয়। তবে এই অভিযানের সময় ৩ জন মুজাহিদও আহত হয়েছেন।

এমনিভাবে হেলমান্দ প্রদেশের নাওয়াহ জেলায় তালেবান নিয়ন্ত্রিত মিরজা-খান এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর কমান্ডো ফোর্স, সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং ভাড়াটিয়া সৈন্যরা অভিযান চালায়। এসময় তালেবান মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধে মুখোমুখি হয় মুরতাদ বাহিনী। যার ফলে শত্রু বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক ও ২টি সাজোঁয়া যান ধ্বংস হয়। এছাড়াও নিহত হয় ১৬ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য, আহত হয় আরো ৯ এরও অধিক।

অপরদিকে রোজগান প্রদেশের তিরিনকোট শহরে মুরতাদ বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই হয় তালেবান মুজাহিদদের। এতে মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস, ৫ সৈন্য নিহত এবং ৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

https://ibb.co/j323km1

গুয়ান্তানামোর প্রাক্তন মুসলিম প্রথম বন্দীর মৃত্যু

গুয়ান্তানামো বে কারাগারের প্রাক্তন বন্দী ইব্রাহিম ইদ্রিস মারা গেছেন। ৬০ বছর বয়সে নিজ দেশ সুদানে মারা যান তিনি।

বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম এর মাধ্যমে জানা যায়, গত বুধবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সুদানে মারা যান তিনি।

২০০২ সালে বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা তাঁকে গ্রেফতার করে কুখ্যাত গুয়ান্তানামো বে কারাগারে প্রেরণ করে। কুখ্যাত এই কারাগারে আটক করা প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি একজন।

ক্রুসেডার বাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে কোন অপরাধের প্রমাণ করতে না পেরে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে মুক্তি দেয়।

মৃত্যুর সময় ইদ্রিস রাহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। একজন চিকিৎসক তাঁর মৃত্যুকে গুয়ান্তানামোর চিকিৎসা সংক্রান্ত জটিলতার কারণ হিসেবে উল্লেখ্য করেছেন।

গুয়ান্তানামো মার্কিন নৌঘাঁটিতে তাঁকে নির্যাতন করা হতো বলে জানা গেছে।

২০০৮ সালের একটি নথি থেকে জানা যায়, তাঁকে আল-কায়েদার বিশেষ প্রশিক্ষক এবং উসামা বিন লাদেনের সম্পর্কে জানার সন্দেহ করেছিল মার্কিনিরা। ক্রুসেডার সামরিক কর্মকর্তাদের বিশ্বাস ছিল তাঁকে নির্যাতন মাধ্যমে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে।

মেডিকেল রিপোর্ট থেকে জানা যায়, নির্যাতনের ফলে তাঁর মানসিক জ্ঞান লোপ পেয়েছিল । এজন্য কারাগারে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন।

গুয়ান্তানামোর সাবেক সহবন্দীদের থেকে জানা যায়, নির্যাতনের কারণে তিনি এতটাই অসুস্থ হয়ে পরতেন যে, মাঝে মাঝে তিনি অকারণেই হাঁসতেন, আবার মাঝে মাঝে এলোমেলো কথা শুরু করতেন।

নির্যাতনের ফলে তিনি মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পরেন যে তিনি কখনো বিয়ে করতে পারেননি।

মালি | আল-কায়েদার হামলায় জাতিসংঘের ৩৫ এরও অধিক সৈন্য হতাহত

মালিতে জাতিসংঘের অধিভুক্ত ক্রুসেডার 'পিস ফোর্স' এবং সোমালিয়ান সেনাদের উপর ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন জিএনআইএম মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৩৫ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সেনা হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ ফেব্রুয়ারি সোমবার ভোর ৭:০০ টার দিকে, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মধ্য মালির মোপ্তি রাজ্যের দোয়ন্তাজ অঞ্চলে কুফফার জাতিসংঘের অধিভুক্ত মিনোসুমা জোট বাহিনীর 'পিস ফোর্স' নামক বিশেষ সেনাদের উপর শক্তিশালী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায় যে, আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) জানবাজ মুজাহিদিন এই বরকতময় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদদের এই আক্রমণটির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় মালিতে ক্রুসেডার জাতিসংঘ মিশন, মিনোসুমা (জাতিসংঘের আর্থিক বহুমাত্রিক স্থিতিশীল মিশন) এর অন্তর্গত একটি অস্থায়ী সামরিক বেস।

ক্রুসেডার মিনোসুমা জোটের মুখপাত্র 'অলিভিয়ার সালগাদো' গত ১০ ফেব্রুয়ারি সোশ্যাল মিডিয়ায় হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছিল যে, প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই হামলায় আমাদের প্রায় ২০ সেনা হতাহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রগুলি উল্লেখ করেছে যে, মুজাহিদদের এই আক্রমণের শিকার হওয়া সৈন্যরা ছিল টোগো (দেশের নাম) সেনাবাহিনীর। যারা মালিতে ক্রুসেডার জোটের অধীনে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে।

আঞ্চলিক সূত্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই হামলায় ক্রুসেডারদের একটি সামরিক কাফেলা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। শক্তিশালী বোমা দ্বারা প্রথমে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে হামলাটি চালানো হয়। তারপরে টোগো সৈন্যদের মর্টার এবং আগ্নেয়াস্ত্র লক্ষ্য করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে টোগো সৈন্যদের সকল আগ্নেয়াস্ত্র ও মর্টার ধ্বংস হয়ে যায়। যার ফলে কয়েক ডজন সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। আহত সৈন্যদের বেশিরভাগের অবস্থাই গুরুতর ছিল বলেও দাবি করা হয়।

এর আগে একই সপ্তাহে রাজ্যটির বোনি শহরে মুরতাদ মালিয়ান সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে বড়ধরণের আক্রমন চালিয়েছে আল-কায়েদা মুজাহিদিন। দীর্ঘক্ষণ লড়ায়ের পর মুজাহিদগণ ঘাঁটিটি বিজয় করেনে। এসময়

মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় কমপক্ষে ১৫ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো অনেক। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ৩টি সামরিযান, ১টি ডুয়াল-ক্যালিবার ১৪.৫ নামক ভারী অস্ত্র, দুই প্রকার ১০টি মেশিনগান, ১৫টি ক্লাশিনকোভ এবং ১টি পিবিজি-নাইন নামক কামানসহ অরো অনেক অনেক অস্ত্র ও গোলা-বারুদ।

এটি লক্ষণীয় যে সম্প্রতি এই অঞ্চলে অভিযান বৃদ্ধি করেছে আল-কায়েদা মুজাহিদিন। তাছাড়া রাজ্যটির অধিকাংশ অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন তাঁরা।

অভিযান শেষে মুজাহিদদের প্রাপ্ত কিছু গনিমত…

https://ibb.co/myHZjvM

https://ibb.co/wN3QfcY

https://ibb.co/d4rPZSX

https://ibb.co/bss7NBn

ইয়ামান | মুরতাদ বাহিনীর যুদ্ধ বিমান ভূপাতিত করলেন মুজাহিদিন

মধ্য-প্রাচ্যের দেশ ইয়ামানে মুরতাদ হুথী বাহিনীর একটি যুদ্ধ বিমান ভূপাতিত করেছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার, মধ্য ইয়ামানের বায়দা রাজ্যে ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুথী বাহিনীর একটি যুদ্ধ বিমান টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদিন সফলতার সাথে বিমানটি ভূপাতিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

পাকিস্তান | সামরিক পোস্টে পাক-তালেবানের হামলা, নিহত ১২ এরও অধিক

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাদের একটি সামরিক পোস্টের উপর হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ১২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

আইএসপিআর সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মাকিন সীমান্তে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি পোস্টে হামলা করা হয়েছে।

দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনী বলছে যে, এই হামলায় কমপক্ষে তাদের চার সেনা মারা গেছে এবং আরও চার সেনা আহত হয়েছে। নাপক বাহিনীর রিপোর্ট অনুযায়ী নিহত ও আহত সেনারা হল- ইমরান, আনিস, আতিফ, মুনাওয়ার, মুহসিন, আবদুল্লা এবং আব্দুল আজিজ।

দেশটির জনপ্রিয় ও শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন, তিনি বলেছিলেন যে, মুজাহিদদের সফল এই হামলায় নাপাক বাহিনীর কমপক্ষে ১২ সেনা নিহত হয়েছে।

শাম | নুসাইরী ও রাশিয়ান বাহিনীর অবস্থানে মুজাহিদদের আর্টিলারি হামলা

সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরী ও দখলদার রাশিয়ান সৈন্যদের অবস্থানে তীব্র হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের জানবাজ মুজাহিদিন।

সিরিয়ার জাবাল আয জাওয়াইয়াহ অঞ্চলে নুসাইরী ও রাশিয়ান বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য ভারী আর্টিলারী হামলা চালান মুজাহিদগণ। যা সরাসরি মুরতাদ ও ক্রুসেডার বাহিনীর অবস্থানে আঘাত হানে। এতে কতক কুফ্ফার সৈন্য হতাহত ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

https://alfirdaws.org/2021/02/14/47034/

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

কঠিন দুর্ভিক্ষের মুখে ইয়েমেনের বাসিন্দারা

যুদ্ধকবলিত ইয়েমেনের নারী ও শিশুরা খাদ্য ও চিকিৎসা সংকট এবং তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে।

চলতি বছর দেশটিতে ১-৫ বছরের অর্ধেক শিশু খাদ্যাভাবের কারণে অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগবে। চলমান যুদ্ধে মানবিক সহায়তার অভাবে কয়েক লাখ মানুষ মারা যেতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের সংস্থাগুলি।

এছাড়াও দশ লাখেরও বেশি গর্ভবতী নারী ২০২১ সালে তীব্র অপুষ্টি ও খাদ্য সংকটে ভুগবে। আরবী আ'লাম টিভি নেট আজ (শনিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানায়।

সম্প্রতি ইয়েমেনে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও তাদের পশ্চিমা মিত্রদের দ্বারা গঠিত জোট এবং হুথি বিদ্রোহীদের মাঝে চলমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ মানবিক সংকট ও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। জাতিসংঘের মতে, যুদ্ধের শুরু থেকে নিয়ে এপর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ও গৃহচ্যুত হয়েছে কয়েক লাখেরও বেশি। চরম আর্থিক সংকটের কারণে ইয়েমেনবাসী দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক প্রতিবেদনে সতর্ক করে জানিয়েছে, প্রায় তিন লক্ষ ইয়েমেনি শিশু তীব্র খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগবে।

জাতিসংঘের চারটি সংস্থা সতর্ক করে দিয়েছে যে, যদি ইয়েমেনের চলমান সহিংসতা নিরসনে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা না হয়, তবে চলতি বছর ইয়েমেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত ও করোনার প্রাদুর্ভাবজনিত শহরগুলোতে ৫ বছরের কম বয়সী অর্ধেকের মতো শিশু খাদ্যসংকটে ভুগবে। মারা যেতে পারে চার লক্ষ শিশু।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি তাদের প্রতিবেদনে জানায়, গত বছর ইয়েমেনে ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে তীব্র অপুষ্টির হার বৃদ্ধি পেয়েছে ২২ শতাংশ। তবে আদন, হাদিদা, তাইজ এবং সানা' হলো ইয়েমেনের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও হুথি বিদ্রোহীদের লুটপাট ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ফলে মানবাধিকার সংস্থাগুলো ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে সেখানে পৌঁছতে পারছে না। ফলে নারী শিশু ও বৃদ্ধসহ হাজার হাজার মানুষ চরম খাদ্য ও চিকিৎসা সংকটে ভুগছে।

সূত্র: মাশহাদুল আরব, এবং আ'লাম টিভি নেট

ভারতে সরকার বিরোধী নিউজ করায় গণমাধ্যম কার্যালয়ে তল্লাশি

ভারতে চলমান কৃষক আন্দোলন নিয়ে খবর প্রকাশ করে সরকারের তোপের মুখে পড়েছে 'নিউজক্লিক' নামের একটি গণমাধ্যম। আন্দোলন নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করায় গত মঙ্গল ও বুধবার দিল্লিতে গণমাধ্যমটির কার্যালয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে।

ভারতের 'এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট' এই অভিযান চালায়। সরকারের এমন পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে সাংবাদিকদের অধিকার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংগঠন কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে)।

গত দুই দিনে দক্ষিণ দিল্লিতে নিউজক্লিকের দপ্তরে তল্লাশি ছাড়াও এর প্রধান সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। ভারতের গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, নিউজক্লিকের টাকাপয়সা কোথা থেকে

আসে, তার খোঁজখবর করতেই এই তল্লাশি চালানো হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব হয়েছেন একাধিক সাংবাদিক, সমাজকর্মী।

এ নিয়ে সিপিজের এশিয়াবিষয়ক প্রধান গবেষক আলিয়া ইফতিখার বলেন, নিউজক্লিকের দপ্তরে এবং প্রবীর পুরকায়স্থের বাড়িতে তল্লাশি করা হয়েছে মূলত ভয় দেখানোর জন্য। সরকারের কাজকর্মের সমালোচনা করে এমন সংবাদমাধ্যমের ওপর এই ঘটনার সাংঘাতিক প্রভাব পড়বে।

ভারতের সংবাদমাধ্যমের ওপরে লাগাতার হস্তক্ষেপকে মূলস্রোতের সংবাদমাধ্যম এখনো বড় ইস্যু করে তোলেনি। বিশিষ্ট সাংবাদিক পি সাইনাথ বলেছে, 'ভারতের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। নিউজক্লিক সেই ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করছে, ইতিহাসকে তার চেহারাও দিচ্ছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ইতিহাসের সঠিক দিকে এই মুহূর্তে রয়েছে নিউজক্লিক। তিনি বলেন, ভারতে এখন একটা প্রাতিষ্ঠানিক জরুরি অবস্থা চলছে, এমনটা বলা যেতে পারে। প্রবীর পুরকায়স্থ ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার সময় জেলে ছিলেন, তাই তিনি ভালোভাবে জানে ভারতে এখন কী ঘটছে।

মসজিদ-মাদরাসা ভেঙে শপিংমল করার ঘোষণা; আলেমদের প্রতিবাদ সমাবেশ

মসজিদ ভেঙে শপিং মল ও মাদরাসা উচ্ছেদ করে পার্ক করার অভিযোগ এনে মেয়র আইভীর বিরুদ্ধে সমাবেশ করেছে নারায়ণগঞ্জ ওলামা পরিষদ।

শুক্রবার জুমার নামাজের পর শহরের চাষাড়া এলাকার বাগে জান্নাত মসজিদের সামনে কয়েক হাজার মুসল্লি ও শত শত আলেম-ওলামা এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

মুসল্লিদের অভিযোগ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আইভী প্রায় অর্ধশত বছরের প্রাচীন বাগে জান্নাত মসজিদ ও মাদরাসা ভেঙে ফেলতে চিঠি দিয়েছে।

এদিকে সমাবেশ থেকে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেলিনা হায়াত আইভীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন নারায়ণগঞ্জ ওলামা পরিষদের প্রায় অর্ধশত ওলামা।

তারা এ সময় শহরের কয়েকটি মসজিদ ও মাদরাসা দখল ও ভাঙার প্রতিবাদ জানিয়ে মেয়র আইভীর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। নারায়ণগঞ্জ মহানগর ওলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি ফেরদাউসুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদানীনগর মাদরাসা মোহতামিম ও নারায়ণগঞ্জ হেফাজত ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মুফতি বশীরউল্লাহ।

সমাবেশে মুফতি বশীরউল্লাহ বলেন, ফতুল্লার মাসদাইর সিটি কবরস্থানের বহু পুরানো একটি মাদরাসা ২ বছর আগেই মেয়র আইভী উচ্ছেদ করে দিয়েছে। কিন্তু কথা দিয়েও সেই মাদরাসা আজও করে দেওয়া হয়নি। শহরের বাগে জান্নাত মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসা উচ্ছেদে চিঠি দিয়েছে। এমনকি মেয়র আইভী নিজে এসেই

মাদরাসাটি উচ্ছেদে কঠোর ভাষায় তাগিদ দিয়েছে। সে মসিজদটি ভেঙে সেখানে বহুতল শপিং কমপ্লেক্স ও মাদরাসা ভেঙে পার্ক করতে চাচ্ছে। অথচ সে পাশের রামকৃষ্ণ মিশনে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা দিয়ে প্রধান ফটক বানিয়ে দিচ্ছে, মাজারের জন্য সিটি কর্পোরেশনের জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। মেয়র আইভীর এসব দ্বৈত নীতি আমাদের হৃদয়ে রক্তরক্ষণ করছে।

এ সময় উপস্থিত ওলামারা ফতোয়া চাইলে মুফতি বশীরউল্লাহ বলেন, কিতাবের পরিস্কার নির্দেশনা মতে একজন মুসলমান হয়ে মেয়র আইভী মন্দিরে গিয়ে সিদুর এটে প্রতীমার সামনে করোজোরে নমস্কার করে ও মাজারে কপাল ঠেকিয়ে শিরিক করেছেন, ইসলামের বিধান ভঙ্গ করেছেন। তাই মেয়র আইভী এখন মুসলমানের কাতারে নেই, সে একজন মুশরিকের কাজ করেছে। সে মুসলমান হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারে না। তার উচিত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে পুনরায় কালেমা পাঠ করা অথবা ঘোষণা দিতে হবে তিনি কোন ধর্মে থাকবে'।

এদিকে সমাবেশের আগে জুমার নামাজের পর ওই মসজিদের অভ্যন্তরেও এই ইস্যুত ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুসল্লিরা।

সেখানে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর শওকত হাশেম শকু মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রয়োজনে কাউন্সিলর পদ থেকে পদত্যাগ করব, বুকের তাঁজা রক্ত ঢেলে দেব। কিন্তু মসজিদ মাদরাসা ভেঙে শপিং মল আর পার্ক করতে দেব না। আল্লাহর ঘর মসজিদ আর পবিত্র কোরআন হাদিস যেখানে পড়ানো হয় সেই মাদরাসার প্রশ্নে আমরা ছাড় দেব না।

মসজিদ কমিটির সদস্য ও মহানগর যুবলীগের সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন সাজনু বলেন, ছোট বেলায় দেখেছি এখানে টিনের ঘরে নামাজ হতো। সম্পূর্ণ মুসল্লিদের অনুদানে সেই মসজিদ এখন ৩ তলা। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এখানে মসজিদ ভেঙে শপিং মল আর মাদরাসা ভেঙে পার্ক করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই উদ্যোগ কখনোই বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবে না। মসজিদের উন্নয়ণ করতে চাইলে উপরে পিলার দিয়ে করেন, কিন্তু শপিং মল করে দোকান বাণিজ্য করবে সেটা হবে না।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী : অপরাজেয় শক্তি নয় কাগুজে বাঘ

বিগত কয়েক দশকে ভারতের কৌশলগত অবস্থান নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সাধারণভাবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সাথে লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকলেও, বর্তমানে ভারত চিন্তিত চীনের সামরিক বাহিনীর বিপুল গতিতে বিস্ময়কর আধুনিকায়নে।

দুর্বল অক্ষম বিমান বাহিনী, গত শতকের সামরিক কলাকৌশলেই আবদ্ধ থাকা সেনাবাহিনী এবং কাগজে-কলমে উন্নত কিন্তু চীনা নৌবাহিনীর তুলনায় যোজন দূরে পিছিয়ে থাকা নৌবাহিনী নিয়ে ভারত শেষ পর্যন্ত তার ঘাটতি উপলব্ধি করছে।

গত বছরে লাদাখে দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষের পর ভারত এই ঘাটতিগুলো শনাক্ত ও নিজস্ব সামরিক বাহিনীর সক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়।

উত্তরে কারাকোরাম পর্বতমালা ও দক্ষিণে জংস্কর পর্বতমালার মাঝে ভারত নিয়ন্ত্রিত লাদাখের অবস্থান। এর পশ্চিমে পাকিস্তানের সাথে এবং পূর্বে চীনের সাথে ভারতের সীমান্ত রয়েছে। শুষ্ক ও রূক্ষ ভূখণ্ড হওয়ার পরেও বহু শতাব্দীর প্রাচীন রেশম সড়কের অংশ ছিল এই অঞ্চল। প্রাচীন বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য এই ভূমির দখল নিতে লড়াই করেছে ইরানি, তিব্বতি ও রুশসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্য।

ভারত, চীন ও পাকিস্তান, তিনপক্ষেরই গুরুত্বপূর্ণ এই ভূখণ্ডে রয়েছে বাণিজ্যিক ও কৌশলগত স্বার্থ। লাদাখের সাথে আবার রয়েছে ভারত দখলকৃত কাশ্মির ভূখণ্ডের সীমান্ত। একসময় একত্রে স্বায়ত্বশাসনের অধীনে থাকলেও ২০১৯ সালে ভারতীয় সংবিধানের পরিবর্তন করে অঞ্চলটির স্বায়ত্বশাসন কেড়ে নেয়া হয়। সাথে সাথে জম্মু ও কাশ্মিরের থেকে লাদাখকে বিচ্ছিন্ন করে দুই ভূখণ্ডকে আলাদাভাবে সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে নিয়ে আসা হয়।

ভারতের সাথে প্রতিবেশী দুই দেশের সংঘর্ষের অন্যতম কেন্দ্র লাদাখ ভূখণ্ড। চীনের সাথে ভারতের সাম্প্রতিক উত্তেজনায় লাদাখ পরিণত হয়েছে সংঘর্ষের কেন্দ্রভূমি হিসেবে।

গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলে যেকোনো সংঘর্ষে ভারত বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও তার রয়েছে বিপুলতর ঘাটতি।

দুর্বল বিমান বাহিনী

আমলাতন্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, সংকুচিত হয়ে আসা প্রতিরক্ষা বাজেটে ভাগ নিয়ে বাহিনীগুলোর বিতর্ক এবং সরকারের পাকিস্তান ও চীনকে কেন্দ্র করে বারবার কৌশলের পরিবর্তনের ফলে সামরিক বাহিনী দ্বিধাগ্রস্ত।

প্রতিরক্ষা বাজেটের বেশিরভাগ অংশ ঐতিহ্যগতভাবেই সেনাবাহিনীর হাতে যাওয়ায় ভারতীয় বিমান বাহিনী বিভিন্ন দিক থেকেই প্রচণ্ড দুর্বলতা ও অক্ষমতায় মারাত্মকভাবে ভুগছে। পূর্ণ শক্তি নিয়ে ভারতীয় বিমান বাহিনী ৪২ স্কোয়াড্রন বিমান পরিচালনা করতে পারলেও বর্তমানে কার্যকর আছে ৩১টি স্কোয়াড্রন।

পুরনো মিগ-২১ বিমান নিয়েই এখনো চলছে ভারতের বিমান বাহিনীর কার্যক্রম । ২০১৯ সালে কাশ্মিরে উত্তেজনার মধ্যে পাকিস্তানি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান সহজেই ভারতীয় মিগ-২১ কে ধ্বংস করে। ওই সময় বিমানটির ভারতীয় পাইলটকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানি টেলিভিশনে দেখানো হয়। এই ঘটনা ভারতকে চরম লজ্জার মুখে ফেলে দেয়।

এছাড়াও ভারতীয় বিমান বাহিনী আরো বিভিন্ন দিক থেকে এখনো পিছিয়ে আছে।

পুরনো যুদ্ধকৌশলে আবদ্ধ সেনাবাহিনী

নিজস্ব প্রযুক্তিতে ট্যাঙ্ক তৈরির প্রকল্প 'অর্জন' চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তিন দশকের আমলাতান্ত্রিক জটিলতাপূর্ণ ও ব্যয়বহুল প্রকল্পের যে ফলাফল এসেছে, তাতে ব্যবহারের অনুপযোগী ও যান্ত্রিক ত্রুটিযুক্ত এই ট্যাঙ্কগুলো সেনাবাহিনীকে সুবিধা দেয়ার বদলে বদলে তা বোঝায় পরিণত হয়েছে।

ট্যাঙ্ক মোতায়েনের পুরনো কৌশলে যুদ্ধে অভ্যস্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর নীতি নির্ধারকরা বর্তমানে যুদ্ধের কৌশল উপলব্ধি করতে যথেষ্ট বিলম্ব করেছেন। মাত্র কিছুদিন আগে আন্তঃবাহিনীর যৌথ অভিযানের কৌশল তারা রপ্ত করেছেন এবং বিশেষ বাহিনী ও দুরপাল্লার নিঁখুত নিশানার অস্ত্রের ওপর তারা জোর দিয়েছেন।

তবে ভারতীয় সেনাবাহিনী এখনো এই কৌশলকে আত্মস্থ করতে পারেনি।

ভারত এখনো তাদের সেনাবাহিনীর কোল্ড স্টার্ট নীতিমালার আকস্মিক আক্রমণের কৌশল মাথায় রেখেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সাজিয়ে রেখেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই কৌশলের আওতায় যেকোনো হামলার মোকাবেলায় সাঁজোয়া যানের বিশাল বহর নিয়ে দেশটির মাঝে ঢুকে পড়ে সম্পূর্ণ দুই ভাগ করে ফেলার পরিকল্পনা রাখা হয়েছে। কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে এই কৌশল হবে সম্পূর্ণ অকার্যকর।

কেননা চীনের সাথে পাহাড়ি সীমান্তে ট্যাঙ্কের গতি সমান থাকবে না। তাছাড়া চীনের পাহাড়ি অঞ্চলে লড়াইয়ে প্রশিক্ষিত এবং নিঁখুত নিশানার অস্ত্র ও ভ্রাম্যমাণ কামানধারী সেনাবাহিনীর সাথে সাথে উন্নততর বিমান বাহিনীর মোকাবেলা করে বেশি দূর এগুতে পারবে না ভারতীয় ট্যাঙ্ক।

রাশিয়ার সাথে ২০১৮ সালে পাঁচ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলারের পাঁচ স্কোয়াড্রন এস-৪০০ বিমান প্রতিরক্ষা মিসাইল ব্যবস্থা পাওয়ার চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইসরাইলের কাছ থেকে ড্রোন প্রযুক্তি নিয়েছে ভারত। ইতোমধ্যে ৯০টি ইসরাইলি হ্যারোন ড্রোন ভারতের সেনাবাহিনীর হাতে এসেছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এমকিউ-৯ রিপার আর্মার্ড ড্রোন পাওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পাহাড়চূড়ায় সামরিক সরবরাহ

বছরের পর বছর চীন ও ভারত সীমান্তের দুই পাশে যোগাযোগের জন্য সড়ক ও সেতুর উন্নতি করছে, যাতে জরুরি প্রয়োজনের সেনাবাহিনীর কাছে সরবরাহ সম্ভব হয়। এই ক্ষেত্রে চীন ভারতের চেয়ে এগিয়ে আছে। সীমান্ত পর্যন্ত উচ্চ গতির রেল সংযোগ জরুরি যেকোনো মুহূর্তে বিপুল গোলাবারুদ ও অন্য সরবরাহ নিয়ে আসতে পারে। পাশাপাশি মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (মাইনাস ২২ ডিগ্রি ফরেনহাইট) তাপমাত্রায় মানিয়ে নিতে সেনাবাহিনীর জন্য উষ্ণ তাপমাত্রার স্থাপনা তৈরি করেছে চীন।

অপরদিকে পাহাড়ি এলাকার ভূমিগত গঠনের কারণে সড়ক তৈরি করতে গিয়ে লাদাখে বিপত্তির মুখে পড়েছে ভারত। পাশাপাশি খাবার পানির অপ্রতুলতাও সমস্যা হিসেবে কাজ করছে ভারতীয় সৈন্যদের জন্য। হেলিকপ্টারে করে কিছু সরবরাহ চালু থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

অপ্রয়োজনীয় বোঝা তলিয়ে যাওয়া নৌবাহিনী

ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য বিমানবাহী নৌবহর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ২০১২ সালে প্রতিরক্ষা বাজেটের ১৮ ভাগ বরাদ্দ থেকে ২০২০ সালে এসে এই বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ১৩ ভাগে।

বর্তমানে ভারতের হাতে সোভিয়েত আমলের পুরনো একটি বিমানবাহী রণতরী 'আইএনএস বিক্রমাদিত্য' রয়েছে। দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরী 'আইএনএস বিক্রন্তকে' পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছে এবং ২০২২ সালে শুরুতে তা নৌবাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে।

দুই বিমানবাহী নৌযানেই খরচের সীমা ইতোমধ্যেই মাত্রা ছাড়িয়েছে এবং তৃতীয় বিমানবাহী রণতরী 'আইএনএস বিশাল' শুধুই কল্পনার জগতে রয়েছে। এরমধ্যেই ভারতে বিমানবাহী নৌযানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে যেখানে সীমিত শক্তির সংঘাতে ছোট নৌযান, ড্রোন ও হাইপারসোনিক মিসাইল ব্যবহার হবে, সেখানে বিমানবাহী রণতরী অপ্রয়োজনীয় বোঝায় পরিণত হয়েছে।

চীন সমুদ্রসীমা রক্ষায় নৌযান তৈরির বিশাল প্রকল্প চালু করেছে এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর তুলনায় উন্নত নৌযান তৈরি করছে। নিজস্ব দুইটি বিমানবাহী রণতরী সংগ্রহের পাশাপাশি চীনা নৌবাহিনী মনোযোগ দিয়েছে ছোট, দ্রুতগতিসম্পন্ন, ভারী অস্ত্রবাহী ও নিজস্ব নেটওয়ার্কে যুক্ত নৌযান তৈরিতে মনোযোগ দিয়েছে, যা ভবিষ্যতের যুদ্ধকৌশলে বেশি কাজে আসবে।

ভারত মহাসাগর নিয়ন্ত্রণের লড়াই

চীনা বাণিজ্যের মূল পথটিই চলে গেছে দক্ষিণ চীন সাগর হয়ে আন্দামান সাগর ও সংকীর্ণ মালাক্কা প্রণালীর ভেতর দিয়ে। গুরুত্বপূর্ণ এই পথটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সবধরনের প্রচেষ্টাই নিয়েছে চীন।

ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বিপুল অবকাঠামো ও বন্দর প্রকল্প হাতে নিয়েছে চীন। মালদ্বীপে ভারত সমর্থিত সরকার ক্ষমতায় থাকায় সেখানে কোনো প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয় চীনা সরকার। মিয়ানমারেও চীন তার জন্য স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। দেশটির বন্দর উন্নয়নে চীনের অবদান মিয়ানমারে চীনের জাহাজের অবাধ যাতায়াত ও প্রয়োজনে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

ভারতও নিজের জন্য মালাক্কা প্রণালীর কাছে নিজস্ব আশ্রয় ঘাঁটির জাল বিস্তার করেছে। পাশাপাশি জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিলে চীনের প্রভাব বিরোধী চারদেশের একটি জোট গঠন করেছে। গত বছরের নভেম্বরে চারদেশ একত্রে পূর্ব ভারত মহাসাগরে নৌ মহড়া করেছে।

চীনের মোকাবেলায় ভারত তার দুর্বলতা উপলব্ধি করছে। তবে এই দুর্বলতা ও ঘাটতি পূরণ করতে পারবে কি না, তা জানার জন্য সময়ের অপেক্ষা করতে হবে।

সূত্র : আলজাজিরা।

গাড়ি হামলা চালিয়ে ৫০ উর্ধ্ব ফিলিস্তিনিকে হত্যা ইসরায়েল সেনাবাহিনীর

দখলদার ইসরায়েল গাড়ি হামলা চালিয়ে ৫০ উর্ধ এক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে।

গতকাল শুক্রবার (১২ ফেব্রুয়ারি) পশ্চিম তীরের জর্ডান উপত্যকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, সন্ত্রাসী ইসরায়েল সেনাবাহিনী একদল ফিলিস্তিনিকে লক্ষ্য করে গাড়ি হামলা চালায়। হামলায় ৫০ উর্ধ এক ফিলিস্তিনি নিহত এবং ২ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন।

এ ঘটনার মাত্র ২ দিন পূর্বে পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরেও একই কায়দাই গাড়ি হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে আজ্জাম জামিল নামে অন্য এক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিল। গত দুইদিনে দুইজন ফিলিস্তিনিকে গাড়ি হামলায় হত্যা করেছে সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল।

এসব হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে পশ্চিম তীরে অবৈধভাবে ইহুদি বসতি নির্মানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | AQAP কর্তৃক প্রকাশিত ভিডিও বার্তার আকর্ষণীয় মূহুর্ত

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র কর্তৃক প্রকাশিত ২০ মিনিটের নতুন ভিডিও বার্তার শেষ ৪ মিনিট আফগানিস্তান, সিরিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, ইসলামী মাগরিব ও ইয়ামানে মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ কিছু অভিযানের আকর্ষণীয় ভিডিও চিত্র ধারণ করেছে।

ভিডিওটির শেষ ৪ মিনিটের আকর্ষণীয় দৃশ্যাবলী…

https://alfirdaws.org/2021/02/12/47008/

‘পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ থেকে একটা পাখিও ঢুকতে পারবে না’-মালাউন অমিত শাহ

ভারতে পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ওই রাজ্যে রাজনৈতিক সফরে এসে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অমিত শাহ বাংলাদেশ থেকে কথিত অনুপ্রবেশের ইস্যুকে আবার খুঁচিয়ে তুলেছে।

বৃহস্পতিবার কোচবিহার ও ঠাকুরনগরে দু'দুটো জনসভা থেকে শাহ দাবি করেছে, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে সীমান্ত দিয়ে “কোনও মানুষ দূরে থাক – একটা পাখিও ঢুকতে পারবে না।”

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরাও অনেকেই মনে করছেন কথিত অনুপ্রবেশ ইস্যুর আড়ালে বিজেপি আসলে হিন্দুত্ববাদি গেরুয়া সাম্প্রদায়িক এজেন্ডাকেই সামনে আনতে চাইছে।

বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচন মাত্র মাসদুয়েক দূরে – আর সে রাজ্যে শাসক দল তৃণমূলের প্রধান চ্যালেঞ্জার বিজেপির প্রচারণায় নেতৃত্ব দিচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজেই।

ইদানিং খুব ঘন ঘন সে পশ্চিমবঙ্গ সফরেও আসছে – এবং গত (বৃহস্পতিবার) সবশেষ সফরে রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে সে দুটো বড় জনসভায় ভাষণ দিয়েছে।

কোচবিহার ও ঠাকুরনগরে এই দুটো জনসভা থেকেই সে পরিষ্কার করে বলে, বাংলাদেশ থেকে কথিত অনুপ্রবেশের ইস্যু ভোটে বিজেপির জন্য বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার হতে যাচ্ছে।

“জেনে রাখুন, রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন হলে তবেই কেবল অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে। বিজেপি সরকার গড়লে সীমান্ত দিয়ে মানুষ তো দূরে থাক – একটা পাখিও ঢুকতে পারবে না দেখে নেবে!”

কথিত ‘বন্ধু রাষ্ট্র’ ‘মহান’ ভারতের এই হুংকারবাদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য শুনলে মনে হতে পারে, বাংলাদেশ থেকে হরদম লোকজন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ভিড় করার জন্য লাইন ধরে থাকে! ভারত এবং তার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ হঠাৎ করেই বিলেত-সুইজারল্যান্ড বনে গেছে। টাকা পয়সায় সুখে-শান্তিতে সেখানে বসবাস করার জন্য আশপাশের দেশ থেকে পঙ্গপালের মত লোকজন ছোটাছুটি শুরু করেছে। অথচ বাস্তবতা এর বিপরীত। জীবনযাত্রা ও অর্থনীতিতে পশ্চিমবঙ্গের দশা এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের চেয়ে ভালো নয়। কিন্তু লজ্জা কম থাকলে ডায়লগ ছাড়তে সমস্যা হয় না।

বাংলাদেশিদের ব্যাপারে এর আগেও সে এধরনের কথা বলেছে। একবার বলেছে, ‘অনুপ্রবেশকারী বাঙ্গালীদের বঙ্গোপসাগর নিক্ষেপ করবে।’ একবার বলেছে, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী বাঙালিরা হচ্ছে উই পোকা’। এধরনের তুচ্ছতাচ্ছিল্য কথাবার্তা শুধু সেই বলে না, তার দল ও সরকারের বড় বড় চাঁইরা প্রায়ই বলে।

রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের বড় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এবং তার কর্তারা কতটা আমাদের বন্ধু আর কতটা তাচ্ছিল্য-প্রবণ নিম্ন রুচির শত্রু, তা এইসব বক্তব্য ও চালবাজির রাজনীতি থেকে বোঝা যায়। এক পরও আমাদের ‘দেশে’ একতরফা হিন্দুঘেষা অন্ধ প্রেমিকের অভাব নেই। তারা শুধু দিয়েই সুখ পেতে চায়। একবারের জন্যও

চোখটা তুলে দেখতে চায় না, যাকে বন্ধুত্বের মোড়কে এত আনুগত্য দেওয়া হচ্ছে, সে আসলে মানুষ না অন্য কিছু!

কলকাতায় নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ডিসেম্বর, ২০১৯

কলকাতায় প্রবীণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার সাবেক সাংবাদিক শিখা মুখার্জি আবার মনে করছে, এই অনুপ্রবেশের ইস্যু উসকে দেওয়ার পেছনে বিজেপির উগ্র সাম্প্রদায়িক তাস খেলার চেষ্টাই আসলে কাজ করছে।

মিস মুখার্জির কথায়, "অনুপ্রবেশের ভয় দেখিয়ে বিজেপি আসলে এটাই বলতে চায়, বাংলাদেশ থেকে দলে দলে মুসলিমরা এসে পশ্চিমবঙ্গে কোনও এক প্রক্রিয়ায় হিন্দুদের সংখ্যালঘু বানিয়ে দেবে।"

"ফলে এটা একটা মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য – আর এ কথাটা যাতে বলা যায় সে জন্যই অনুপ্রবেশের ইস্যুকে প্রক্সি বা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে", বলছিলেন তিনি।

এদিকে বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধান এনে ভারত সরকার পার্লামেন্টে নাগরিকত্ব আইন পাস করেছে।

সূত্র: বিবিসি

ইয়ামান | শাইখ খালিদ আল বাতারফির নতুন ভিডিও বার্তা প্রকাশ

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুহতারাম আমীর শাইখ খালিদ আল বাতারফি হাফিজাহুল্লাহ্ সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে নতুন একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেছেন।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাতে, ইয়ামানভিত্তিক আল-কায়েদার অফিসিয়াল 'আল-মালাহিম' মিডিয়া ক্রুসেডার আমেরিকার বিরুদ্ধে বাতারফি হাফিজাহুল্লাহ্'র ২০ মিনিটেরও অধিক সময়ের একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেছে। শাইখের ভিডিও বার্তাটি এমন এক সময় প্রকাশ করা হয়েছে, যখন জাতিসংঘ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করছে যে, তাদের গোলামরা গত ২০২০ সালের অক্টোবরে পূর্ব ইয়ামানের মাহরা প্রদেশ থেকে শাইখকে বন্দী করেছে। পরে তাকে সৌদি আরবের কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অর্থাৎ জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুসারে প্রায় ৫ মাস আগে শাইখকে বন্দী করা হয়েছে ।

অপরদিকে শাইখ বাতারফি হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর ভিডিও বার্তায় এমন কিছু ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা গত বছরের অক্টোবরের অনেক পরে অর্থাৎ ২০২১ সালে সংঘটিত হয়েছে। নিশ্চয়ই শাইখ বাতারফির এই বার্তা ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের দাবিকে খণ্ডন এবং পরিপূর্ণরূপে মিথ্যা প্রমাণিত করে।

যেমন, শাইখ তাঁর বক্তব্যের ১১ মিনিটের মাথায় চলতি বছরের ৬ জানুয়ারির ওয়াশিংটন ডিসি-র দাঙ্গা এবং আমেরিকার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেসব গত বছরের অক্টোবরের পরে সংঘটিত হয়েছে।

ভিডিওটিতে শাইখ "ইসলাম ও মুসলমানদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রু ইহুদি দখলদারদের সাথে আরবের অত্যাচারী ও মুরতাদ শাসকদের সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই ক্রুসেডার আমেরিকার পতনের সাথে সাথে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ এই প্রশাসনগুলোও অচিরেই ভেঙে পড়বে ইনশাআল্লাহ।

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো অত্যাচার ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির ফল বলে উল্লেখ করেছেন শাইখ বাতারফি। এসময় ১৯৯০ সালের পর থেকে আরব উপদ্বীপ এবং অন্যান্য অঞ্চলে ক্রুসেডার আমেরিকার বিরুদ্ধে আল কায়েদা মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ হামলার বিষয়েও কথা বলেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে ১১ই সেপ্টেম্বরের বরকতময় আক্রমণকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক ও আফগানিস্তানে মুজাহিদদের হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করেছে, যার ফলস্বরূপ বর্তমানে তাকে তালেবান মুজাহিদদের সাথে আলোচনার টেবিলে বসতে হয়েছে।

সাদা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদী ব্যবস্থা এবং দরিদ্রদের উপর নিপীড়নের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে উল্লেখ করে বাতারফি বলেছেন যে, এর ফলস্বরূপ তারা আত্মহত্যা এবং সাধারণ মানসিক সমস্যার মতো অনেক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস মহামারীতে এখন পর্যন্ত চার লাখেরও বেশি লোক মারা গিয়েছে বলেও জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এগুলো ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাচারের ফলস্বরূপ।

তিনি আরো বলেন, “আজ আমেরিকার চেয়ে কে বেশি নিপীড়ক, অবিশ্বাসের পৃষ্ঠপোষক, অসচ্ছলতা ও দুর্নীতির প্রবর্তক এবং সর্বত্র মানবতাকে পরাভূত করার জন্য অত্যাচারীদের সমর্থক?” তিনি বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রে আজ যা ঘটছে তা একটি চূড়ান্ত ফলাফল এবং একটি অনিবার্য গন্তব্য।”

ভিডিওটি শেষ হয়েছে, শহিদ (ইনশাআল্লাহ) শাইখ ওসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এর একটি বক্তব্যের মাধ্যমে। এরপর আফগানিস্তান, সোমালিয়া, সিরিয়ায় এবং ইসলামি মাগরিবে মুজাহিদদের পরিচালিত অভিযানের পাশাপাশি শহিদ (ইনশাআল্লাহ) মুহাম্মাদ আশ-শামরানির চিত্র রয়েছে। আশ-শামরানী রহিমাহুল্লাহ ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিন নৌ-ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছিলেন।

রাজধানীর পল্টনের মুক্তাঙ্গন মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়েছে ডিএসসিসি

রাজধানীর পল্টনের মুক্তাঙ্গন পার্কের ভেতরে থাকা ২২ বছরের পুরনো 'মুক্তাঙ্গন মসজিদ' গুঁড়িয়ে দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)।

বৃহস্পতিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ডিএসসিসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইরফান আহমেদের নেতৃত্বে পরিচালিত এক অভিযানে এই মসজিদ গুড়িয়ে দেওয়া হয়।

মসজিদের ইমাম আফসার উদ্দিন জানান, পার্কের মধ্যের এই মসজিদটি ১৯৯৮ সালে স্থাপন করা হয়েছিল। মসজিদে এই এলাকার মানুষ নামাজ আদায় করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইরফান আহমেদ বলেন, ডিএসসিসির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ডিএসসিসির এক অফিস আদেশ এই পার্কের ভেতর থাকা অবৈধ স্থাপনা এবং একটি নামাজের জায়গা (মসজিদ) ভেঙে দেওয়ার নির্দেশনা ছিল। সেই নির্দেশনার আলোকে বৃহস্পতিবার এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি বুলডোজার দিয়ে ধানমন্ডি লেকের ভেতরে থাকা 'আর-রহমান জামে মসজিদ' ভেঙে দিয়েছিল ডিএসসিসি। এছাড়া রাজধানীর আজিমপুর চৌরাস্তা সংলগ্ন আরও একটি ৫০ বছর আগের নির্মিত মসজিদ ভেঙে দেওয়া হয়।

মুক্তাঙ্গনে অবস্থিত ২২ বছরের পুরনো মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়েছে ডিএসসিসি। ছবি: সংগৃহীত।

এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডিতে প্রতিবাদ সভাও করেছেন ধানমন্ডি ওয়েলফেয়ার সমিতি।

১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

পশ্চিম তীরে ৫০ টি জলপাই গাছ কেটে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল

পশ্চিম তীরের জেনিন শহরের একটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৫০ টি জলপাই গাছ কেটে দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল।

এ সময় ফিলিস্তিনিদের উপর গুলি নিক্ষেপ করে সন্ত্রাসী ইসরায়েল সেনাবাহিনী। গুলিতে ৫০ উর্ধ একজন শ্রমিক আহত হয়েছে।

ওয়াফা নিউজ জানিয়েছে, গাছগুলোর নিরাপত্তার জন্য কাঁটাতারের বেড়া দেয়া ছিল। রাতের অন্ধকারর বেড়া গুড়িয়ে দিয়ে গাছগুলো কেটে দিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

ইসরায়েল নিয়মিতই ফিলিস্তিনের অসংখ্য গাছ কেটে দিচ্ছে। অথচ এ ব্যপারে পরিবেশ সংরক্ষণকারী কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা এখনও মুখ খুলছে না।

আধিপত্য কেন্দ্র করে ত্রাস সৃষ্টি আওয়ামী লীগ বাহিনীর

বগুড়ায় মোটর মালিক গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সরকার দলীয় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় সদর থানায় তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসব মামলায় আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে বগুড়া সদর থানায় পাল্টাপাল্টি মামলা দায়ের করা হয়।

বুধবার সকালে বগুড়ার সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, সংঘর্ষ চলাকালে এবং পরবর্তীসময়ে আটক ১৪ জনকে এসব মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

এদিকে মোটর মালিক গ্রুপের একাংশের ডাকা অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘট আজ দুপুরে প্রত্যাহার করা হয়েছে। দুপুরে পর থেকে সব রুটে যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। বগুড়ার চারমাথা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল চত্বরে সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে সংঘর্ষ চলাকালে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত গোয়েন্দা পুলিশের (ডিএসবি) কনস্টেবল রমজান আলীর অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তাকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে। চিকিৎসকের মতামত পেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় নেওয়া হতে পারে।

মঙ্গলবার চারমাথা বাসটার্মিনাল চত্বরে দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় পুলিশ কনস্টেবল রমজান আলীকে ছুরিকাঘাতসহ সরকারি কাজে বাধা প্রদানের অভিযোগে পুলিশ পরিদর্শক নান্নু খান বাদী হয়ে জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল আলম মোহনসহ ছয়জনের নাম উল্লেখ করে ২৫০ নেতাকর্মীর নামে মামলা করা হয়েছে।

অপরদিকে মোটর মালিক গ্রুপের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুবলীগ নেতা আমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে তার অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতা মঞ্জুরুল আলম মোহনকে প্রধান আসামি করে ৫২ জনের নাম উল্লেখ করে দেড় শতাধিক নেতাকর্মীর নামে আরেকটি মামলা করেছেন।

এ ছাড়া মঞ্জুরুল আলম মোহনের পক্ষে তার ছোট ভাই মশিউল আলম দীপন বাদী হয়ে পেট্রল পাম্প ও বাস ভাঙচুরের অভিযোগে আমিনুল ইসলামকে প্রধান আসামি করে শতাধিক নেতাকর্মীর নামে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

এদিকে, আমিনুল পক্ষের ডাকা অবরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার দুপুরে বগুড়া পুলিশ সুপার কার্যালয়ে মালিক-শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠক হয়। বৈঠকের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দুপুরের পর থেকে অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়।

বগুড়ার পুলিশ সুপার আলী আশরাফ ভূঁঞা জানান, ফলপ্রসু আলোচনার পর অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতা মঞ্জুরুল আলম মোহনের পক্ষে দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মালিক সমিতির বিগত আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ফটিক অধিকারী। তিনি মোহনসহ অন্য নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশের একপেশে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। সেইসঙ্গে সাধারণ মালিকদের ওপরে হামলায় জড়িত আমিনুল ও তার সহযোগিদেরও গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

বগুড়ায় পুলিশের মিডিয়া বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত বগুড়া সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়সাল মাহমুদ জানান, ডিএসবির কনস্টেবল রমজান আলীকে ছুরিকাঘাতকারীকে এরই মধ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত যে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের অনেকেই তিনটি মামলার কমন আসামি।

মঞ্জুরুল আলম মোহন এবং আমিনুল ইসলামের দায়ের করা মামলার প্রধান আসামিদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানতে চাইলে ফয়সাল মাহমুদ বলেন, ‘আমরা পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি। তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’ আমাদের সময়

মাহফিলের মধ্যেই বক্তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিল আ'লীগ সন্ত্রাসী কাদের মির্জা

মাহফিলে ‘উসকানিমূলক’ বক্তব্য দেওয়ার ঠুনকো অযুহাত তুলে দুই জন বক্তাকে পুলিশে দিয়েছে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের বসুরহাট পৌরসভার মেয়র আবদুল কাদের মির্জা। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বড় রাজাপুর গ্রামের সিদ্দিকিয়া নূরানি মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত ওয়াজ মাহফিলে এ ঘটনা ঘটে।

বুধবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮টায় বক্তাসহ দুই জনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে আবদুল কাদের মির্জা। আটককৃতরা হলেন, কবিরহাট উপজেলার সাদুল্ল্যাপুর গ্রামের আমিন উল্যার ছেলে ধর্মীয় বক্তা মাওলানা ইউনুস (৩৭) এবং বসুরহাট পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আবুল বাশারের ছেলে ইমরান হোসেন রাজু (২২) ।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর জাহিদুল হক রনি বলেন, ‘বসুরহাট পৌরসভার মেয়র আবদুল কাদের মির্জা নিজে মাহফিলের বক্তাসহ দুই জনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল হাই বাদী হয়ে পাঁচ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন। আটককৃত দুই আসামিকে গ্রেফতার দেখিয়ে আগামীকাল বিচারিক আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে।’

উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ মাহফিলে নানা রকম ওযুহাত তুলে আলেম উলামাদের অপমান করছে আ’লীগ সন্ত্রাসীরা। কোথাও কোথও আবার ওয়াজ মাহফিলের আয়োজক ও বক্তাদের হত্যার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।

ফারাক্কায় নতুন কারিগরি ফাঁদ তৈরি: বাংলাদেশ থেকে প্রচুর ইলিশ ঢুকবে ভারতে

ভারত ফারাক্কার বাঁধে তৈরি করছে নতুন এক নেভিগেশনাল লক। এ কাজ শেষ হলে গঙ্গা নদীতে প্রচুর ইলিশ পাওয়া যাবে। এমনটাই দাবি করেছে লক তৈরিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

কলকাতার সংবাদমাধ্যম বলছে, জাহাজের মসৃণ যাতায়াতের জন্যই মূলত নতুন উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সংস্থার কর্মকর্তারা জানান, এই নেভিগেশনাল লক তৈরি হয়ে গেলে ফারাক্কা থেকে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ অবধি ইলিশের জোগান বাড়বে। বাংলাদেশ থেকে ইলিশ মাছ গঙ্গার উজান বেয়ে চলে যাবে ভারতের দিকে।

বর্তমানে ফারাক্কা বাঁধের স্লুইসগেটটির পানিস্তর যেখানে রয়েছে, এবার তার চেয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, স্লুইসগেটইস এত দিন যতটা খোলা থাকত, তার চেয়ে অনেকটা বেশি খোলা হবে। প্রতিদিন চার ঘণ্টার জন্য খোলা থাকবে। এর ফলে পদ্মা নদীর নোনা পানি থেকে গঙ্গার মিষ্টি পানিতে সাঁতার কেটে আরও বেশি ইলিশের চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। এই পরিস্থিতিতে গঙ্গায় ইলিশ মাছের ডিম পাড়ার সম্ভাবনাও বাড়বে।

সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৭৬ সালে ফারাক্কা বাঁধের প্রথম নেভিগেশনাল লক তৈরির পরে প্রয়াগরাজ পর্যন্ত ইলিশ মাছের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। ফারাক্কায় নতুন লকটি চলতি বছর জুন থেকে খুলে দেওয়ার কথা।

ফারাক্কা বাঁধের ফিডার খালের ওপর এ লক তৈরি হচ্ছে। বাঁধের বর্তমান লক গেট ১৯৭৮ সাল থেকে চালু রয়েছে। নতুন নেভিগেশনাল লক তৈরির ক্ষেত্রে আধুনিক ইলেকট্রো হাইড্রোলিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। এর সঙ্গে প্রতিটি লক গেটকে কন্ট্রোল রুম থেকে রিমোট কন্ট্রোল মারফত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

নতুন নেভিগেশনাল লকের দৈর্ঘ্য ২৫০মিটার, উচ্চতা ২৫ মিটারের বেশি। এটি তৈরি হলে ২৮০ কিলোমিটার দূরের কলকাতা বন্দরের মালাউনরা লাভবান হবে।

হেফাজত ইসলামের নেতা মাওলানা জসিম উদ্দিনকে ছুরিকাঘাত

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিব মাওলানা জসিম উদ্দিন ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জসিম উদ্দিন রাজধানীর জামিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসার জ্যেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি প্রয়াত মুফতি ফজলুল হক আমিনীর জামাতা।

জসিম উদ্দিনের পারিবারিক সূত্র জানায়, আজ আসরের নামাজের পর জসিম উদ্দিন লালবাগ মাদ্রাসার দক্ষিণ ফটক থেকে রিকশায় করে বাসায় ফিরছিলেন। তিনি লালবাগ শাহী জামে মসজিদের প্রধান ফটক পার হওয়ার পরপর অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি পেছন থেকে তাঁকে ছুরি মেরে পালিয়ে যায়। আশপাশের লোকজন ধাওয়া করেও তাকে আটক করতে পারেনি।

জসিম উদ্দিনের ভায়রা ও হেফাজতে ইসলামের সহকারী মহাসচিব মাওলানা যোবায়ের আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, 'অনেক কিছুই তো আছে। কোনটা বলব বুঝতে পারছি না।'

মাওলানা জসিম উদ্দিনের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে যোবায়ের আহমদ বলেন, জসিম উদ্দিনকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সেখানে ভর্তি করা হয়। তিনি বলেন, ছুরির আঘাতে জসিম উদ্দিনের পিঠে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। রক্তক্ষরণ হচ্ছে। চিকিৎসকেরা রক্তক্ষরণ বন্ধের চেষ্টা করছেন।

এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক জাকারিয়া নোমান ফয়জী। বিবৃতিতে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সরকারকে দায়ভার নিতে হবে।' প্রথম আলো

ছাগল চুরি করে আটক ছাত্রলীগ নেতা

মাদারীপুরে ছাগল চুরি করেছে আসামি জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি তুহিন দর্জি। আজ বুধবার সকালে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জাহিদ হোসেইন অনিক প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তুহিন দর্জি শহরের ইটেরপুল এলাকার জেলা ইমারত শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সদর ঘটমাঝি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জাকির দর্জির ছেলে।

অভিযোগ আছে, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর উপজেলার পখিরা এলাকা থেকে একটি প্রাইভেট কারে করে স্থানীয় লোকমান মালোতের গৃহপালিত একটি ছাগল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তুহিন দর্জি ও তাঁর সহযোগীরা। বিষয়টি স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে ধাওয়া দিলে তাঁরা সেখান থেকে দ্রুত সটকে পড়েন। পরে টইল পুলিশকে জানালে পুলিশ চুরি হওয়া ছাগল বহন করা প্রাইভেট কারটির গতিরোধ করে। পরে ছাত্রলীগ নেতা তুহিন দর্জি এবং তাঁর চার সহযোগী জুবায়ের হাওলাদার, রানা ব্যাপারী, রবিউল ইসলাম ও মাহবুব তালুকদারকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। এ সময় চুরির কাজে ব্যবহৃত ওই প্রাইভেট কার জব্দ ও ছাগল উদ্ধার করা হয়। মামলা হওয়ার এক দিন পর ছাত্রলীগ নেতা তুহিন ও তাঁর চার সহযোগীকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) দিপংকর রোয়াজা বলেন, 'গত মঙ্গলবার এই ছাগল চুরির মামলার শুনানি ছিল। আসামিদের আদালতে হাজির করা হলে আমরা পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করি। কারণ, মামলার বাদী এজাহারে আরও ৫টি গৃহপালিত ছাগল একই কায়দায় চুরি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই ছাগল চোর চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছেন কি না, সেই বিষয় তদন্ত করতেই আমরা পাঁচ দিন করে রিমান্ড চাই। কিন্তু আদালতে আসামির পক্ষের লোকজন মামলার বাদীকে হাজির করেন। সেখানে বাদী আসামির জামিন দেওয়া হলে তাঁর আপত্তি নেই বলে আদালতকে জানান। এ কারণে আদালত রিমান্ডের আবেদন নামঞ্জুর করে আসামিদের জেলহাজতে বসেই জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন।'

এসআই দিপংকর রোয়াজা বলেন, ছাত্রলীগ নেতা তুহিন দর্জির নামে সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৭টি মামলা আছে। বর্তমানে আসামি তুহিন ও তাঁর সহযোগীরা কারাগারে আছেন। প্রথম আলো

১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

মালি | পুলিশ সদস্যদের উপর আল-কায়েদার হামলা, হতাহত ২ এরও অধিক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ২ এরও অধিক পুলিশ সদস্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ ফেব্রুয়ারি রাতে, মালির সাইকাসু রাজ্যে দেশটির মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবাজ মুজাহিদিন।

রাজ্যটির কুলুনিয়াবা এলাকায় হামলার ঘটনাটি ঘটে, এতে ২ এরও অধিক মুরতাদ পুলিশ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ বেশ কয়েকটি অস্ত্র ও গোলা-বারুদও গনিমত লাভ করেছে।

https://ibb.co/Y7ysQXB

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ১০৮ এরও অধিক কাবুল সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ১০৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার মধ্যরাতে, বলখ প্রদেশের চামতাল জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে মাঝারী ও ভারী অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। আল্লাহ্ তা'আলার সাহয্যে মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটিটি বিজয় করতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের হাতে ঘাঁটির প্রধান সেনা কমান্ডারসহ ১১ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য বন্দী হয়। অন্য সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

অপরদিকে বাদগিশ প্রদেশের আব-কামরী জেলার সামরিক ঘাঁটি ও আশপাশের চেকপোস্টগুলোতে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদগণ একটি চেকপোস্ট বিজয় এবং কমান্ডারসহ ৯ সৈন্যকে হত্যা করেন, হামলায় আহত হয় আরো ১০ মুরতাদ সৈন্য।

এমনিভাবে এদিন রাত এশার সময় হেলমান্দ প্রদেশের লাশকারগাহ জেলার ৩টি স্থানে কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন মুজাহিদগণ। এতে কমপক্ষে ১৯ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। একইভাবে লাগবাগ জেলার ৩টি স্থানেও কাবুল বাহিনীর উপর পৃথক হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদগণ একটি চৌকি বিজয় এবং ১০ সৈন্যকে খতম করেন।

এদিকে ঘৌর প্রদেশের ফিরোজ-কুহ এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ সেনাদের একটি চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে ৪ সৈন্য নিহত এবং ১২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে রোজগান প্রদেশের তিরিনকোট শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ২ কমান্ডারসহ ৫ সৈন্য নিহত হয়েছে। একইভাবে রাত ২টায় হেরাত প্রদেশের শিন্দাদ জেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ৪ সৈন্য নিহত এবং অন্য ৩ সৈন্য আহত হয়েছে। অন্যদিকে চারবুলুক জেলায় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে আরো ৫ সৈন্য।

এর আগে গত সোমবার, তালেবান মুজাহিদদের হামলায় কুন্দুজ প্রদেশের আলিয়াবাদে ৬ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য আহত হয়েছে। একইভিবে সায়দাবাদ জেলাতেও মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় কমান্ডারসহ ৪ সৈন্য নিহত হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ প্রতিটি অভিযান শেষে কাবুল বাহিনী থেকে অনেক অস্ত্রসস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

https://ibb.co/nDg5pGN

পাকিস্তান | নাপাক সেনাদের উপর টিটিপির হামলা, হতাহত ৩ এরও অধিক

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীতে মুরতাদ সেনাদের উপর সফল হামলা চালিয়েছে পাক-তালেবান। যার ফলে বেশ কিছু সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

উমর মিডিয়া কর্তৃক গত ৯ ফেব্রুয়ারির প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, কিছুদিন আগে পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সির চরমিং হাশিম এলাকাতে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ হামলা চালানো হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে এক সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এসময় গুরুতর আহত হয়েছে আরও ৩ সৈন্য।

https://ibb.co/99XN0rt

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৭ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ ও দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ১০টি অভিযান পরিচালনা করেছেন শাবাব মুজাহিদিন। যার ২টিতেই কমপক্ষে ৯ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার, বে-বুকুল রাজ্যের বাইদাউয়ে শহরে অবস্থিত সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে কমপক্ষে ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এদিন একই রাজ্যের হাদার শহরে ক্রুসেডার ইথিউপীয় সৈন্যদের একটি ঘাঁটিতেও অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে ১ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং অপর এক সৈন্য আহত হয়েছে।

এছাড়াও এদিন রাজধানী মোগাদিশু, কাসমায়ো, ওয়াজেদ, মাহদায়ী, হাজি-আলী ও বালআদ শহরে ক্রুসেডার এবং মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো ৮টি অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। এসব হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর হতাহতের পরিসংখান শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অজ্ঞাত আছে।

https://ibb.co/4J16Rnw

নির্বিচারে মালাউনদের সীমান্ত হত্যা: কড়া সমালোচনা করল এইচআরডাব্লিউ

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) বিরুদ্ধে আইন লঙ্ঘনের নতুন অভিযোগগুলোর তদন্ত ও বিচারের আহ্বান জানিয়েছে।

মঙ্গলবার সংস্থাটি জানায়, দশ বছর আগে ভারত সরকার 'ট্রিগার হ্যাপি'র ঘোষণা দেয়। সেখানে বলা হয়েছিল, বিএসএফ সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণনাশী গুলির পরিবর্তে রাবার বুলেট ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হবে।

কিন্তু, বিএসএফ সীমান্তে বাসিন্দার ওপর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, দুর্ব্যবহার ও অসদাচরণ করে যাচ্ছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, 'সীমান্ত বাহিনীর সংযত আচরণ ও মারণাস্ত্র ব্যবহার সীমিত রাখার ভারত সরকারের আদেশের পরেও হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধ কমেনি।'

তিনি আরও বলেন, 'সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের জবাবদিহি করতে সরকারের ব্যর্থতা একে আরও খারাপ পর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং এতে দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠী নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।'

প্রতিবেদনে বলা হয়, সীমান্তে সংযত থাকা ও হত্যাকাণ্ডের অবসান ঘটাতে ভারত সরকার আদেশ জারির পর, ২০২০ সালের ডিসেম্বরে আলোচনার সময়ও এ বিষয়ে বাংলাদেশকে আশ্বাস দিয়েছে। তবে, বাংলাদেশি মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' অভিযোগ করেছে ২০১১ সাল থেকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী অন্তত ৩৩৪ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে এবং ২০২০ সালে ৫১টি হত্যাসহ গুরুতর নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

একটি ভারতীয় সংস্থা বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (এমএসইউএম) বলেছে, ২০১১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে বিএসএফ কমপক্ষে ১০৫টি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। হত্যার প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।

সংস্থাটি আরও জানায়, বিএসএফ সেনারা নির্বিচারে সন্দেহভাজনদের আটক করে নির্যাতন করে এবং সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের হয়রানি ও হুমকি দেয়।

সাম্প্রতিক সময়ে অভিযোগের মধ্যে কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এর মধ্যে ২০২০ সালের ১৮ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলায় বিএসএফ সৈন্যরা ১৬ বছর বয়সী শমসের প্রামাণিককে মারধর করে ও পরে গুলি করে হত্যা করে। শমসের সে সময় সীমান্ত পেরিয়ে গরু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ২০২০ সালের ৯ আগস্ট বিএসএফের এক সৈনিক কুচবিহার জেলায় সাহিনুর হককে (২৩) গুলি করে হত্যা করে।

কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমের বরাত দিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানায়, ২০২০ সালের ১৯ এপ্রিল বিএসএফের এক সৈনিক বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার ১৬ বছর বয়সী বাংলাদেশি ছেলে সিমন রায়কে হত্যা করে। বিএসএফ সেনা বাংলাদেশের ভূখণ্ডের ভেতরে ঢুকে ছেলেটিকে পেটে গুলি করে বলে অভিযোগ করে সিমনের বাবা।

২০২০ সালের ৪ জুলাই বিএসএফ সেনারা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ৫০ বছর বয়সী এক বাংলাদেশিকে গুলি করে বলে অভিযোগ আছে। স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধি জানান, লোকটি গবাদি পশুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে অজান্তে সীমান্ত অতিক্রম করার পরে বিএসএফ সদস্যরা তাকে হত্যা করে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও নেতাকর্মীরা এসব আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় অভিযোগ করা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার চেষ্টা করলে তাদেরকে হুমকি ও ভয় দেখানো হয়েছে। এমএসইউএম কর্মীরা জানান, তারা পুলিশ ও বিএসএফের কাছ থেকে নিয়মিত হয়রানির শিকার হন। তাদেরকে বিনা বিচারে আটকে রাখা হয় এবং মিথ্যা অপরাধের অভিযোগ দেওয়া হয় তাদের বিরুদ্ধে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের জানামতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিএসএফ সেনাদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নির্যাতনের জন্য দায়ী করেছে এমন কোনো ঘটনা জানা নেই।

এর মধ্যে, ২০১১ সালের জানুয়ারিতে বিএসএফ এর এক বাংলাদেশি কিশোরী ফেলানী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ২০১৩ ও ২০১৫ সালে বিশেষ বিএসএফ আদালতে দুই দফায় বিচার হয়। তবে, আদালত ওই ঘটনায় অভিযুক্ত বিএসএফ কনস্টেবলকে খালাস দেয়। মামলায় নতুন করে তদন্তের আবেদন এখন ভারতের সুপ্রিম কোর্টে মুলতবি আছে।

কুমিল্লায় মাহফিলে আক্রমণ, আয়োজকদের হত্যার হুমকি দিল স্বঘোষিত সন্ত্রাসী চেয়ারম্যান

কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামে ওয়াজ মাহফিলের শ্রোতাদের উপর আওয়ামী গুন্ডাবাহিনীর হামলা এবং আয়োজক ও উপস্থিত শ্রোতাদের হত্যার হুকমি দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গত ৭ই ফেব্রুয়ারি এই বর্বর হামলা চালানো হয়।

কুমিল্লার গোবিন্দপুরে পূর্বঘোষিত ওয়াজ মাহফিলে আমন্ত্রিত আলোচক মাওলানা হাসিবুর রহমানের আলোচনা চলাকালে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও লাকসাম উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি নিজাম উদ্দীন শামীম মঞ্চে উঠে প্রথমে ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে বক্তার আলোচনা থামিয়ে দেয়। এরপর মাইক হাতে নিয়ে মাহফিলের আয়োজক ও ধর্মপ্রাণ শ্রোতাদেরকে হত্যার হুমকি দেয়। ইতোমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় এ বিষয়টি ভাইরাল হয়েছে। এ সময় সন্ত্রাসী চেয়ারম্যান শামীমের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ:

“ আমি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলাম। আমার সামনে চোখ রাঙিয়ে যারা কথা বলছে আগামীদিন আমি তাঁদের মায়ের... (সংযত হয়ে) কসম করে বললাম, তাঁদের মায়ের পেটের বাচ্চা পর্যন্ত আমি মেরে ফেলব। আমি সন্ত্রাসী থেকে চেয়ারম্যান হয়েছি। আমি গুণ্ডা... আমি বলে দিলাম, যে চোখ রাঙিয়ে কথা বলছে তাঁর লাশ খুঁজে পাবিনা তোরা। আয়... তোরা আয়। আয়... কার কি ক্ষমতা আছে আয়। ওর লাশ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিবি না লাকসামের মাটি থেকে। দেখি তোরা আজ কীভাবে বাড়ি যাস আমি দেখব। আমার সমস্ত লোক রেডি আছে।"

সন্ত্রাসী আওয়ামী নেতা শামিম আরো বলে, "এটা আওয়ামী লীগ শাসিত সরকারের আমল, খবরদার বলে দিলাম শান্তিপূর্ণভাবে এলাকায় বসবাস করছেন, আমরা শান্তি বিনষ্ট করি নাই, আমরা ঘর থেকে তুলে আনবো সে ব্যবস্থা আমাদের আছে।"

আওয়ামী লীগ নেতা শামীমের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের পর আলোচক মোনাজাতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক মাহফিল শেষ করতে বাধ্য হন। মাহফিল শেষ হবার সাথে সাথে শামীমের গুন্ডাবাহিনী উপস্থিত শ্রোতাদের উপর উপর্যুপরি সশস্ত্র হামলা চালায়। মাওলানা হাসিবুর রহমানের ভাষ্য মতে মসজিদে আশ্রয় নেয়া সাধারণ মুসল্লিরাও এই বর্বর আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি।

ওয়াজ শুনতে আসা শ্রোতাদের বেশকিছু মোটরসাইকেল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, আলোচক মাওলানা হাসিবুর রহমানের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। এই হামলার ঘটনায় প্রচুর সাধারণ ধর্মপ্রাণ শ্রোতা আহত হয়েছেন। তাদেরকে কুমিল্লার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার তিন দিন অতিবাহিত হবার পরও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি দেশের কথিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ কারণে লীগ-সন্ত্রাসীদের ভয়ে জনমানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে।

কাশ্মীরে শহীদ ছেলের লাশ চাওয়ায় পিতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের মামলা

ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে শহীদ ছেলের লাশ হস্তান্তরের জন্য পুলিশের নিকট দাবি জানালে ভারতীয় মালাউন পুলিশ ছেলেটির ৪০ বছর বয়সী বাবার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের মামলা করেছে।

গত (মঙ্গলবার ৯ ফেব্রুয়ারি) ডেইলি জং উর্দূ আরব নিউজের বরাত দিয়ে জানায়, পুলিশের দাবি, ৩০ ডিসেম্বর বারমুল্লা জেলায় সেনাবাহিনীর সাথে কথিত সংঘর্ষে নিহত তিন যুবকের মধ্যে মোশতাক ওয়ানির ১৬বছরের ছেলে আতহার মোশতাকও ছিলো। কিন্তু যুবকদের পরিবার জানিয়েছে, তারা ছাত্র ছিল।

যুবকের পিতা আরব নিউজকে বলেন, আমি কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার বলেছি, আমার সন্তান সরকারবিরোধী এবং নাশকতামূলক কর্মকান্ডে জড়িত থাকলে প্রমাণ দেখান। কিন্তু তারা কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি।

সুত্র অনুসারে, পরিবারের সদস্যদের প্রতিবাদ এবং যুবকের নির্দোষ প্রমাণ হওয়ার পরেও স্থানীয় প্রশাসন তিন যুবককে নিজেদের জেলা পুলওয়ামার ১০০ কিলোমিটার দূরের এক গ্রামের কবরস্থানে দাফন করে।

আতহার মোশতাক একাদশ শ্রেণির ছাত্র এবং পিতা-মাতার একমাত্র ছেলে ছিল। মুশতাক ওয়ানী বারবার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তাঁর ছেলের লাশ গ্রামের পূর্বপুরুষদের কবরস্থানে দাফনের জন্য হস্তান্তর করে। কিন্তু পুলিশ তা মানেনি।

স্থানীয় পুলিশ এখন "উস্কানি ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড নির্মূলে " বাধা দেওয়ার অভিযোগে মোশতাক ওয়ানিসহ তার আরও ছয় আত্মীয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

মোশতাক ওয়ানী ও তার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে "অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধ আইনে" মামলা করা হয়েছে, যেই মামলা থেকে আদালতে জামিন পাওয়া যায় না।

পুলওয়ামার সিনিয়র পুলিশ সুপার অশীষ কুমার মিশ্রা আরব নিউজকে বলেন, এই মামলাটি অবৈধভাবে লোক জমায়েত করা এবং অবৈধ কার্যকলাপের জন্য দায়ের করা হয়েছে।

গত বছরের এপ্রিল থেকে, ভারত সরকার অজানা কবরস্থানে নিহত স্বাধীনতাকামীদের লাশ তাদের নিজ শহর থেকে দূরে কবর দেওয়ার নীতি অনুসরণ করে আসছে, ফলে নিহতদের পরিবারকে দাফন-কাফনের কাজে অংশ নেওয়া থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরকারী ক্ষিতিশ চন্দ্র রায়কে আটক

দিনাজপুর চিরির বন্দরে বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরকারী ক্ষিতিশ চন্দ্র রায়কে (৪৫) হাতেনাতে আটক করা হয়েছে।

গত শনিবার তাকে দিনাজপুর আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। আটক ক্ষিতিশ চিরিরবন্দর উপজেলার আব্দুলপুর ইউনিয়নের নান্দেড়াই গ্রামের পঞ্চায়েত পাড়ার মৃত ধীরেন্দ্র নাথ রায়ের ছেলে। থানা সূত্রে জানা গেছে, গত বেশ কয়েক দিন ধরে উপজেলার দুটি ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি কালীমন্দিরসহ অন্যান্য মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। রহস্য উদঘাটনের জন্য মন্দিরে মন্দিরে পাহারা বসানো হয়। গত শুক্রবার রাত ১১টার পরে ক্ষিতিশ উপজেলার আব্দুলপুর ইউনিয়নের আন্ধারমূহা কালীমন্দির, বটতলী কালীমন্দির, সাঁইতাড়া ইউনিয়নের কালিতলা বাজারসংলগ্ন কালীমন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের চেষ্টা করে। এ সময় বাধা পেয়ে সে পালিয়ে যায়, পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

বাংলাদেশে প্রায়ই শোনা যায় হিন্দুদের মন্দির মুসলিমরা ভাঙছে! কিন্তু এসব অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় না। বেশিরভাগ মন্দির এবং হিন্দুদের বাড়িঘর নিজেরাই নিজেদেরটা ভেঙ্গে মুসলিমদের উপর দোষ চাপিয়ে সংখ্যালঘু রাজনীতির ফায়দা নেয়ার অপচেষ্টা করে। কারণ বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু বললেই ব্যাপক সুযোগ সুবিধা! ছোট্ট টিনের ঘর ভাংলে সরকারি অনুদানে বিল্ডিং ঘর পাওয়া যায়, অচেনা-অজানা মন্দিরের দুইটা প্রতিমা ভাংগা দেখাতে পারলে পুরো মন্দিরকেই সরকার বড় করে দেয়। এসবই লোভের বশবর্তী ও মুসলিমদের দোষারোপ করার জন্যে সুবিধাবাদী হিন্দুরা এসব করে থাকে। বাস্তবেও দেখা যায় মুসলিমরা নয় হিন্দুরা নিজেরাই নিজেদের মন্দির ভেঙ্গে সরকারের থেকে সুবিধা নেয় এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। ফলে কিছুদিন পরপর ভারতের মালাউন দাদা বাবুরা বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন হচ্ছে বলে চেঁচামেচি শুরু

করে। যদিও তারাই ভারতে মুসলিমদের উপর নানা মাত্রিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। আর বাংলাদেশে হিন্দুরা সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে।

গোলানে ইসরায়েলি দখলদারিত্বে ট্রাম্পের নীতিতে বাইডেনও

অধিকৃত গোলান মালভূমিকে ইসরায়েলের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কাছাকাছি গিয়েও থেমে গেছে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিংকিন। তবে ওই ভূখণ্ডটি ইসরায়েলিদের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছে এই ক্রুসেডার।

অর্থাৎ ওই ভূখণ্ডে ইসরায়েলের অবৈধ দখলদারিত্বে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বীকৃতি থেকে সরে আসছে না তার উত্তরসূরি জো বাইডেনও।

২০১৯ সালে ওই মালভূমিকে ইসরায়েলের অংশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে ক্রুসেডার ট্রাম্প।

১৯৬৭ সালের মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে সিরিয়ার কাছ থেকে ওই অঞ্চলটি দখল করে নেয় ইসরায়েল।

পরে ১৯৮১ সালে নিজেদের ভূখণ্ডের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দেয় অবৈধ ইহুদি রাষ্ট্রটি। যদিও আন্তর্জাতিকভাবে এখন পর্যন্ত তেমন স্বীকৃতি মেলেনি।

সিএনএনকে ব্লিংকিন বলেন, বাস্তবতার নিরিখে এই পরিস্থিতিতে গোলান মালভূমির নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর বৈধতার প্রশ্ন ভিন্ন কিছু। ধীরে ধীরে সিরিয়ার পরিস্থিতিতে যদি পরিবর্তন আসে, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমরা এসব কিছু ধারে-কাছে নেই।

আর গোলান মালভূমিতে ইসরায়েলি সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে আসবে না বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টা জানিয়েছিল।

জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস রাখার পক্ষেও বাইডেন প্রশাসনের প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করে অ্যান্থনি ব্লিংকিন।

---

১ বছরে জার্মানিতে ৯০১ মুসলিম বিদ্বেষী হামলা

ইউরোপের দেশ জার্মানিতে ইসলাম ফোবিয়া ও মুসলিম বিদ্বেষী হামলা দিন দিন বাড়ছে। ২০২০ সালে দেশটিতে এমন অন্তত নয় শ' একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে সোমবার জার্মান এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

নয়ার অজনাব্রুকার জাইটুংয়ে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২০ সালে নয় শ' একটি মুসলিম বিদ্বেষী হামলার ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় দুই ভাগ বেশি। ২০১৯ সালে জার্মান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আট শ' ৮৪টি মুসলিম বিদ্বেষ সংশ্লিষ্ট অপরাধের কথা জানিয়েছিল।

দেশটিতে স্থাপনার দেয়ালে নাৎসি চিহ্ন আঁকা, লিখিত হুমকি দেয়া, মুসলিম নারীদের স্কার্ফ টেনে খোলাসহ জার্মানিতে বাস করা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আক্রমণাত্বক অপরাধ বেড়েছে।

জার্মান লেফট পার্টির সদস্য উলা জেলপকে হামলার এই তথ্যকে 'হিমশৈলের চূড়া' হিসেবে উল্লেখ করেছে।

জেলপকে বলেন, বেশিরভাগ ভুক্তভোগীই ভয় বা লজ্জা থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে অভিযোগ করেন না।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জার্মানিতে বর্ণবাদ ও মুসলিমবিরোধী ঘৃণার বিস্তার ঘটছে। নিও-নাৎসি গোষ্ঠীগুলো ও উগ্র জাতীয়তাবাদী বিরোধী রাজনৈতিক দল অল্টারনেটিভ অব জার্মানি (এএফডি) এই ঘৃণা ছড়িয়ে দিতে প্রচারণা-প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে।

আট কোটির বেশি জনসংখ্যার দেশ জার্মানিতে পশ্চিম ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাস। দেশটিতে প্রায় ৪৭ লাখ মুসলমান বাস করছেন।

সোমবারের জার্মান সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়, অপরাধকারীরা বেশিরভাগই উগ্র জাতীয়তাবাদী। ২০২০ সালে জার্মানিতে মুসলিম বিদ্বেষী এই সকল অপরাধে দুইজন নিহত ও ৪৮ জন শারীরিকভাবে আহত হয়েছেন।

গত বছর জার্মান লেফট পার্টির পরিচালিত এক তদন্তে দেখানো হয়, ২০১৯ সালে জার্মানিতে বছরের প্রতি দ্বিতীয়দিন কোনো না কোনো মসজিদ, মুসলিম সংস্থা বা ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বকারী স্থাপনা ইসলামোফোবিক হামলার শিকার হয়েছে।

সূত্র: ডেইলি সাবাহ

০৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

পানিহীন করতোয়ায় নেই কোন উদ্যোগ

উল্লাপাড়ার বুক চিরে বয়ে যাওয়া করতোয়া নদীসহ উপজেলার বিভিন্ন নদ-নদী প্রায়ই মরা খালে পরিণত হওয়ার পথে। পলি জমে ভরাট হবার কারণে অধিকাংশ নদ-নদীর অস্তিত্বই এখন বিলীন হওয়ার পথে। বোরো মৌসুমে করতোয়া, গোহালা, স্বরসতী, ঝপঝপিয়া, বিলসূর্য, মুক্তাহার নদীসহ অনেক খাল-বিল ও নদী-নালার তলদেশ শুকিয়ে যাওয়ায় এ সমস্ত নদীর বুকে ধানসহ বিভিন্ন সবজি চাষ করছেন এলাকার কৃষকরা।

সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ভরাট হয়ে যাওয়া নদীর বুকে এখন বোরো, ইরি ধানসহ গম, ভুট্টা, চিনাবাদাম, তরমুজ-বাঙ্গি, পটল ও মিষ্টি কুমড়াসহ নানা ধরনের চাষাবাদ করছেন কৃষকরা। যার যার বাড়ি ও জমির সামনে আগত নদী ও নালা রয়েছে সেগুলো অবৈধভাবে দখলে নিয়ে চাষবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করছে নদীকূলের মানুষ। ফলে নদী থেকে মাছ ধরে যারা জীবিকা নির্বাহ করতেন ও পরিবার পরিজন নিয়ে চলতেন তারা এখন বেকারত্বের সাথে যুদ্ধ করে অসহায় দিনাতিপাত করছেন। বর্ষা মৌসুমের পর জেলেরা এ সমস্ত নদ-নদী ও খাল-বিল থেকে মাছ শিকার করে সুন্দরভাবে জীবন নির্বাহ করতেন। কালের বিবর্তনে এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তাদের জীবনে নেমে এসেছে অভাব অনটন।

উল্লাপাড়া ঝিকিড়া হালদার পাড়া গ্রামের সঞ্জয় কুমার জানান, আগের দিনে নদীতে প্রচুর জল থাকতো, নানা ধরনের মাছ ধরা পড়তো জালে। তা দিয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটতো। কিন্তু বর্তমানে নদীর নাব্যতা না থাকায় শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যায় নদী। ফলে মাছ আহরণ করা সম্ভব হয় না। এখন আর বাপ-দাদার ব্যবসায় জেলে সম্প্রদায়ের জীবন চলছে না। দিন দিনই দুর্বিষহ হয়ে উঠছে মাছ ধরার সাথে জড়িত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবন-জীবিকা। পেশা ছেড়ে তারা অন্য কাজেও ভালো করতে পারছে না বলে তিনি আরো জানান। অভাব অনটনে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার পথে। চিকিৎসার অভাবে ঘরে অসুস্থ স্ত্রী বিভিন্ন রোগে ভুগছেন।

করতোয়া নদীপাড়ের সোনতলা গ্রামের কৃষক জিলস্নুর তার গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া করতোয় নদীর সোনতলা ব্রিজের ঠিক নিচে ২ বিঘা জমিতে বোরো ধানের চাষ করেছেন। তার দেখাদেখি পাশে আরো প্রায় ৩০ বিঘা জমিতে ধান চাষ শুরু করেছে এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তি। কিছু দিন আগেই এ সমস্ত এলাকার নদীতে জেলেরা শুধু মাছ স্বীকার করতো। নদীতে চলতো বড় বড় পাল তোলা নৌকা। মাঝিরা গাইতেন জারি সারি গান। সেই নদীতে এখন জেগে বসেছে চর। চাষ হচ্ছে নানা জাতের কৃষি ফসল। কৃষি পণ্য উৎপাদন করে অনেকেই হচ্ছেন স্বাবলম্বী।

একই গ্রামের বেল্লাল হোসেন জানান, দিনে দিনে নদী তার যৌবন হারাতে বসেছে। আগে যেখানে পানিতে থই থই করতো এখন সেখানে উৎপাদন হয় বোরো ধানসহ নানা ধরনের ফসলের। আগে এক সময় দেখতাম এই নদীতে জেলেরা জাল ফেলে বোয়াল, কাতল, রুই, শোল, শিং, চিংড়ি, পুঁটি, মলা-ঢেলা মাছসহ নানা জাতের মাছ শিকার করতেন। তখন নৌকাই ছিল একমাত্র যাতাযাতের মাধ্যম। উন্নয়নের ধারায় নদীতে ব্রিজ নির্মিত হওয়ায় নদীর গতিরোধ হয়ে পড়েছে। নদীর বুকে চর পড়ে পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এখন আর সেসব দৃশ্য চোখে পড়ে না। অতীতের সেসব দৃশ্য বর্তমানে শুধুই স্মৃতি।

এ বিষয়ে উল্লাপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সুবর্ণা ইয়াসমিন সুমি জানান, বর্তমান সময়ে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে নদীগুলো হারাচ্ছে তার রূপ ও যৌবন। দীর্ঘ দিন ধরে নদীতে পলি জমে জমে ভরাট হওয়ার কারণে চর জেগে উঠেছে বিভিন্ন নদীর বুকে। ফলে পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এলাকার মানুষ সেসব জায়গায় উৎপাদন করছেন বিভিন্ন ফসল। কালের কণ্ঠ

আ.লীগ সমর্থকদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে একজন নিহত

টাঙ্গাইলের গোপালপুর পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত ও 'বিদ্রোহী' মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে একজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার সোমেশপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম খলিল (৩৫)। তিনি উপজেলার ডুবাইল আটাপাড়া গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে। খলিল 'বিদ্রোহী' প্রার্থী খন্দকার গিয়াস উদ্দিনের সমর্থক ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বর্তমান মেয়র রকিবুল হক ছানার নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে জেলা আওয়ামী লীগের একটি দল সন্ধ্যার দিকে গোপালপুরে পৌঁছায়। দলের সদস্যরা থানার মোড়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে অবস্থান করছিলেন। এ সময় 'বিদ্রোহী' প্রার্থী খন্দকার গিয়াস উদ্দিন ও তাঁর সমর্থকেরা ওই এলাকায় আসেন। একপর্যায়ে দুপক্ষের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় 'বিদ্রোহী' প্রার্থী গিয়াস উদ্দিনের সমর্থকেরা ওই এলাকায় নৌকা প্রতীকের একটি নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুর করেন। এরপর নৌকার সমর্থকেরা গিয়াস উদ্দিনের বাসায় হামলা করেন। তাঁরা গিয়াস উদ্দিনের ভাইয়ের দোকানও ভাঙচুর করেন।

গিয়াস উদ্দিনের গ্রাম ডুবাইল এলাকায় এ হামলার খবর পৌঁছার পর সেখানে উত্তেজনা দেখা দেয়। তাঁর সমর্থকেরা মিছিল নিয়ে উপজেলা সদরের দিকে রওনা হন। পথে সোমেশপুর এলাকায় তাঁদের ওপর নৌকা প্রতীকের সমর্থকেরা হামলা করেন। এ সময় খলিল নামের এক ব্যক্তি মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হন।

গোপালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আলীম আল রাজি বলেন, রাত পৌনে আটটার দিকে খলিলকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পরই তাঁর মৃত্যু হয়। আহত লোকজনের মধ্যে হাসপাতালে আরেকজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে যান।

বিদ্রোহী প্রার্থী খন্দকার গিয়াসউদ্দিনের ভাষ্য, নৌকা প্রতীকের প্রার্থী নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয় জেনে নিজেদের অফিস ভেঙে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। পরে তাঁর বাসায় ভাঙচুর করে। তিনি দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানান।

আওয়ামী লীগ প্রার্থী রকিবুল হকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

তবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর অনুসারী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান সোহেল বলেন, বিএনপি ও বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকেরা নৌকার অফিস ভাঙচুর করলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিদ্রোহী প্রার্থী গিয়াসউদ্দিন গোপালপুর বাজারের বাসায় অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তাঁর গ্রাম এলাকায় গুজব রটিয়ে দেওয়া হয় গিয়াসউদ্দিনের বাড়িতে হামলা করে তাকে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। এই গুজবের গ্রামের লোকজন উপজেলা সদরে আসতে চাইলে এই ঘটনা ঘটেছে।

১৪ ফেব্রুয়ারি গোপালপুর পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এতে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রকিবুল হক। দলের ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী হয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি খন্দকার গিয়াস উদ্দিন। এ ছাড়া বিএনপির প্রার্থী খন্দকার জাহাঙ্গীর আলম রুবেল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. শাহজাহান মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

প্রথম আলো

ফটো রিপোর্ট | মালিতে সামরিক ঘাঁটি বিজয়ের পর মুজাহিদদের প্রাপ্ত গনিমত

আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালির বোনি শহরে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে গত ৪ জানুয়ারি একটি বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা 'জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন' এর জানবায মুজাহিদিন। যার ফলে ১০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। একটি সামরিক ঘাঁটি বিজয় করেন মুজাহিদগণ।

এসময় মুজাহিদগণ কয়েকটি গাড়ি, অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছিলেন। স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সেসব গনিমতের কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/02/09/46918/

পশ্চিম আফ্রিকা| মালি ও চাদে যৌথ বাহিনীর উপর হামলা বাড়িয়েছে আল-কায়েদা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি ও চাদে মুরতাদ ও ক্রুসেডার "মিনোসুমা" জোট বাহিনীর উপর হামলার পরিমান বাড়িয়েছে আল-কায়েদা।

বেশ কিছু অঞ্চলে একাধিক হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখার জানবায মুজাহিদিন। যার ফলে কয়েক ডজন মুরতাদ ও ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) মিডিয়া শাখা আয-জাল্লাকা কর্তৃক সাম্প্রতিক এক পৃষ্ঠার একটি বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। বার্তাটিতে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি ও চাদে মুজাহিদদের পরিচালিত কয়েকটা হামলার দায় স্বীকার করা হয়েছে।

বিবৃতি অনুযায়ী, গত ২৭ জানুয়ারি ২০২১ ঈসায়ী, 'জিএনআইএম' মুজাহিদিন মালির দোয়েঞ্জা ও টিমবক্তুতে মুরতাদ বামাকো সামরিক বাহিনীর একটি গাড়িতে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। এতে মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হলেও এর পরিসংখান অজানা।

একইদিন মালির বোনি এবং দুয়েন্তাজা অঞ্চলের মধ্যবর্তী একটি এলাকায়, ক্রুসেডার মিনোসুমা জোট বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে ৩ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়েছে। এতে সাঁজোয়া যানটি ধ্বংস হয়ে যায়। এরপরের দিন একই বাহিনীর উপর ফের হামলা চালান মুজাহিদগণ। এই হামলাতে ক্রুসেডার বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি।

এমনিভাবে দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করায় আফ্রিকার অন্য একটি দেশ চাদেও দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার কথাও জানিয়েছে আল-কায়েদা।

এদিকে মুসলিম জনসাধারণ, বিশেষ করে জিহাদ ও মুজাহিদদের সাহায্যকারীদের (আনসার) লক্ষ্য করে শাখাটি তার বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, মালিতে 'মিনোসুমা' নামে বহুজাতিক ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে বর্তমানে মুজাহিদগণ প্রায় প্রতিদিনই অভিযান চালাচ্ছেন। এতে তাদের নিহতদের সংখ্যা প্রকাশিত সংখ্যার চেয়ে আরও বেশি। কেননা ফ্রান্স এবং ক্রুসেডার জোটগুলো তাদের সৈন্যদের হতাহতের এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখান গোপন করছে।

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

https://ibb.co/JvfVTRg

মালির পর এবার আল-কায়েদার সাথে আলোচনায় বসতে চায় বুর্কিনা-ফাসো সরকার

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা ফাসোর প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফ ড্যাবায়ার এক বিবৃতিতে বলেছে যে, তার সরকার আল-কায়েদার সাথে আলোচনায় বসতে চায়।

রিপোর্ট অনুযায়ী গত ৪ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, বুর্কিনা-ফাসো সরকার তার সাধারণ নীতি সম্পর্কে সংসদে কথা বলেছিল। এসময় আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা 'জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন' এর সাথে বৈঠক করতে চায় উল্লেখ করে ড্যাবায়ার একটি বিবৃতি দেয়।

তার বক্তব্য হচ্ছে "সমস্ত দুর্দান্ত যুদ্ধগুলি টেবিলে আলোচনার মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে, এর বাহিরে তা শুধু রক্ত ও ক্ষতিকেই বৃদ্ধি করেছে। এর অর্থ হ'ল আমরা যদি বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, তবে আমাদের সম্ভবত এই সম্ভাবনাটি বিবেচনা করতে হবে যে, আমরা খুব শীঘ্রই বা শেষ পর্যন্ত আল-কায়েদার সাথে একটি আলোচনায় বসতে যাচ্ছি।

আমরা এটা বলছি না যে, বুর্কিনা ফাসো সরকার আল-কায়েদার সাথে আলোচনার বিরোধী। কারণ এধরণের আলোচনার মাধ্যমেই বড় বড় দেশগুলো যুদ্ধ সমাপ্ত করেছে। এমনকি এখনো বড় বড় দেশগুলো সন্ত্রাসীদের (তালেবানদের) সাথে টেবিলে বসে আছে এবং তাদের সাথে ধারাবাহিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

অবশ্যই আমরা এখনো এই অঞ্চলের আল-কায়েদা এবং তাদের পরামর্শদাতাদের সনাক্ত করতে পারি না। তবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব "

বুর্কিনা ফাসোতে, বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকায় সক্রিয় আল-কায়েদা ও জিহাদপন্থী গোষ্ঠীগুলির সাথে আলোচনা করার দীর্ঘদিনের এজেন্ডায় ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা বারবার থেমে গেছে।

আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকান শাখাও একই রকম বিবৃতি দিয়েছিল।

২০২০ সালে যখন মালি সরকার আল-কায়েদাকে আলোচনার টেবিলে বসতে বলেছিল, তখন ঐ বছরের মার্চ মাসে শাখাটির অফিসিয়াল "আয জাল্লাকা" মিডিয়া আলোচনার বসার বিষয়ে কয়েকটি শর্ত যুক্ত করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিল। যার মধ্যে প্রথম ও প্রধান শর্তটি ছিল এমন যে, যদি ক্রুসেডার ফ্রান্স মালি থেকে সরে আসে এবং মালি সরকার তাদেরকে ত্যাগ করে, কেবল তখনই স্থানীয় বাহিনীর সাথে আলোচনা হতে পারে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, আল-কায়েদা মালি সরকারের সাথে বৈঠকের জন্য যেই শর্তগুলো যুক্ত করেছিল, সেই একই শর্ত হয়তো বুর্কিনা-ফাসো সরকারের সাথে বৈঠকের জন্যেও যুক্ত করবে আল-কায়েদা। যদিও সেই শর্তের উপর পরবর্তিতে আর কোন আলোচনা হয়নি। বরং এসব শর্ত আর আল-কায়েদার সাথে বৈঠকের ইচ্ছা পোষণ করায় মালি সরকারকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গত বছর ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল ক্রুসেডার ফ্রান্স।

https://ibb.co/KGPSdbW

পাকিস্তান নাপাক বাহিনীর পোস্টে টিটিপির সফল হামলা

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সেনা পোস্টে হামলা চালিয়েছে পাক তালেবান। এতে হতাহতের প্রবল সম্ভাবনাও রয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার বিকেলে, পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) বাজোর এজেন্সির মামুন্দ সীমান্তে অবস্থিত দেশটির মুরতাদ সেনাদের "কিট কোট" পোস্টে হালকা ও ভারী অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী জানান, অভিযানের সময় মুজাহিদদের ছোড়া একটি রকেট লাঞ্চার সরাসরি নাপাক বাহিনীর পোস্টের ভিতরে আঘাত হানে। তিনি এই হামলায় দেশটির সেনাবাহিনী বিপুল হতাহতের শিকার হওয়ার প্রবল সম্ভাবনার কথাও জানান।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৯ এরও অধিক ক্রুসেডার নিহত, ২টি যান গনিমত

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ১২টি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কয়েক ডজন কুফ্ফার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৮ ফেব্রুয়ারি পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ১২টিরও অধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এরমধ্যে রাজধানী মোগাদিশু, জিযু, শাবেলী সুফলা, যুবা ও বে-বুকুল রাজ্যগুলোতে মুজাহিদদের পরিচালিত ৫টি পৃথক হামলায় ৪ উগান্ডান ক্রুসেডার সৈন্য এবং ৬ এরও অধিক সোমালিয় মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। এসময় মুজাহিদগণ ২টি সামরিক যানও গনিমত লাভ করেছেন।

এছাড়াও এদিন রাজধানী মোগাদিশু, জিযু, যুবা, বে-বুকুল, ও শাবেলী সুফলা রাজ্যসমূহে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো ৭টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন শাবাব মুজাহিদিন। এসব হামলাতেও অনেক কুফ্ফার সৈন্য হতাহত হয়, তবে এর পরিসংখান অজ্ঞাত।

https://ibb.co/1ZBBBz5

ফিলিস্তিনিদের জন্য অর্থ সহায়তা কমালো আমিরাত ও বাহরাইন

মাজলুম ফিলিস্তিনিদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সহায়তা বিপুল পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন।

আল-জাজিরা জানিয়েছে, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে প্রতিবছর জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সহায়তা সংস্থায় আমিরাত ৫ কোটি ১৮ লাখ ডলার অনুদান দিলেও ২০২০ সালে মাত্র ১০ লাখ ডলার দিয়েছে।

একইভাবে বাহরাইনও ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য সহযোগিতা কমিয়ে দিয়েছে বলে ইরনার খবরে বলা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানানো হয়নি।

গত বছর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের মধ্যস্ততায় সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয় আরব আমিরাত। এরপরই জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের জন্য বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে দেশটি।

১৯৪৮ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চলে যাওয়া ৫৭ লাখ নিবন্ধিত ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসছে জাতিসংঘের ইউএনআরডব্লিউএ।

সংস্থাটির অন্যতম দাতা দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে আমিরাত।

শুক্রবার ইউএনআরডব্লিউএ'র মুখপাত্র সামি মাসাশা জানান, ২০২১ আমিরাত মাত্র ১০ লাখ ডলার বরাদ্দ দিয়েছে।

এর আগে, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য অর্থ সহায়তা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

বর্তমানে প্রায় ৫০ লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থী হিসেবে জাতিসংঘে নিবন্ধিত। তাদের বেশিরভাগই বাস করে জর্ডান, গাজা ভূখণ্ড, পশ্চিমতীর, সিরিয়া, লেবানন এবং পূর্ব জেরুজালেমে। তাদের এক-তৃতীয়াংশ বসবাস করে শরণার্থী শিবিরগুলোয়।

মহা সংকটের মুখোমুখি কাশ্মীরের শাল শিল্প

ভূস্বর্গখ্যাত কাশ্মীরের শালের খ্যাতি দুনিয়াব্যাপী। কিন্তু ভারতের নানা মাত্রিক দমন-পীড়ন ও আগ্রাসনে কাশ্মীরিদের জীবন ধারণের অন্যতম মাধ্যম এই শাল শিল্প বর্তমানে সংকটের মুখে।

ভারতীয় হিন্দু মালাউনরা কাশ্মীরিদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নষ্ট করার পাশাপাশি তাদের অর্থনীতিও ধ্বংস করে দিচ্ছে। একদিকে কাশ্মীরি শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীদের ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে জোর করে উচ্ছেদ করছে, অন্যদিকে কাশ্মীরের স্থানীয় শিল্পগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে।

দখল করে রাখা জম্মু-কাশ্মীরে ১৯৯০ এর পর থেকে যেই অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হচ্ছে এতে অনেক কাশ্মীরি নারী বিধবা হয়েছেন। নিরাশ্রয়, অসহায় বিধবাদের অধিকাংশই শাল তৈরির কারখানাগুলোতে আশ্রয় পেতেন; কিন্তু বর্তমানে কাশ্মীরের শাল শিল্প মহা সংকটের মুখোমুখি। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখে পাকিস্তানের সভা-সমাবেশগুলোতে কাশ্মীরিদের স্বাধীনতার শ্লোগানে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলা হয়; কিন্তু যেসব সমস্যার সমাধান না হওয়ার কারণে কাশ্মীরিদের জীবন প্রতি মুহূর্তে দুর্বিষহ হয়ে উঠছে তা নিয়ে কোন আলোচনা হয় না। কাশ্মীররের শাল শিল্পের সাথে ৭ লাখ মানুষের জীবিকা জড়িয়ে আছে, যার বড় একটি অংশ এই অসহায় বিধবা নারী।

দুনিয়াব্যাপী খ্যাতি রয়েছে কাশ্মীরের তৈরি পাশমিনা (কাশ্মিরী উল থেকে প্রস্তুত চাদর)ও শাহতোশ শালের। শত বছর আগে যখন শিল্পটি শুরু হয়েছিল, তখন এটি কাশ্মীর ও লাদাখের মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করেছিল। কাশ্মীরের শাল তাঁতিরা লাদাখের পশমিনা ছাগলের দীর্ঘ পাতলা চুল ও কাঁচা পশম থেকে এই শাল তৈরি করেন।

কাশ্মীরের তৈরি এই শাল ইউরোপে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করলে শালের জনপ্রিয়তা দেখে তৎকালীন ডোগরা শাসকরা শালের উপর প্রচুর কর আরোপ করেছিল। সর্বপ্রথম মহারাজা গুলব সিংহ এই শালের ওপর শুল্ক ধার্য করেছিল, তখন শাল তৈরিকারীরা লাহোর ও অমৃতসরে চলে যেতে চাইলে রাজা গুলাব সিংহ তাদের নিজেদের ঘরেই বন্দী করে রেখেছিল।

এরপর মহারাজা রনবীর সিং ভ্যাটের পরিমান আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর প্রতিবাদে ১৮৬৫ সালে ২৪ এপ্রিল শ্রীনগরে শাল কারখানার শ্রমিকরা এক শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোকারীদের ওপর হামলা চালিয়ে ২৮ কাশ্মীরিকে শহীদ করা হয়েছিল। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে অধিকার আদায়ে ভারতে এটিই ছিল প্রথম বিক্ষোভ সমাবেশ, যা অন্য সব আন্দোলনের মতো শক্তি প্রয়োগে দমন করা হয়েছিল।

১৯৯০-তে অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরে যখন স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন জোরদার হতে শুরু করে, নয়া দিল্লির ধূর্ত শাসকেরা লাদাখের অধিবাসীদের শ্রীনগরের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিয়েছিল।

শ্রীনগরে স্বাধীনতার পক্ষে স্লোগান উঠলে নয়াদিল্লি লাদাখের লোকদের লাদাখকে জম্মু-কাশ্মীর থেকে আলাদা করার দাবি তোলার পরামর্শ দেয়। নয়া দিল্লির পরামর্শে লাদাখ বৌদ্ধ সমিতি লাদাখকে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে আলাদা করার দাবিই শুধু তোলেনি, পাশাপাশি কাশ্মীরিদের সামাজিকভাবে বয়কট করেছিল এবং তাদের উলের তৈরি শাল বিক্রিতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

লাদাখের ছাগলের যেই কাঁচা পশম দিয়ে কাশ্মীরিরা শাল তৈরি করতো ভারতের শাসকেরা ষড়যন্ত্র করে লাদাখবাসীকে সেই কাঁচা পশম লুধিয়ানার মিলগুলিতে বিক্রি করতে প্ররোচিত করেছিল। এর ফলে কাশ্মীরের শাল শিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

এই শাল তৈরিতে যেই উলের প্রয়োজন হয়, তা শুধু লাদাখেই নয়, চীন, নেপাল এবং মঙ্গোলিয়াতেও পাওয়া যায়। ভারতীয় যারা কাশ্মীরের শাল শিল্প থেকে উপকৃত হচ্ছিল,তারা শাল তাঁতের জন্য মঙ্গোলিয়া থেকে কাঁচা উল আমদানি শুরু করে। এতে কাশ্মীরি শালের চাহিদা কমে যেতে শুরু করে।

বর্তমানে কাশ্মীরের শাল শিল্প সঙ্কটের মুখোমুখি। হাজার হাজার মানুষ কাজ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন।

কাশ্মীরিদের সাথে সংহতি প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা হল, উগ্র হিন্দুদের হাত থেকে কাশ্মীরি সংস্কৃতি ও পশ্মিনা ও শাহতোশ উলের উৎপাদন ও তা রক্ষার প্রকল্প হাতে নেওয়া।

জিও নিউজ (১ ফেব্রুয়ারি ২০২১) লেখক:প্রখ্যাত সাংবাদিক হামিদ মীর

ভারতে হিমবাহ ধসে মৃত বেড়ে ১৮ , এখনো নিখোঁজ ২ শতাধিক মানুষ

ভারতের উত্তরাখণ্ডে বিশাল হিমবাহ ধসে ও বাঁধ ভেঙে আচমকা বন্যায় এখন পর্যন্ত ১৮ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে ২০০ জনেরও বেশি মানুষ।

এর আগে, রোববার উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে হিমবাহ ধসে পাহাড়চূড়া থেকে কাদামাটি ও পানির বিশাল স্রোত নেমে আসে অলকানন্দা নদীর প্রবাহ বেয়ে। মুহূর্তেই এর নিচে চাপা পড়ে তপোবন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা।

এ ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও এখনো নিখোঁজ অনেকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ফলে ভয়াবহ এই দুর্যোগে শতাধিক প্রাণহানি হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ওই এলাকায় একটি টানেলের ভেতর অন্তত ৩৯ জন শ্রমিক আটকা রয়েছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় প্রশাসন বলছে, বন্যা নামার সময় টানেলের ভেতরে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। কিন্তু কাদামাটিতে মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা আর বের হতে পারেননি। তাদের সঙ্গে যোগাযোগও সম্ভব হয়নি।

উদ্ধারকারী দলের এক কর্মকর্তা বলেছেন, টানেলের ঠিক কোন জায়গায় শ্রমিকরা আটকে রয়েছেন তা এখনো নিশ্চিত নয়।

একই এলাকার আরেকটি ছোট টানেল থেকে রোববার ১২ শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছিল।

খবর আনন্দবাজার পত্রিকার

০৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

এবার চাঁদাবাজি করে চেয়ারম্যান ধরা

নাটোরের গুরুদাসপুরে আশ্রয়ণ প্রকল্পে হতদরিদ্রদের ঘর দেওয়ার নামে চাঁদাবাজির মামলায় উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. শওকত রানাকে (৪৬) কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

এ মামলায় উচ্চ আদালতের আদেশে ৪২ দিনের জামিনে ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান শওকত রানা। বাদীপক্ষের আইনজীবী মো. নওয়াব আলী মুঠোফোনে প্রথম আলোকে তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।

আইনজীবী মো. নওয়াব আলী বলেন, ২০১৭ সালে সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতাধীন হতদরিদ্রদের ঘর করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) মো. নুরুল ইসলামের মাধ্যমে মামলার বাদী মো. জালাল উদ্দিনের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন চেয়ারম্যান শওকত রানা। কিন্তু কয়েক বছর পার হলেও তাঁকে ঘর দেওয়া হয়নি। এমনকি ফেরত দেওয়া হয়নি পিএসের মাধ্যমে নেওয়া ৫০ হাজার টাকাও।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী জালাল উদ্দিন গত বছরের ১২ নভেম্বর থানায় শওকত রানা ও নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা করেন। এ মামলায় নুরুল ইসলাম গ্রেপ্তার হয়ে জেল খাটলেও (এখন জামিনে) চেয়ারম্যান উচ্চ আদালত থেকে ৪২ দিনের জামিন নিয়েছিলেন।

সোমবার নাটোরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে চেয়ারম্যান শওকত রানার জামিন শুনানির দিন ছিল। আদালত শুনানি শেষে তাঁর জামিন বাতিল করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলার বাদী জালাল উদ্দিন বলেন, তিনি খেটে খাওয়া মানুষ। একটি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) থেকে ঋণ করে নুরুল ইসলামের হাতে ৫০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন ঘর পাওয়ার আশায়। টাকা দেওয়ার ৪ বছর কেটে গেলেও ঘর পাননি তিনি। উপরন্তু শ্রম-ঘাম ঝরিয়ে ঋণের টাকা শোধ করেছেন। কিন্তু ঘর পাননি তিনি। প্রথম আলো

চাঁদাবাজির করে আটক ৬ পুলিশ

চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানা এলাকায় চাঁদাবাজি করার অভিযোগে নগর পুলিশ কমিশনারের দেহরক্ষীসহ ছয় পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা কারাগারে রয়েছেন। গতকাল রোববার তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।

চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার এস এম রশিদুল হক আজ সোমবার দুপুরে বলেন, আনোয়ারা থানার একটি চাঁদাবাজি মামলায় নগর পুলিশের ছয় কনস্টেবলকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

ছয় পুলিশ সদস্য হলেন, নগর পুলিশ কমিশনার সালেহ মোহাম্মদ তানভীরের দেহরক্ষী কনস্টেবল মোরশেদ বিল্লাহ, নগর পুলিশের উপকমিশনার গোয়েন্দা (পশ্চিম) মনজুর মোরশেদের দেহরক্ষী কনস্টেবল মো. মাসুদ, নগরের দামপাড়া রিজার্ভ ফোর্স অফিসে কর্মরত কনস্টেবল শাকিল খান ও এস্কান্দর হোসেন, নগর পুলিশের সহকারী কমিশনার কর্ণফুলী কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটর কনস্টেবল মনিরুল ইসলাম ও নগর গোয়েন্দা পুলিশ (উত্তর) কর্মরত কনস্টেবল আবদুল নবী।

আনোয়ারার বৈরাগ গ্রামের আবদুল মান্নান বাদী হয়ে ছয় পুলিশ সদস্যের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও কয়েকজনকে আসামি করে মামলা করেন। এজাহারে সরকারি কর্মচারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে অপহরণ, টাকা দাবি ও হত্যার হুমকি দিয়ে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।

এর আগে গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর অস্ত্র বিক্রি করতে গিয়ে নগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার উপপরিদর্শক (এসআই) সৌরভ বড়ুয়াকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ের সামনে থেকে ওই দিন তাঁকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় করা মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। তাঁর কাছ থেকে বিদেশি রিভলবার উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় বরখাস্ত হয়ে তিনি বর্তমানে কারাগারে আছেন। সৌরভ চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশে কর্মরত ছিলেন।

ওই ঘটনার এক দিন আগে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর ভয় দেখিয়ে ঘটনায় করা মামলায় সীতাকুণ্ড থানার দুই পুলিশ সদস্যকে কারাগারে পাঠান আদালত। তাঁরা হলেন এসআই সাইফুল ইসলাম ও কনস্টেবল সাইফুল ইসলাম। প্রথম আলো

দীর্ঘদিন ভেঙে পড়ে আছে দুই ব্রীজ, দেখার নেই কেউ

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ধুরাইল ইউনিয়নে কন্যাপাড়া প্রেসিডেন্ট বাড়ি সংলগ্ন খালের উপর নির্মিত সেতু ও একই ইউনিয়নের উত্তর রামনগর আন্দাইরা খালের উপর নির্মিত সেতু দীর্ঘদিন ধরে ভেঙে পড়ে আছে। সেতু দুটি পুনর্নির্মাণের কোন উদ্যোগ গ্রহন না করায় সেতু দিয়ে পারাপার করা প্রায় ২০ গ্রামের মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছে।

সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, প্রেসিডেন্ট বাড়ি সংলগ্ন খালের উপর ৪০ ফুট দৈর্ঘ্য সেতুটি উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক সেতু/কালর্ভাট নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় ৩২ লাখ ৫২ হাজার ৬৫৩ টাকা ব্যয়ে ২০১৬ সালের জুন মাসে নির্মাণ করা হয়। নির্মাণের কিছুদিন পরই বন্যার প্রবল স্রোতে সেতুটি ভেঙে যায়। সেই থেকে আশেপাশের কয়েক গ্রামের মানুষ চরম দূর্ভোগে পড়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থা চলমান থাকলেও সেতুটি পুনর্নির্মাণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এই সেতুটি দিয়ে প্রতিদিন জৈতক, গুইংগাজুড়ি, কন্যাপাড়া, রামনগর, দক্ষিণ রামনগর,বনপাড়া, ঝাউগড়া, ধুরাইল, পাবিয়াজুড়ি সহ প্রায় ১০ গ্রামের শতশত মানুষ যাতায়াত করে।

সেতুটিতে চলাচলকারী সারোয়ার আলম বলেন, সেতুর পাশে ২টি গোরস্থান, ২টি ঈদগাহ মাঠ ও ১টি মসজিদ রয়েছে। এই ইউনিয়নের মধ্যে এই সেতুটি পারাপারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাঙা সেতুর কারণে আমাদের এই জায়গাটি খুবই অবহেলিত। বাজারে পণ্য আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের এই ভাঙা সেতু দিয়েই আসা যাওয়া করতে হয়। অনেক সময় ভাঙা সেতুটিতে উঠানামা করতে দূর্ঘটনার স্বীকার হতে হয়। বিশেষ করে বন্যা মৌসুমে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

স্থানীয় মোঃ আবুল হাসেম বলেন, সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় আমাদের এখন খুবই কষ্ট করে চলাচল করতে হয়। এলাকার মুরুব্বীদের খুবই সাবধানে যেতে হয়। একটু অসাবধান হলেই ঘটে দূর্ঘটনা। এলাকার কেউ মারা গেলে এই ভাঙা সেতু দিয়েই গোরস্থানে নিয়ে যেতে হয়। বন্যা হলে লাশ নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা সরকারের কাছে দাবী জানাই দ্রুত যেন এখানে একটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হয়।

অন্যদিকে পাশের গ্রামের উত্তর রামনগর আন্দাইরা খালের উপর ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে বেসরকারি সংস্থা ওয়ার্ড ভিশন ২০০৫ সালে প্রায় ৪০ ফুট দৈর্ঘ্য সেতু নির্মাণ করে। সেই সেতুটি ২০২০ সালে বন্যার প্রবল স্রোতে ভেঙে যায়। এতে করে আশে পাশের কয়েক গ্রামের মানুষও চরম দুর্ভোগে পড়েছে। সেতুর পাশেই বনপাড়া আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ, বনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বনপাড়া কওমী মাদরাসা সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেতুটি দিয়ে ডুবারপাড়, তালুকদানা, রামসোনা, দনারভিটা, পাকনিভিটা সহ আশেপাশের ১০ গ্রামের মানুষ চলাচল করে। বিশেষ করে পাশে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকায় ছাত্র/ছাত্রীদের পারাপারে কষ্ট সবচেয়ে বেশী। বর্তমানে শুষ্ক মৌসুম হওয়ায় সেতুর সাইড দিয়ে হাটার পথ থাকলেও বন্যায় নৌকা ছাড়া চলাচল অসম্ভব বলছেন স্থানীয়রা অভিভাবকরা।

এ বিষয়ে স্থানীয় মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্র আবির, আল-আমিন, রানা সহ অনেকে বলেন, মাদরাসা খোলা থাকায় প্রতিদিন আমাদের মাদরাসায় যেতে হয়। ভাঙা সেতুর পাশে ছোট পায়ে হাটার রাস্তা দিয়ে খুবই সাবধানে আমাদের চলাচল করতে হয়। আগে মাদরাসায় আমরা সাইকেল নিয়ে দ্রুত গিয়েছি। কিন্তু সেতুটি ভাঙার পর থেকে পায়ে হেটে যেতে হয়।

স্থানীয় কৃষক আবুল হাসেম বলেন, আগে তো আমরা খুব সহজেই কৃষি পণ্য বাজারে নিয়ে যেতে পেরেছি। এখন তা অসম্ভব আমাদের জন্য। এমনিতেই বন্যা প্রবণ এলাকা হওয়ায় আমাদের ফসলের ক্ষতি হয়। তার উপর সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় এই এলাকার মানুষের 'মরার উপর খাড়ার ঘা' হয়ে দাড়িয়েছে।

স্থানীয় ধুরাইল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ওয়ারিছ উদ্দিন সুমন বলেন, ২টি সেতুই এই এলাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিষয়টি উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও স্থানীয় সাংসদ মহোদয়কে অবহিত করেছি। আমরা দাবী জানাই, বন্যা পরিস্থিতি বিবেচনায় এখানে যেন বড় আকারে সেতু নির্মাণ করা হয়।

প্রেসিডেন্ট বাড়ি সংলগ্ন সেতুর বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. আলাল উদ্দিন বলেন, আমি সেতুর বিষয়ে অবগই নই।

কালের কণ্ঠ

প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ঘর ভেঙে পড়ল বৃদ্ধার উপর, গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি

দুর্যোগ সহনীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার নির্মাণাধীন ঘরের দেয়াল ধসে চাপা পড়ে আহত হয়েছেন জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জের আশি বছরের বৃদ্ধা। তিনি বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

গত শনিবার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার চুকাইবাড়ী ৭নং ওয়ার্ডের মধ্য চুকাইবাড়ী রামপুরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয়রা জানান, ষাটোর্ধ্ব মমতাজ বেগম অসহায় বৃদ্ধ নারী। তার নামে প্রধানমন্ত্রীর উপহার মুজিববর্ষে দুর্যোগ সহনীয় একটি পাকা বাড়ি বরাদ্দ হয়। বাড়িতে নির্মাণ কাজ চলছিল। দুপুরে নির্মাণাধীন ঘরের দেয়াল ধসে পড়ে। এ সময় মমতাজ বেগম ও তার নাতি রাসেল (২৬) দেয়াল চাপা পড়ে। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করেন। পরে মমতা বেগমকে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মমতাজ বেগম বলেন, সরকার আমারে একটি ঘর দিছে। সে ঘর আমার ওপর ভেঙে পড়ল।

ঘর নির্মাণ মিস্ত্রী এরশাদ জানান, ৬ বস্তা বালুর সঙ্গে ১ বস্তা সিমেন্ট দিয়ে কাজ করা হয়েছে।

বৃদ্ধার জামাই আমির উদ্দিন বলেন, মাটি বালুর সঙ্গে কম সিমেন্ট দিয়ে কাজ করায় দেয়াল ভেঙে পড়েছে।

দেওয়ানগঞ্জ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. নাফিজ জানান, ভর্তিকৃত বৃদ্ধার কোমর নাড়াতে পারছেন না। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ পাঠানো হতে পারে।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হাসান এ বিষয়ে জানান, উপজেলায় ১৭২টি দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ কাজ চলছে। ঘরগুলো দৈর্ঘ্য ১৯ ফুট ও প্রস্ত ৯ ফুট। নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রতি ঘর ১ লাখ ৭২ হাজার টাকা।

এদিকে, বরগুনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া দুর্যোগ সহনশীল ঘরের দেয়াল নির্মাণের কয়েক ঘণ্টা পরই ভেঙে পড়েছে।

এ ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার সকালে তালতলী উপজেলার করইবাড়ীয়া ইউনিয়নের বেহেলা গ্রামে। উর্মিলা (৭০) মৃত রাজেস্বরের স্ত্রী। জানা যায়, উর্মিলা ভূমিহীন ও গৃহহীন হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারের একটি পাকা ঘর পেয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে চলছে সেই ঘর নির্মাণের কাজ।

কিন্তু কাজ শেষ হতে না হতেই কারিগরি ত্রুটির কারণে বুধবার সকালে ভেঙে পড়েছে সেই ঘরের একটি দেয়ালের কিছু অংশ। স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, রাজমিস্ত্রিদের অবহেলার কারণে ও তড়িঘড়ি করে দেয়াল নির্মাণ করতে গিয়ে এমনটি হয়েছে। মিস্ত্রিরা মাটির গভীরে না গিয়ে হালকা মাটির উপর দেয়াল করতে গিয়ে মাটি সরে গিয়ে দেয়াল ভেঙে পড়েছে।

স্বামী পরিত্যক্তা উর্মিলা রাণী প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় একটি ঘর উপহার পান। যা গত ২৩ জানুয়ারি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করে। ওই নারীর ঘর নির্মাণের সময় দুই দুইবার দেয়াল ধসে পড়ে। সর্বশেষ গতকাল বুধবার সকালে দেয়াল ভেঙে পড়ে অল্পের জন্য বেঁচে যান তিনি।

গৃহ নির্মাণে নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করে ও সিমেন্ট কম দিয়ে মিস্ত্রিরা কোনোরকমে ঘর তৈরি করে দিচ্ছেন। এ জন্যই বার বার দেয়াল ভেঙে পড়ছে। নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে গৃহ তৈরি করায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। তারা সরকারের কাছে টেকসই মজবুত ঘর নির্মাণের জন্য দাবি জানান।

স্বামী পরিত্যক্তা উর্মিলা রাণী বলেন, জীবন দশায় এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী আমাকে একটি ঘর উপহার দিয়েছে। তাও আবার নির্মাণের পূর্বেই দুইবার ঘরের দেয়াল ভেঙে পড়ছে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এ ঘর নির্মাণ শেষে যদি ভেঙে আমার গায়ের ওপর পড়ে ও ঘরের মধ্যে যদি আমার জীবন চলে যায় তাহলে সেই ঘরের আমার কোনো দরকার নাই। রড, ইট, বালিসহ নির্মাণসামগ্রী গাড়িতে করে আনা-নেওয়ার জন্য ঠিকাদারকে আমার ৯ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। যা আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানিয়েছি।

তালতলী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রুনু বেগম মুঠোফোনে বলেন, এ উপজেলার প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় নির্মিত গৃহগুলোর কোনো তদারকি আমি করিনি। ইউএনও স্যার জনৈক ঠিকাদারের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ করিয়েছেন এবং আমতলী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সেই কাজের তদারকি করেন। আমতলী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. মফিজুল ইসলাম তালতলী উপজেলায় গৃহ নির্মাণ ও তদারকির কথা অস্বীকার করেন।

মোদি সরকার দাবি না মানায় কৃষকদের আত্মহত্যা

দিল্লির টিকরি সীমান্তে আত্মহত্যা করেছে ৫২ বছর বয়সী এক কৃষক। দিল্লির বহু সীমান্তে প্রায় ৭০ দিন ধরে চলছে কৃষকদের আন্দোলন । এর আগেও আন্দোলনরত কৃষকদের আত্মহত্যায় ঘটনা ঘটেছে।

টিকরি সীমান্তে কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। হরিয়ানা ও পান্জাব এর কয়েক হাজার কৃষক গত ৭০ দিন ধরে দিল্লির বিভিন্ন সীমান্তে আন্দোলন জারি রেখেছে। তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

গত মাসে এই টিকরি সীমান্তেই আরও এক কৃষক আত্মঘাতী হয়েছিল। ডিসেম্বরে টিকরি সীমান্ত থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে একজন আইনজীবী আত্মঘাতী হয়েছিল। তার আগে Sant Ram Singh নামের এক শিখ ধর্মপ্রচারক কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে আত্মহত্যা করেছিল। সেই ধর্মপ্রচারক সুইসাড নোটে লিখে গিয়েছিল, কৃষকদের কষ্ট ও যন্ত্রণা তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। দিনকয়েক আগে দিল্লির সীমান্তে থেকে বাড়ি ফেরার পর ২২ বছর এক কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনাও প্রকাশ্যে এসেছিল।

সিংঘু সীমান্তে ৬৫ বছর বয়সী এক কৃষক বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।

কৃষকরা তাঁদের দাবিতে অনড়। তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার ছাড়া সরকারের অন্য কোনও প্রস্তাবে সায় দিতে নারাজ কৃষকরা। গত মাসে ১১ দফার আলোচনায় সরকার কৃষকদের প্রস্তাব দিয়েছিল, অন্তত এক-দেড় বছরের জন্য তিনটি কৃষি আইনের সুফল যাচাই করে দেখা হোক। কিন্তু কৃষকরা সেই প্রস্তাবে রাজি হননি।

মায়ানমারে শীর্ষ আধিকারিকের কনভয়ে হামলায় ৯ নাগরিকসহ নিহত অন্তত ১২

মায়ানমারের শীর্ষ আধিকারিকের কনভয়ে হামলায় মৃত্যু হয়েছে নয়জন সাধারণ নাগরিকসহ তিন পুলিশের। শুক্রবার দুপুরে এই হামলা হয় বলে জিনহুয়া সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর। হামলার দায় স্বীকার করে নিয়েছে মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (MNDAA)।

জানা গেছে, মায়ানমার প্রশাসনের প্রাক্তন এক আমলার কনভয় ওই রাস্তা দিয়ে যাবে তা আগে থেকেই জানা ছিল এমএনডিএএ-র সদস্যদের। ফলে আগে থেকেই ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মির ২০ জন সদস্য সেখানো আগেয়াস্ত্রসহ ওত পেতে ছিল। কোকাং-র প্রশাসনিক আধিকারিক ইউ খিন মং লুইং-র কনভয়টি লাশিও থেকে লক্কাইয়ের দিকে যাওয়ার পথেই অতর্কিত ভাবে হামলা চালায় ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নয়জন সাধারণ নাগরিকসহ তিনজন পুলিশের।

গত সোমবার মায়ানমারের শাসকদল 'ন্যাশনাল লিগ অফ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'র মুখপাত্র মায়ও নায়ান্ট জানান আচমকা কউন্সিলর সু চি, প্রেসিডেন্ট উইন মিন্ট ও অন্য নেতাদের আটক করে সেনাবাহিনী। তারপর থেকে বিভিন্ন সময় আরো অশান্ত হয়েছে মায়ানমার। এহেন পরিস্থিতিতে ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি র হামলা ব্যাপক চিন্তায় ফেলেছে প্রশাসনকে।

ভারতে পালঘরের জঙ্গলে ইন্ডিয়ান নেভি কে হত্যা

ভারতের মুম্বইয়ের পালঘরে নৌবাহিনীর এক সেনাকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। শরীরের বেশিরভাগ অংশ পড়ে যাওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত সৈনিকের নাম সুরজ কুমার। INS কোয়েম্বাটুরে তাঁর পোস্টিং ছিল। পালঘরের একটি জঙ্গল থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি সুরজকে দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

মুম্বইয়ের আইএনএস অশ্বিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল সুরজকে। কিন্তু লাভ হয়নি। সুরজকে বাঁচানো যায়নি।

মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে সুরজ জানিয়েছিল, কে বা কারা বিমানবন্দরের সামনে থেকে তাঁকে অপহরণ করেছিল। তার পর অপহরণকারীরা তাঁর পরিবারের কাছে ১০ লাখ টাকা দাবি করেছিল।

সুরজের বাড়ির তরফে টাকা দিতে অস্বীকার করা হয়। তার পরই সুরজকে পালঘরের একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে অপহরণকারীরা। সুরজ নৌবাহিনীতে লিডিং সি মেন হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। সুরজ মূলত রাঁচির বাসিন্দা। ৩০ জানুয়ারি ছুটি শেষ হওয়ার পর সুরজ রাঁচি থেকে বিমানে চেন্নাই আসে। তার পর বিমানবন্দর থেকে বেরোতেই তিনজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাঁকে অপহরণ করে।

ফটো রিপোর্ট | রুশ ঘাঁটিতে মুজাহিদদের ক্ষেপণাস্ত্র ও আর্টিলারি হামলার দৃশ্য

সিরিয়ার কাফরনাবল শহরে ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর ঘাঁটিতে গত ৭ ফেব্রুয়ারি, ক্ষেপণাস্ত্র ও আর্টিলারি হামলা চালিয়েছিলেন আনসারুত তাওহীদের জানবায মুজাহিদিন। যার ফলে এক রাশিয়ান উপেদেষ্টা নিহত এবং ২ রাশিয়ান সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও ২২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

উক্ত ক্ষেপণাস্ত্র ও আর্টিলারি হামলার কিছু দৃশ্য....

https://alfirdaws.org/2021/02/08/46868/

খোরাসান | বেসামরিক হতাহতদের পরিবারকে আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা তালেবানের

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার, চলমান আফগান সংঘর্ষে নিহত ও আহত হওয়া সকল বেসামরিক পরিবারকে আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার এক অভূতপূর্ব ঘোষণা দিয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান কর্তৃক গত ৫ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক গবর্নর ও উমারাদের উদ্দ্যেশ্যে জারি করা এক বিবৃতি বলা হয়েছে: তাঁরা যেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে নির্দেশনা অনুযায়ী, চলমান আফগান জিহাদে শহীদ ও আহতদের গণনা সম্পূর্ণ করার পর একটি সঠিক তালিকা তৈরি করেন এবং তা যেন অতিদ্রুত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে জমা দেন।

তালেবান জানিয়েছে, শহিদ ও আহতদের এই সংখ্যা নিশ্চিত হওয়ার পরে ইমারতে ইসলামিয়ার 'বেসামরিক হতাহত ও অভিযোগ প্রতিরোধ কমিশন' প্রত্যেক শহীদকে ৫০,০০০ এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য ২৫,০০০ হাজার করে আফগান অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। আর ক্ষতিগ্রস্থ ও অভাবিদের সহায়তা করার ধারা পূর্বের মতই চলমান থাকবে। ইনশাআল্লাহ্

বিবৃতিতে আরো যোগ করা হয়েছে যে, তালেবানের 'বেসামরিক নাগরিক হতাহত প্রতিরোধ কমিশন' সংঘর্ষে আহত বেসামরিক লোকদেরকে তাদের (তালেবান) স্বাস্থ্য কমিশনের কাছে স্থানান্তর করবে, যাতে আহতদের যথাযথ চিকিৎসা করা যায়।

এটি লক্ষণীয় যে আফগানিস্তানের যুদ্ধবিধ্বস্ত সকল বেসামরিক লোকদের সহায়তার এই ধরণের ঘোষণা এটিই প্রথম। কাবুল সরকারের কোনও সংস্থা এখনও পর্যন্ত এ ধরনের উদ্যোগ নেয়নি।

উল্লেখ্য যে, তালেবানরা এই ঘোষণার আগ থেকেই এতিম এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির সুস্বাস্থ্যের জন্য একটি মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করে আসছে। এছাড়াও আহতদের সব ধরণের চিকিৎসা সরবরাহ করছে।

https://ibb.co/KmjQ073

শাম | মুজাহিদদের হামলায় রুশ কর্নেলসহ ১১ সৈন্য নিহত, আহত ১৪ এরও অধিক

সিরিয়ার ইদলিব সিটিতে দখলদার রাশিয়ান সেনাদের ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে কমপক্ষে ৩ রাশিয়ানসহ ২২ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৭ ফেব্রুয়ারি রবিবার সকালে, সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় ইদলিব সিটির কাফরনাবল শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে ৩টি ভারি ক্ষেপণাস্ত্র ও আর্টিলারি দ্বারা হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের জানবায মুজাহিদিন।

আল-কায়েদা মানহাযের এই দলটি তাদের অফিসিয়াল বিবৃতিতে দাবি করেছেন যে, মুজাহিদদের এই সফল হামলায় ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর ১ উপদেষ্টা মারা গিয়েছে এবং তাঁর ২ সহযোগী আহত হয়েছে। এছাড়াও এই অভিযানে কুখ্যাত নুসাইরী সরকারি বাহিনীর ১০ সৈন্য নিহত এবং ১২ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2021/02/08/46860/

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় সিকিউরিটি চিফসহ ২০ এরও অধিক সৈন্য নিহত

মধ্য সোমালিয়ার তুষমারিব শহরে দেশটির মুরতাদ সেনাদের বহনকারী একটি গাড়িতে বোমা হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে ১৪ সেনা নিহত এবং আরো ৩ সেনা আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে দু'টি যান।

রিপোর্ট অনুযায়ী, পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের রাজধানী তুষমারিবে দেশটির মুরতাদ প্রশাসনের কথিত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বহনকারী একটি গাড়ি লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

সামরিক সূত্রমতে, শক্তিশালী এই বোমা বিস্ফোরণে তুষমারিব জেলা সিকিউরিটি প্রধান কর্নেল রাশিদ আবদিন কূজে ইয়ার এবং তার কর্মচারীদের বহনকারী একটি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে। বিস্ফোরণে তুষমারিব জেলা সিকিউরিটি চিফসহ ১১ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

এদিকে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এই হামলার দায় স্বীকার করে বলেছেন যে, এতে জেলা সেনা প্রধান কূজে ইয়ারসহ ১৪ সেনা সদস্য নিহত এবং আরো ৩ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

এমনিভাবে এইদিন আফজাউয়ী শহরে দেশটির স্পেশাল ফোর্সের একটি সামরিক যান টার্গেট করেও বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে সামরিক যানটি ধ্বংস এবং কমপক্ষে ৩ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

https://ibb.co/LnL3gvD

https://ibb.co/3Nptq6f

https://ibb.co/WGxDvwj

০৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

মালি | মুজাহিদিন কর্তৃক সামরিক ঘাঁটি বিজয়, নিহত ১০, আহত অনেক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন, এসময় ঘাঁটি বিজয়সহ মুজাহিদদের হাতে কমপক্ষে ১০ সৈন্য নিহত এবং কয়েক ডজন সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার, আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালির বোনি শহরে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা 'জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন' এর জানবায মুজাহিদিন। মুজাহিদগণ ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালিয়ে মুরতাদ বাহিনী থেকে সামরিক ঘাঁটিটি নিয়ন্ত্রণে নেন।

এই অভিযানে মুজাহিদদের হাতে কমপক্ষে ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং কয়েক ডজন সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ কয়েকটি সামরিকযান সহ বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

এদিকে ক্রুসেডার ফ্রান্সকে খুশি করতে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মুজাহিদদের এই বরকতময়ী হামলার নিন্দা জানিয়েছে সেকুলার তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "মালির মোপতি অঞ্চলের বোনিতে একটি সামরিক ঘাঁটিতে কথাত "সন্ত্রাসী" (মুজাহিদদের) হামলায় অনেক সেনা প্রাণ হারিয়েছে এবং আরও বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়েছে। এই সংবাদ জানতে পেরে আমরা দুঃখিত। আমরা এই আক্রমণটির তীব্র নিন্দা জানাই"।

উল্লেখ্য যে, সিরিয়া, আফগানিস্তান ও সোমালিয়ার পর বর্তমানে মালিতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের হয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে অংসগ্রহণ করেছে সেকুলার তুর্কি প্রশাসন।

https://ibb.co/zNZ3Kp6

ইয়ামান | হুথীদের অবস্থানে আল-কায়েদার মর্টার শেল হামলা

মধ্য প্রাচ্যের দেশ ইয়ামানে ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুথী শিয়া বিদ্রোহীদের অবস্থানে মর্টার শেল দিয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৪ ফেব্রুয়ারি, ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের আস-সুমা'আহ এলাকায় মর্টার শেল দিয়ে এসব হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা 'জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র (AQAP) জানবায মুজাহিদিন। এতে বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য হতাহত হওয়ার দাবিও করেছে 'একিউএপি'র মুজাহিদিন।

https://ibb.co/BnyJqys

https://ibb.co/hDxgQ0F

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৫ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, ২টি সাঁজোয়াযান গনিমত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার কাসমায়ো শহরে শাবাব কর্তৃক পরিচালিত হামলায় দেশটির ৫ সৈন্য নিহত এবং আরো ১০ সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ২টি সাঁজোয়া যান।

শাহাদাহ্ নিউজ কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত ৬ ফেব্রুয়ারি শনিবার, সোমালিয়ার কাসমায়ো শহরের বার্সানজুন এলাকায় অবস্থিত দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। মুজাহিদিন কর্তৃক পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ সেনাবাহিনীর কমপক্ষে ৫ সৈন্য নিহত এবং আরো ১০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

উল্লেখ্য যে, এদিন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু, যুবা, হাইরান, শাবেলী সুফলা ও জিযু রাজ্যে আরো ৮টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। এরমধ্যে জিযু রাজ্যে মুজাহিদগণ বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়ে বেশ কিছু সৈন্যকে হতাহত করা ছাড়াও ২টি সাঁজোয়া যানসহ বশ কিছু অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

ধারণা করা হচ্ছে, মুজাহিদদের পরিচালিত এসব অভিযানে কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

https://ibb.co/9Wbgkgf

পটুয়াখালীতে স্বতন্ত্রপ্রার্থীর কর্মীকে হত্যার চেষ্টা ছাত্রলীগ সভাপতির

পটুয়াখালীর কলাপাড়া পৌরসভা নির্বাচনে জগ প্রতীকের স্বতন্ত্রমেয়র প্রার্থী দিদার উদ্দিন আহমেদ মাসুমের সমর্থক রাকিবুল ইসলাম দীপ্তকে (২২) হত্যা চেষ্টা করেছে শহর ছাত্রলীগ সভাপতিসহ দু'জন।

এর আগে ২৭ জানুয়ারি বুধবার বিকেলে দীপ্তর মা মোসা: সেলিনা বেগম শহর ছাত্রলীগের সভাপতি আসাদুজ্জামান শুভ ও তার সহযোগী আলিফ মাহমুদ রুদ্রসহ অজ্ঞাতনামা আট থেকে ১০ জনকে আসামি করে কলাপাড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

উল্লেখ্য, ২৬ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টার দিকে শহরের মনোহরপট্টি তিন রাস্তার মোড়ে আসাদুজ্জামান শুভ ও তার সহযোগী আলিফ মাহমুদ রুদ্রসহ অজ্ঞাতনামা আট থেকে ১০ জন ধারালো অস্ত্র দিয়ে দীপ্তকে হত্যার চেষ্টা করেন। পরে আসামিদের অস্ত্রের আঘাত প্রতিহত করার চেষ্টা করলে দীপ্তর বাম হাতে কনুইর উপরিভাগে ও নিচের অংশে গুরুতর আঘাত লাগে। এ ছাড়াও দীপ্তর মাথার পেছনের অংশে ও বাহুর নিচেও গুরুতর আঘাত লাগে। ঘটনার পর পরই আশঙ্কাজনক অবস্থায় দীপ্তকে চিকি৻সার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখানে কর্তব্যরত চিকি৻সক তাকে বরিশালের শেবাচিম হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। বর্তমানে তিনি পঙ্গু হাসপাতালে চিকি৻সাধীন রয়েছেন। নয়া দিগন্ত

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোটি কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার গোহাইল ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ মোতাহার হোসেন মুকুলের বিরুদ্ধে কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে সাবেক অধ্যক্ষের স্বাক্ষর জালিয়াতি করে অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠানে আটজন শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন ওই প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির (অ্যাডহক) সভাপতি আলী ইমাম ইনোকী ও নিয়োগবঞ্চিতরা। এ ঘটনায় গত ১৪ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির (অ্যাডহক) সভাপতি আলী ইমাম ইনোকী মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা রাজশাহী অঞ্চলের মহাপরিচালক বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এর মধ্য অভিযোগের তদন্তকার্যক্রম শুরু করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি।

শনিবার দুপুরে সরেজমিন তদন্ত করতে আসেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালক ড. কামাল হোসেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা রাজশাহী অঞ্চলের সহকারী পরিচালক ড. আবু রেজা আজাদ। তদন্তকালে অভিযোগের বাদী ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি মো. আলী ইমাম, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মো. মোতাহার হোসেন মুকুল, কলেজ শাখায় কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারিবৃন্দ, নিয়োগ বাণিজ্য ও স্বাক্ষর জালিয়াতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে তদন্তকালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা থাকায় শনিবার সকাল থেকেই কলেজ চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, অধ্যক্ষ মোতাহার হোসেন মুকুলসহ ওই প্রতিষ্ঠানে আটজন শিক্ষক অবৈধভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। এমনকি অধ্যক্ষের স্ত্রীকেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অবৈধভাবে। নিয়োগবঞ্চিত কয়েক ব্যক্তি অভিযোগ করেন, নিয়োগ দেওয়ার কথা বলে অধ্যক্ষ মোটা অংকের টাকা নিয়েছেন। কিন্তু নিয়োগ তো দূরের কথা টাকাগুলোও ফেরত দেয়নি।

মজনু সরকার নামে এক ব্যক্তি জানান, সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের জন্য তিনি অধ্যক্ষকে ৮ লাখ টাকা দেন। পরবর্তীতে আরো ৫ লাখ টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি এবং টাকাও ফেরত দেননি। এমনকি টাকা ফেরত চাইলে বিভিন্ন ধরনের হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা করা হয়।

আব্দুল মতিন নামে এক ব্যক্তি জানান, কম্পিউটার ল্যাব পদের জন্য হামিম নামে এক ব্যক্তি তার হাত দিয়ে অগ্রিম ৬ লাখ টাকা অধ্যক্ষকে দেওয়া হয়েছিল। চুক্তি হয়েছিল ১২ লাখ টাকা। কিন্তু অপর প্রার্থীর কাছ থেকে ১৮ লাখ টাকা নিয়ে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। টাকাও ফেরত দেওয়া হয়নি। এভাবে প্রায় কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য করেন অধ্যক্ষ মোতাহার হোসেন।

উদয় কুমার রায় নামে এক শিক্ষক জানান, প্রভাষক (গণিত) পদের জন্য কলেজের উন্নয়নের স্বার্থে অধ্যক্ষ টাকা দেওয়ার পরও তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। টাকা ফেরত চাইলে তাকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির (অ্যাডহক) সভাপতি আলী ইমাম ইনোকী জানান, ২০২০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর স্কুল ও কলেজ শাখায় কর্মরত অনেক শিক্ষক, কর্মচারী নিয়োগ, যোগদান, সাবেক অধ্যক্ষের স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে নিয়োগপত্র প্রদান, বিভিন্ন শিক্ষকের পদত্যাগ ও বহিষ্কারে অস্বচ্ছতা পরিলক্ষিত হয়। বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে অধ্যক্ষের বিভিন্ন সময়ে অনিয়ম, দুর্নীতির সাগরচুরির ঘটনা বেরিয়ে আসে। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অধ্যক্ষের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়ে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

কালের কণ্ঠ

ইসরায়েলি আগ্রাসন, এক মাসে ৪৫৬ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার

দখলকৃত পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসবাদী ইহুদি বাহিনী গত জানুয়ারিতে ৪৫৬ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃদের মধ্যে ৮ জন মহিলাসহ ৯৩ জন্য নাবালক শিশু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম ওয়াফা নিউজের তথ্যসূত্র মতে, শুধুমাত্র গত জানুয়ারি, একমাসেই এ আগ্রাসন চালায় সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল।

গ্রেফতারকৃদের বেশিরভাগই অধিকৃত পশ্চিম তীরের বিভিন্ন শহরের বাসিন্দা।

উল্লেখ্য যে, গেল বছর অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাতে কুটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পর থেকে আরও বেশি আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েল।

পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের অসংখ্য বাড়িঘর গুড়িয়ে দিয়ে নতুন নতুন ইহুদি বসতি গড়ে তুলছে ইসরায়েল। ইসরায়েল আন্তর্জাতিক কোন রকম আইনের তোয়াক্কা না করেই এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

প্যালেস্টাইন প্রিজনার সোসাইটি জানিয়েছেন, এ পর্যন্ত ৪৫০০ ফিলিস্তিনি বন্দি রয়েছে দখলদার কারাগারে। এদের মধ্যে ৩৭ মহিলা, ১৪০ জন নাবালক শিশু বন্দী রয়েছে।

ধানমন্ডি লেকে ভেঙে দেওয়া হল মসজিদ, মুসল্লিদের প্রতিবাদ

রাজধানীর ধানমন্ডি লেকে মসজিদ উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানিয়েছে ধানমন্ডি ওয়েল ফেয়ার সমিতি। শুক্রবার (৫ ফেব্রুয়ারি) সমিতির কার্যালয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশে এ প্রতিবাদ জানানো হয়। সমাবেশে ধানমন্ডিসহ বিভিন্ন মসজিদ কমিটি ও মুত্তয়াল্লীরা উপস্থিত ছিল।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত ২ ফেব্রুয়ারি সকালে বুলডোজার দিয়ে ধানমন্ডি লেকের ভেতরে থাকা আর রহমান জামে মসজিদটি ভেঙে দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। অথচ এই মসজিদে প্রতিদিন লেকে ঘুরতে আসা শতশত দর্শনার্থী নামাজ আদায় করতেন।

ডিএসসিসি মুসল্লিদের এই প্রয়োজনের কথা বিবেচনা না করে মসজিদটি ভেঙে দিয়েছে। এতে মুসল্লিরা ও ধানমন্ডিবাসী ব্যথিত হয়েছে। সিটি করপোরেশন একের পর এক মসজিদ উচ্ছেদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

মসজিদটির জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্তের কাছে আবেদন করা হয়েছে। আবেদনটি প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় লেকের নকশায় না থাকার অজুহাতে মসজিদটি ভেঙে দেয়া হয়েছে। অথচ লেকের মধ্যে এমন অনেক অবৈধ স্থাপনা রয়েছে যেখানে মদ, জুয়াসহ নানা অশালীন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু সেসব স্থাপনা উচ্ছেদ করা হচ্ছে না। শুধু মসজিদটি কেনো ভেঙে দেয়া হয়েছে সেটি আমাদের বোধগম্য নয়।

অবৈধ বসতি নির্মাণের জন্য ফিলিস্তিনের একটি গ্রাম ধ্বংস করল সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল

অবৈধ ইহুদি বসতি নির্মাণের জন্য অধিকৃত পশ্চিমতীরে ফিলিস্তিনের একটি বেদুইন গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েল।

ফিলিস্তিনের ওই গ্রামটিতে গত ৩ মাসের মধ্যে দুই দফা অভিযান চালায় বর্বর ইসরায়েলি বাহিনী। সেখানকার বাসিন্দারা প্রচণ্ড শীতে নারী-শিশুসহ খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাচ্ছেন। খবর আনাদোলুর।

সেখানে বিধ্বস্ত নিজ বাড়ির সামনে গত বুধবার থেকে ৭টি অস্থায়ী তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছেন ৬৬ জন ফিলিস্তিনি।

অবৈধ ইহুদি বসতি নির্মাণের জন্য বছরের পর বছর ধরে এভাবেই ফিলিস্তিদের বাড়িঘর দখল করে আসছে দখলদার ইসরায়েল।

০৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

পাকিস্তান | টিটিপির পৃথক হামলায় ৯ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মীরআলীতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দুটি সফল হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৫ জানুয়ারি শুক্রবার আসরের সময়, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন মীরআলী জেলার আজী-খাইল এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের একটি পদাতিক বাহিনীকে টার্গেট করে রিমোট-নিয়ন্ত্রিত বোমা দিয়ে হামলা চালান। বোমা বিস্ফোরণে নাপাক বাহিনীর ৬ সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

টিটিপির মুজাহিদিন দ্বিতীয় অভিযানটি চালান মীরআলী জেলার পাতিসি আদাহ এলাকার নিকটে। গত বৃহস্পতিবার নাপাক বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এই অভিযানটি কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, মুজাহিদদের এই অভিযানে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী জানান, এই অভিযানে অংসগ্রহণকারী আমাদের সকল সাথীই আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে নিরাপদে ফিরে এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

https://ibb.co/LQ6wvGR

শাম | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ২ নুসাইরী মুরতাদ সৈন্য নিহত

সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরীদের বিরুদ্ধে ২টি স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। এতে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ৬ জানুয়ারি শনিবার, কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে পৃথক দু'টি স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিন। সিরিয়ায় আল-মালাজাহ গ্রামে মুজাহিদদের পরিচালিত পৃথক এই স্নাইপার হামলায় ৩ নুসাইরী সৈন্য নিহত হয়েছে।

এদিন আনসারুত-তাওহীদের আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের মুজাহিদিনও আল-মালাজাহ গ্রামে আনসার-2 নামক কামান দ্বারা নুসাইরীদের অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৮ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, ২ সৈন্য বন্দী

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ৪টি অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ১৮ সৈন্য হতাহত হয়েছে। বন্দী হয়েছে আরো ২ সৈন্য।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৫ জানুয়ারি শুক্রবার, মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের তুষমারিব শহরে দেশটির মুরতাদ সেনাদের টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ৫ সোমালীয় সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে শাবেলী সুফলা রাজ্যের তাবিলাহা এলাকায় সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে একটি তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। সাধারণ যাত্রীরা চেকপোস্টের নানা অপকর্ম নিয়ে মুজাহিদদের কাছে অভিযোগ করলে, তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই হামলা চালানো হয়। এতে মুরতাদ বাহিনীর ২টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং ৫ সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ৩টি মোটরবাইক ও একটি ক্লাশিনকোভ।

একই রাজ্যের দানু এলাকায় ক্রুসেডার উগান্ডান সৈন্যদের একটি ঘাঁটিতে হামলা চালান শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ৩ ক্রুসেডার সৈন্য গুরুতর আহত হয়। এমনিভাবে দালবিয়ান এলাকায় মুজাহিদদের অপর একটি হামলায় ১ সোমালীয় সৈন্য আহত হয় এবং মুজাহিদগণ একটি অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার ওরমাহান শহর বিজয়ের পর শহরটিতে পালাতক সেনাদের খোঁজে অভিযান চালান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হাতে ২ সৈন্য বন্দী হয়।

https://ibb.co/pbh4FYX

ভারতে ৪ বছরে ৪০০ বার ইন্টারনেট লকডাউন, আর্থিক ক্ষতি পেরিয়েছে কোটি টাকা

একাধিক ইন্টারনেট লকডাউন দিয়ে শুরু হয়েছে ২০২১।হরিয়ানার ঝাজির, সোনিপত ও পালওয়াল জেলায় সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেট শাটডাউন হয়েছে।

ভারতে অবশ্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ নতুন ঘটনা নয়। গত চার বছরে প্রায় ৪০০ বার ইন্টারনেট শাটডাউন দেখেছে দেশ। এমনকী বিশ্বের যত গুলি দেশে যতবার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ হয়েছে তার মধ্যে ভারতে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ইন্টারনেট শাটডাউন হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা যখন রদ করা হয় তখন

যে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছিল সেটিই ছিল বিশ্বের মধ্যে দীর্ঘকালীন ইন্টারনেট শাটডাউন। ২০১৯ সালের ৪ আগস্ট থেকে ২০২০ সালের ৪ মার্চ পর্যন্ত এই পরিষেবা বন্ধ ছিল রাজ্যে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় ভারতে ইন্টারনেট পরিষেবা অনেক ঘনঘন বন্ধ হয়। সম্প্রতি এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ফোর্বস। ভারতের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর এই ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে। এছাড়া রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রেও ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছে একাধিকবার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই শাটডাউন চলেছে একাধিক দিন। ভারতের ২০১৭ সালে ২১ বার, ২০১৮ সালে ৫ বার, ২০১৯ সালে ৬ বার ৩ দিনের বেশি ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ হয়েছে। এছাড়া ২০১৭ সালে মোট ৭৯ বার, ২০১৮ সালে ১৩৪ বার, ২০১৯ সালে ১০৬ বার, ২০২০ সালে ৩৪ বার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ ছিল দেশে। এর জন্য ক্ষতি হয়েছে ঘণ্টায় ২ কোটি টাকা।

বিদ্যালয়ে ধর্মীয় পোশাক পরাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইন্দোনেশিয়া

স্কুলে বাধ্যগত ধর্মীয় পোশাক পরাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইন্দোনেশিয়া।

এর আগে দেশটিতে স্কুলে ধর্মীয় পোশাক পরা বাধ্যতামূলক ছিল।

এক খ্রিস্টান ছাত্রীকে ক্লাসে হিজাব পরতে জোর করার অভিযোগ উঠার পর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার সরকার।

১৬ বছরের ওই শিক্ষার্থী যে স্কুলের শিক্ষার্থী ছিল, সেখানে সবার মুসলিম হিজাব পরা বাধ্যতামূলক ছিল। সরকার সব স্কুলকে এ ধরনের বাধ্যবাধকতা তুলে নিতে ৩০ দিনের সময় বেঁধে দিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ। গত বুধবার সরকারি ফরমান হিসেবে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যেসব স্কুল এই নির্দেশ মানবে না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে।

ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নাদিয়েম মাকারিম বলেছে, ধর্মীয় পোশাক পরবে কিনা তা 'একজনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা',এখন থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না।

উৎস, বিবিসি

পশ্চিমতীরে ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে হত্যা করল দখলদার ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে আবারও এক নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে হত্যা করেছে ইহুদি সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

শুক্রবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ।

খালেদ নোফাল নামের ওই কিশোরকে শুক্রবার সকালে গুলি করে হত্যা করা হয়। নিহত ফিলিস্তিনির মরদেহ এখনো ইসরায়েলি বাহিনীর কাছে রয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে আনাদোলুর খবরে বলা হয়েছে, পশ্চিম তীরে অবৈধ ইহুদি বসতির কাছাকাছি তার মৃতদেহ পড়ে থাকে। ইসরাইলি সেনাদের ওই জায়গায় অবস্থান নিতে দেখা যায়।

পশ্চিম তীরে ৫ লাখ ইহুদি অবৈধভাবে বসবাস করে। দিনের পর দিন ফিলিস্তিনিদের ভূমিতে দখলদারিত্ব চালিয়ে আসছে ইহুদিবাদী ইসরায়েলি বাহিনী। এর প্রতিবাদ করতে গেলেই দমন-পীড়নের স্বীকার হতে হয় ফিলিস্তিনিদের। এমনকি তাদের ওপর গুলি চালাতেও দ্বিধা করে না জালিম ইহুদিবাদী ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

০৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক ওয়ার্মহান শহর বিজয়

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের বিশাল সামরিক বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনে শহর ছেড়ে পালিয়েছে মুরতাদ বাহিনী।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৪ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের ওয়ার্মহান শহর অভিমুখে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বড়ধরণের অভিযানের লক্ষ্যে সামরিক বাহিনী নিয়ে বের হন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। মুজাহিদগণ শহরে পৌঁছার আগেই মুজাহিদদের বিশাল এই সামরিক বহর ও যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে যায় সোমালীয় মুরতাদ বাহিনী।

মুজাহিদদের বিশাল এই সামরিক বাহিনীর আসার সংবাদ পেয়েই সোমালীয় মুরতাদ বাহিনী, ততক্ষণাৎ ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়, আর মুজাহিদগণ কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই শহরটি নিয়ন্ত্রণে নেন।

পাকিস্তান | নাপাক সেনা চৌকিতে টিটিপির হামলা, হতাহত ৭ এরও অধিক

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সিতে দেশটির নাপাক সেনাদের দুটি চৌকিতে পৃথক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে ৪ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, প্রথম আক্রমণটি ওয়ারার মুম্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত একটি চৌকিতে করা হয়েছে, এতে কমপক্ষে তিন সেনা নিহত ও দুই নাপাক সেনা আহত হয়। এই হামলার পরে পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনী জনসাধারণের বাড়িঘরে ভারী কামান দ্বারা হামলা চালায়। গত ৩ জানুয়ারি এই হামলার ঘটনা ঘটে।

একই দিনে অপর হামলাটি নওগাই সীমান্ত এলাকায় একটি সামরিক পোস্টে চালানো হয়, এতে এক পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয় এবং অপর এক সৈন্য আহত হয়।

পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

চলতি মাসের প্রথম ৩ দিনে টিটিপি এখন পর্যন্ত মোট তিনটি হামলার দায় স্বীকার করেছে, এর মধ্যে প্রথমটি উত্তর ওয়াজিরিস্তানে বোমা বিস্ফোরণের। যাতে ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

---

১০ বছরে তেলের সর্বোচ্চ দাম,বিপাকে সাধারণ মানুষ

বাজারে দফায় দফায় ভোজ্যতেলের দাম বাড়ছে। তেল আমদানি ও বাজারজাতকারী শীর্ষস্থানীয় একটি কোম্পানি গত সপ্তাহে এক লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেলের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) নির্ধারণ করেছে ১৪০ টাকা, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বলে জানিয়েছে বিপণনকারী।

শুধু বোতলজাত সয়াবিন তেল নয়, খোলা সয়াবিন ও পাম তেলের দামও ব্যাপক চড়া। চারজনের একটি পরিবারে মাসে পাঁচ লিটারের মতো তেল লাগে। ফলে একটি পরিবারে ছয় মাস আগের তুলনায় এখন মাসে তেলবাবদ খরচ ১৬০ থেকে ১৭০ টাকা বেশি। বাজারে এখন চালের দাম চড়া। গত সপ্তাহে পেঁয়াজ, আটা, ময়দা, মসুর ডাল ও অ্যাংকর ডালের দাম কিছুটা বেড়েছে। সব মিলিয়ে বিপাকে সাধারণ মানুষ।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেছেন, ‘দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, করোনায় আয় কমে যাওয়া মানুষ খাওয়ার অন্যান্য খরচ কমিয়ে শুধু কয়েকটি অতি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে বাজার ব্যয় সীমিত করে এনেছে। চাল ও ভোজ্যতেল তাদের খাদ্যতালিকার সবচেয়ে জরুরি পণ্যের মধ্যে থাকে। দাম বেড়ে যাওয়ায় মানুষের কষ্ট আরও বাড়বে।’

এটাই কি সর্বোচ্চ দর

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এর আগে ভোজ্যতেলের সর্বোচ্চ দাম ছিল ২০১২ সালের মাঝামাঝিতে। ওই বছর বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের দাম প্রতি মেট্রিক টন ১ হাজার ৪০০ ডলার পর্যন্ত উঠেছিল। তখন আমদানি কম হওয়ায় বাজারে তেলের ঘাটতিও তৈরি হয়েছিল।

ভোক্তা অধিকার সংগঠন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) পুরোনো নথিপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ছিল ১৩৩ টাকা ৫০ পয়সা। দুটি কোম্পানির দুজন কর্মকর্তা ও একজন পাইকারি ব্যবসায়ী বলেন, তখন (২০১২ সালে) বোতলজাত সয়াবিন তেলের এক লিটারের সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৩৫ টাকা। এখন সর্বোচ্চ দাম ১৪০ টাকায় নির্ধারণ করার মধ্য দিয়ে আগের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল। একটি কোম্পানির একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেন, ভোজ্যতেল খাতে তাঁর ২৫ বছরের চাকরিজীবনে বোতলজাত তেলের এত দাম দেখেননি।

এক বছরে ১৯-২৬% বেড়েছে

করোনাকালে গত মে মাসে শীর্ষস্থানীয় দুই ভোজ্যতেল কোম্পানি মেঘনা ও সিটি গ্রুপ সয়াবিন তেলের দাম লিটারপ্রতি ৫ টাকা কমিয়ে ১০৫ টাকা নির্ধারণ করে। এই দাম মোটামুটি আগস্ট পর্যন্ত একই ছিল। এরপর থেকে বাড়তে থাকে।

বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড তাদের রূপচাঁদা ব্র্যান্ডের সয়াবিন তেলের দাম সর্বশেষ বাড়িয়েছে গত ২৪ জানুয়ারি। ওই দিনের তারিখ দিয়ে ১৪০ টাকা লিটারের তেল বাজারে ছাড়া হয়েছে।

বাজারে ফ্রেশ ও তীর ব্র্যান্ডের এক লিটার সয়াবিন তেলের বোতলের এমআরপি এখন ১৩৫ টাকা এবং পুষ্টি ও বসুন্ধরা ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে তা ১৩০ টাকা। পাঁচ লিটারের বোতলের ক্ষেত্রে রূপচাঁদার তেলের ৬৮৫, ফ্রেশ, তীর ও পুষ্টির ৬৫৫ এবং বসুন্ধরার ৬৫০ টাকা এমআরপি নির্ধারণ করা হয়েছে। বড় বাজারে ব্যবসায়ীরা এমআরপির চেয়ে দাম কিছুটা কমিয়ে বিক্রি করেন। তবে সুপারশপে বোতলের মোড়কে লেখা মূল্য অনুযায়ী তেল বিক্রি করতে দেখা যায়।

সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ বলছে, গত বছরের এ সময়ের তুলনায় সয়াবিন তেলের দাম এখন ১৯ থেকে ২৬ শতাংশ বেশি।

বিশ্ববাজারে দাম বাড়লেও সরকার কর কম নিচ্ছে না। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ভোজ্যতেলের ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) এক স্তরের বদলে তিন স্তরে আরোপ শুরু হয়। সব মিলিয়ে যে করকাঠামো, তাতে এক লিটার তেলে প্রায় ২৫ টাকা করবাবদ পায় সরকার। বর্তমান কাঠামোয় বিশ্ববাজারে দাম যত বাড়ে, ভোজ্যতেলের ওপর ভ্যাটের পরিমাণও বাড়ে।

দেশে বছরে প্রায় ১৫ লাখ টন ভোজ্যতেলের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ তেল আমদানি করতে হয়। কোম্পানিগুলো অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করার পর পরিশোধন করে তা বাজারজাত করে।

পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারের ব্যবসায়ী গোলাম মাওলা প্রথম আলোকে বলেন, দেশে ছয়টি মিল ভোজ্যতেল সরবরাহ করে। এখন তিনটি দিতে পারছে না। তাই সরকারের উচিত আগামী রমজান মাস মাথায় রেখে বাজারে তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া। তিনি বলেন, এখন বড় উদ্যোগ নিতে হবে। দেরি করা যাবে না।

০৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০২১

টিকা দেয়ার পরও ইসরাইলে বাড়ছে করোনা

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে ত্রিশ লাখের বেশি নাগরিককে ভাইরাস প্রতিরোধী টিকা দিয়েছে ইসরাইল। কিন্তু বিপুল টিকা সরবরাহের পরেও দেশটিতে বেড়ে চলছে ভাইরাস আক্রমণ।

জেরুসালেমের কালালিত হেলথকেয়ারের করোনাভাইরাস প্রতিকার ও টিকা সরবরাহ বিষয়ক প্রধান ইয়ান মিসকিন সোমবার বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সিকে এক সাক্ষাতকারে এই কথা জানান।

মিসকিন বলেন, ইসরাইলে করোনাভাইরাস সংক্রমণের পরিস্থিতি এখনো জটিল।

তিনি বলেন, ব্রিটেনে করোনাভাইরাসের রূপান্তরিত ধরন হয়তো ইসরাইলে করোনা সংক্রমণের বেড়ে যাওয়ার পেছনে মূল কারণ হতে পারে।

মিসকিন বলেন, 'ডিসেম্বরের শেষে যখন টিকা সরবরাহ শুরু হয়, তখনকার ভাইরাস সংক্রমণের ৩০ থেকে ৪০ ভাগ নতুন ধরনের ভাইরাস। বর্তমানে, ভাইরাস আক্রান্তের ৮০ ভাগের বেশি ব্রিটিশ রূপান্তরিত ধরনে সংক্রমিত।'

শিশুরাও ব্রিটেনের রূপান্তরিত ধরনের ভাইরাসে সংক্রমিত হচ্ছে জানান মিসকিন।

ইসরাইলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, দেশটিতে ৩০ লাখের বেশি লোককে কোভিড-১৯ টিকার প্রথম ডোজ দেয়া হয়েছে।

এছাড়া, ১৭ লাখ ইসরাইলির দ্বিতীয় ডোজের টিকা গ্রহণের কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

মিসকিন বলেন, ৬০ বছরের বেশি বয়সী প্রায় ৯০ ভাগ ইসরাইলি করোনা প্রতিরোধে টিকা নিয়েছেন।

সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, ‘দ্বিতীয় ধাপে ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সী ইসরাইলিদের টিকা দেয়া হবে। তাদের টিকা দেয়া শেষ করতে আমাদের দুই থেকে তিন সপ্তাহ সময় প্রয়োজন।’

তিনি বলেন, ‘এক মাসের মধ্যেই, ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ইসরাইলের বেশিরভাগ মানুষকেই টিকা দেয়া হবে।’

করোনাভাইরাস সংক্রমণ নজরদারি করা জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ডোমিটারসের তথ্যানুসারে, বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা পর্যন্ত ইসরাইলে করোনাভাইরাস সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন ছয় লাখ ৬৮ হাজার আট শ’ ৭৪ জন। ভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে চার হাজার নয় শ’ ৪৮ জন।

করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ইসরাইল সরকার দেশটিতে কঠোর লকডাউন দেয়। পাশাপাশি বেনগুরিয়ান বিমানবন্দর ও সীমান্তের টার্মিনাল বন্ধ করে দেয়া হয়।

ইয়ান মিসকিন বলেন, ইসরাইল আরো দীর্ঘ সময় করোনা মহামারীর ভেতর দিয়ে যাবে। নয়া দিগন্ত

মিয়ানমারে এবার ফেসবুক বন্ধ

মিয়ানমারে ফেসবুকসহ অন্যান্য মেসেজিং সার্ভিস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার মিয়ানমারের সব মোবাইল অপারেটর ও ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ফেসবুক বন্ধের নির্দেশ দেয় পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। আজ বৃহস্পতিবার তা কার্যকর হয়।

মিয়ানমারের যোগাযোগ ও তথ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটিতে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফেসবুক বন্ধ থাকবে।

বার্তাসংস্থা রয়টার্স জানায়, অনলাইনে অ্যাক্টিভিস্টদের কার্যক্রম বন্ধ করতেই এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অনেকেই মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করে ফেসবুকে সরব হয়েছেন। দেশটির বেশিরভাগ মানুষই ফেসবুক ব্যবহার করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তারাও ফেসবুকে সক্রিয় আছেন।

গতকাল বুধবার রাতেও ইয়াঙ্গুন ও অন্যান্য শহরের বাসিন্দারা সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাঁড়ি ও কলসি বাজিয়ে প্রতিবাদ জানান। অনেকেই রাস্তায় নেমে গাড়ির হর্ন বাজিয়ে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন। এ নিয়ে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো ব্যতিক্রমধর্মী এই প্রতিবাদ হয়। মিয়ানমারের মূলধারার গণমাধ্যমগুলোতে এ প্রতিবাদের খবর না আসলেও বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদের ছবি ও ভিডিও ফেসবুকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর নজরে আসে।

এছাড়াও সেনা অভ্যুত্থানের প্রতিবাদে মিয়ানমারের ৩০টি শহরের ৭০টি হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এটিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

রয়টার্স জানায়, ফেসবুক বন্ধ ঘোষণার পরেও কিছু মানুষ এখনো ফেসবুকে ঢুকতে পারছেন। তবে প্ল্যাটফর্মটির গতি কমে গেছে। তরুণদের মধ্যে অনেকেই ভিপিএন ব্যবহার করে ফেসবুকে ঢুকছেন।

ফেসবুকের মুখপাত্র অ্যান্ডি স্টোন বলেন, মিয়ানমারকে ফেসবুক বন্ধ না করার জন্য অনুরোধ করেছি। এটি বন্ধ হলে দেশটির নাগরিকরা তাদের পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান প্রদানে সমস্যায় পড়বেন।

মিয়ানমারের বেশিরভাগ মানুষই ফেসবুক ব্যবহার করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তারাও ফেসবুকে সক্রিয়। যোগাযোগের প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে দেশটিতে ব্যবহৃত হয়।

উল্লেখ্য, গত সোমবার মিয়ানমারের নবনির্বাচিত পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন বসার কথা ছিল। তার কয়েক ঘণ্টা আগে দেশটিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। মিয়ানমারের ক্ষমতা এখন সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইংয়ের হাতে। বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্রসহ ১১ জন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে বদলানো হয়েছে।মিয়ানমারে নতুন নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। আমাদের সময়

পাকিস্তান থেকে আবারো আফগানিস্তানে রকেট হামলা, বাসিন্দাদের আর্থিক ক্ষতিসাধন

পাকিস্তান থেকে নিক্ষেপ করা অন্তত ৫০টি রকেট আফগানিস্তানের কুনার রাজ্যের শেল্টন জেলায় আঘাত হেনেছে। কুনার রাজ্যের গভর্নর মুহাম্মদ ইকবাল সাইদ এ তথ্য জানিয়েছে।

কুনার রাজ্যের গভর্নরের বরাত দিয়ে টোলো নিউজ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, রকেট হামলার জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়েছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তান এবং আফগান সরকার মাঝেমাঝেই গোলাগুলি চালানোর ব্যাপারে একে অন্যকে দোষারোপ করে। অথচ, সীমান্তের উভয় দিকেই স্থানীয় বাসিন্দাদের বসবাস।

কুফ্ফারদের দেয়া ডুরান্দ লাইন বা আন্তার্জাতিক সীমান্ত রেখা দ্বারা আফগানিস্তান ও পাকিস্তান বিভক্ত। দেশ দু'টির মধ্যে প্রায় দুই হাজার চারশ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। আর সেই সীমানা রেখা বরাবর গ্রাম থেকে শুরু করে মসজিদ, বিদ্যালয় এবং নানা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সেখানে এমনও বাড়ি রয়েছে, যার অর্ধেক রয়েছে পাকিস্তানে এবং বাকি অর্ধেক আফগানিস্তানে। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্ত ২ হাজার ৬০০ কিলোমিটারজুড়ে। দেশ দুটির সীমান্ত বিভক্তকারী এই কুখ্যাত রেখাকে বলা হয় ডুরান্ড লাইন।

১৮৯৩ সালে স্যার মর্টিমার ডুরান্ড দুই দেশের মধ্যে ওই বিভক্তরেখা টেনে দেয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় উন্মুক্ত ওই সীমান্ত দিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে অবাধে চলাফেরা করতে পারতেন সীমান্তে বসবাসরত উপজাতিরা। করতে পারতেন নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য।

পাকিস্তান বলেছে যে তারা ২০১৭ সালে, যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে সীমান্তে বেড়িকেড দেয়া শুরু করেছে। ২০২০ সালের জুলাইয়ে পাকিস্তানের রকেট নিক্ষেপে কমপক্ষে চার বেসামরিক নাগরিক মারা গিয়েছিল এবং নারী ও শিশুসহ নয় জন আহত হয়েছিল। সূত্র : জি ফাইভ।

দেশ এখন মাফিয়াদের হাতে?

রীতিমতো বোমা ফাটালো কাতারভিত্তিক চ্যানেল আন্তর্জাতিক মিডিয়া আল জাজিরা। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাসহ সেনা প্রধান জেনারেল আজিজের কতিপয় মাফিয়া চক্র আন্তর্জাতিক টেন্ডারবাজির মাধ্যমে বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণ করছে অনেকদিন থেকেই।

রিপোর্টটি প্রচারিত করার পর বিশ্ববাসীসহ সারা দেশ জুড়েই ব্যাপক আলোড়ন হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই তাদের ক্ষোভ আর আশংকার কথা ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন ঘরানার সামাজিক আন্দোলনের নেতারাও রিপোর্টটির বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাদের আশংকা আর হতাশার কথা তুলে ধরেছেন।

অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদমাধ্যমগুলো অনেকটাই মুখে কুলুপ এটে বসেছে। মনে হচ্ছে যেন কিছুই হয়নি। বরং আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের মুখস্ত কাউন্টার প্রেস প্রকাশিত করেছে। হলুদ সাংবাদিকতা আর কাকে বলে!

এছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও আল জাজিরার রিপোর্টের বিপক্ষে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছে। প্রেস রিলিজে উক্ত রিপোর্ট অসত্য ও অগ্রহণযোগ্য বলে মতামত প্রকাশ করেছে। কিন্তু আল জাজিরার রিপোর্টের তথ্যের তুলনায় সেনাবাহিনীর বক্তব্য অনেকটাই মলিন হওয়ায় সাধারণ মানুষ যে সেনাবাহিনীর বক্তব্য একেবারেই গ্রহণ করেনি তা সোস্যাল মিডিয়ায় একটু চোখ রাখলেই বুঝা যায়। বিভিন্ন সোস্যাল এক্টিভিস্টরাও এ বিষয়ে তাদের মন্তব্য করেছেন। সেনাবাহিনীর বক্তব্য যে একেবারেই অসাড় তা সোস্যাল এক্টিভিস্টদের কথায় প্রমাণিত হয়েছে। অনেকে আবার আশংকা করেছেন যে প্রতিরক্ষা সেক্টরে ইজরাইল থেকে স্পাইওয়ার কেনার ঘটনা সেনা কর্মকর্তাদের ভিতরে ভয় আর সন্দেহের সৃষ্টি করবে যা সেনাবাহিনীর মতো শক্তিশালী টিমকে অনেকটাই দূর্বল করে দিবে।

টিকাদানের কোনো পরিকল্পনাই নেই তানজানিয়ায়, দেশজ ঔষধ সেবনের পরামর্শ

তানজানিয়ায় করোনাভাইরাসের টিকাদান শুরুর কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জন মাগুফুলি টিকা মানুষের ক্ষতি করতে পারে এ মর্মে কর্মকর্তাদের কিছুদিন আগে সতর্ক করেন। এরপরই দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ ঘোষণা দিলেন। খবর বিবিসির।

এরপর শয়তানি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দেশটিতে টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে তানজানিয়ার প্রতি আহ্বান জানায়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডরোথি গওয়াজিমা গত সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, অন্য দেশ থেকে আসা করোনার টিকা নেওয়ার পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই।

মন্ত্রী করোনাভাইরাস মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও দেশজ ওষুধ ব্যবহার করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

আমাদের নির্মূল করাই তাদের লক্ষ্য: ধর্ষণের শিকার উইঘুর নারী

চীনের জিনজিয়াংয়ে বন্দিশালায় আটক থাকা এক উইঘুর মুসলিম নারী নিয়মতান্ত্রিক ধর্ষণ, যৌন সহিংসতা এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বুধবার (০৩ ফেব্রুয়ারি) ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি নৃশংসতার বিস্তারিত কাহিনী তুলে ধরে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

নির্মমতার শিকার ওই নারীর নাম তুরসুনায়ে জিয়াউদুন। তিনি বলেন, ধর্ষণ এবং নির্যাতনকারী পুরুষরা সব সময় মুখোশ পরে থাকতো।

তিনি বলেন, তাদের পরনে স্যুট পরা থাকতো, তবে তা পুলিশের পোশাক নয়। মাঝে মাঝে মধ্যরাতে তারা বন্দিশালায় আসতো। পছন্দ অনুযায়ী নারীদের নির্বাচন করে অন্ধকার একটি কক্ষে নিয়ে যেত। সেখানে নজরদারি ক্যামেরা থাকতো না।

জিয়াউদুন বলেন, বেশ কয়েক রাতে তারা আমাকেও নিয়ে গেছে সেখানে। আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ স্মৃতি এটি। যা হয়তো কখনোই ভুলতে পারবো না। এমনকি এসব কথা কখনো মুখে আনতে চাই না।

জিনজিয়াংয়ের অভ্যন্তরীণ গোপন বিশাল কারাগারে তুরসুনায়ে জিয়াউদুন ৯ মাস বন্দি ছিলেন। তদন্তকারী সংস্থার তথ্য মতে, ১০ লাখের বেশি নারী পুরুষ ওইসব বন্দিশিবিরে আটক রয়েছে। যদিও চীন বলছে, উইঘুরসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের কারিগরি শিক্ষা দেয়ার জন্য পুনর্শিক্ষা কার্যক্রম চলছে এসব প্রতিষ্ঠানে।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, নারীদের জোরপূর্বক বন্ধ্যা, কমিউনিজমের দীক্ষা, আটক এবং গণনজরদারির মাধ্যমে চীনা সরকার অব্যাহতভাবে উইঘুরদের ধর্মীয় চর্চা এবং স্বাধীনতা হরণ করছে।

বন্দিশালায় আটক ভোক্তভোগীর সাক্ষাতকার খুব কমই পাওয়া যায়। তবে সাবেক বন্দি এবং সেখানে পাহারার দায়িত্বে থাকা কয়েকজন বিবিসিকে জানান, তারা পূর্বপরিকল্পিত গণধর্ষণ, যৌন সহিংসতা এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং অন্যদের সঙ্গে হতে তারা দেখেছেন।

বন্দিশালা থেকে ছাড়া পেয়ে তুরসুনায়ে জিয়াউদুন যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যান। তিনি বলেন, প্রতিরাতে নারীদের তাদের কারাকক্ষ থেকে নিয়ে যায়। অন্ধকার কক্ষে নিয়ে মুখোশ পরা এক বা একাধিক চীনা পুরুষ তাদের ধর্ষণ করে। তিনি বলেন, বিভিন্ন সময়ে তিন-চার জনেরও বেশি চীনা পুরুষের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। প্রতিবারই তাকে আগে মারধর করা হয়েছে।

এর আগে কাজাখস্তানে থাকা অবস্থায় জিয়াউদুন গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন। সেখান থেকে তাকে চীনে ফেরত পাঠানো হতে পারে-এমন আতঙ্কে চরম ভীত ছিলেন।

তিনি জানান, যে পরিমাণ যৌন সহিংতার শিকার হয়েছেন এবং অন্যদের হতে দেখেছেন তার বিস্তারিত যদি তিনি প্রকাশ করতেন তাহলে তাকে জিনজিয়াংয়ে পাঠিয়ে দেয়া হতো।

ফেরত পাঠানো হলে তাকে আগের চেয়ে আরও কঠিন নৃশংসতার মুখোমুখি হতে হতো। এছাড়া, নিজের সঙ্গে ঘটা ঘটনা জানাতে তিনি যথেষ্ট লজ্জাবোধ করছিলেন।

চীনে গণমাধ্যমের ওপর আরোপিত কঠোর বিধিনিষেধের কারণে জিয়াউদুনের বক্তব্য সম্পূর্ণ যাচাই করা যায়নি। কিন্তু তার ভ্রমণের এবং ইমিগ্রেশনের নথিপত্র যাচাই করেছে বিবিসি।

জিনজিয়ানের যে বন্দিশালায় তিনি ছিলেন, তার অবস্থানের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা স্যাটেলাইটে পাওয়া ছবির সঙ্গে মিল যায়। সেখানকার ভেতরের জীবন এবং সেখানে যে পদ্ধতিতে নির্যাতন করা হয় সেগুলোর যে বর্ণনা জিয়াউদুন দিয়েছেন তা আগে কয়েকজন সাবেক বন্দির দেয়া তথ্যের সঙ্গে মিল রয়েছে।

০৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০২১

মাসিক রিপোর্ট | কান্দাহারে তালেবানের ৪০৫ টি চেকপোস্ট বিজয়

আফগানিস্তানের কান্দাহারে অভিযান বৃদ্ধি করেছে তালেবান, একমাসে কাবুল বাহিনী থেকে প্রদেশটির ২০০ এরও বেশি চেকপোস্ট দখল করেছেন তাঁরা। অপরদিকে পুরো বছরে ৪০৫টিরও বেশি চেকপোস্টের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তালেবান মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন দোহা চুক্তির পর, বড় বড় শহরগুলোতে অভিযান কিছুটা কমিয়ে আনলেও তা কমেনি জেলা শহরগুলোতে বরং তা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে কয়েকগুণ।

যেখানে দোহা চুক্তির পূর্বে তালেবান মুজাহিদিন পুরো বছরে কান্দাহারে অভিযান চালিয়ে ৬০-৭০টি চেকপোস্ট দখলে নিত। সেখানে দোহা চুক্তির পর তালেবান গত বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত কান্দাহারে কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ২০৫টি চেকপোস্ট দখলে নেয়েছিল। কিন্তু তালেবান ডিসেম্বরে কান্দাহারে অভিযান চালিয়ে পিছনের সকাল রেকর্ড ভেঙে দেয়, তারা এক মাসেই প্রদেশটির ২০০টি চেকপোস্ট মুরতাদ বাহিনী থেকে দখল করেন।

বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। এবিষয়ে সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টও প্রকাশ করেছে 'ওয়েসা' নামক সংবাদপত্র। রিপোর্টটি এমন এক সময়ে প্রকাশ করা হয়েছে, যখন কান্দাহারে লড়াই এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কাবুল প্রশাসনের সাথে যুক্ত লোকেরা প্রদেশটি ত্যাগ করতে শুরু করেছে। আর এসব কারণে অদক্ষতার অভিযোগে কান্দাহারের প্রাক্তন গভর্নর হায়াতুল্লাহ হায়াতকে বরখাস্তও করেছে কাবুল সরকার।

এদিকে বর্তমানে হেলমান্দ ও উরুজগানে মুজাহিদদের তীব্র হামলায় সব চাইতে খারাপ পরিস্থিতে আছে কাবুল সৈন্যরা। এমনও খবরে প্রকাশিত হচ্ছে যে, তালেবান অভিযান শুরু করার আগেই সরকারী বাহিনী চেকপয়েন্টগুলি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আর তালেবান মুজাহিদিন কোন যুদ্ধ ছাড়াই এসব শূন্য চেকপোস্টগুলো দখল করছেন।

ওয়েসার মতে, কাবুল সরকার বর্তমানে একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। যার ফলে খুব শীঘ্রই তালেবানের হাতে কান্দাহার ও অন্যান্য প্রদেশের পতন ঘটতে পারে।

জনগণের বিক্ষোভের মুখে ভারতের সঙ্গে বন্দর চুক্তি বাতিল করল শ্রীলংকা

সপ্তাহকাল ব্যাপী চলা নিজ দেশের জনগণের তীব্র প্রতিবাদ-বিক্ষোভের জেরে ভারতের সঙ্গে বন্দর-টার্মিনাল গড়ার চুক্তি বাতিল করেছে শ্রীলঙ্কা।

বন্দরের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছিল শ্রীলঙ্কাজুড়ে। তাতেই শেষমেশ চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় মহিন্দা রাজাপক্ষ সরকার। ওই বন্দরে বিনিয়োগ করার কথা ছিল আদানি গ্রুপের।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, ২০১৯ সালে কলম্বো বন্দরের পূর্ব প্রান্তে একটি টার্মিনাল গড়তে ভারত ও জাপানের সঙ্গে চুক্তি হয় শ্রীলঙ্কার। এর আওতায় টার্মিনালের ৪৯ শতাংশ মালিকানা ভারত ও জাপানের হাতে এবং বাকি ৫১ শতাংশ শ্রীলঙ্কার হাতে থাকবে বলে ঠিক হয়েছিল। ভারতের তরফে বিনিয়োগকারী ছিল আদানি গ্রুপ।

কিন্তু বন্দরের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে সে দেশের ২৩টি শ্রমিক সংগঠন ও বিরোধী দলগুলো। ওই টার্মিনালের ১০০ শতাংশ মালিকানাই বন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে রাখতে হবে বলে দাবি ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপক্ষকেও এগিয়ে আসতে হয়। তিনি জানান, সমুদ্রপথে বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্য কলম্বো হয়ে ভারতে পৌঁছে দেওয়া হয়। চুক্তি বাতিল হলে, তাতে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

প্রেসিডেন্টের বার্তাও টলাতে পারেনি বিক্ষোভকারীদের। বরং দেশের সাধারণ মানুষও তাতে যোগ দেন। শুধু তাই নয়, রাজাপক্ষে সরকারের অনেক মন্ত্রী-আমলাও এই বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সরব হন। তাতেই চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয় শ্রীলঙ্কা সরকার।

গণমাধ্যমটি বলছে, শ্রীলঙ্কার এই সিদ্ধান্তে কূটনীতিগতভাবেও ভারত বড় ধাক্কা খেল বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল। ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার উপস্থিতি বরাবরই ভরসার জায়গা দিল্লির কাছে। দেশটিতে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে চীন। সেখানে সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর, বন্দর-শহর, জাতীয় সড়ক এবং বিদ্যুৎ বণ্টন কেন্দ্র গড়তে প্রচুর অর্থ ঢেলেছে তারা।

রাজাপক্ষে সরকারকে মোটা টাকার ঋণও দিয়েছে চীন। এই ঋণের পরিমাণ এতটাই যে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে তা শোধ করা কার্যত অসম্ভব। ঋণ শোধ করতে না পেরে ২০১৭ সালে সেখানকার একটি বন্দর বেজিংয়ের এক সংস্থাকে ৯৯ বছরের জন্য লিজ দিতে বাধ্য হয় কলম্বো।

বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা, অপকর্মের জবাবদিহি নেই এমপিদের

যেভাবেই হোক আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করেছে। এই দলটির একাধিক সংসদ সদস্য বারবার গণমাধ্যমে সংবাদের শিরোনাম হয়েছে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্য।

কিন্তু নিকট অতীতে আওয়ামী লীগের কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নজির নেই। এ কারণে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অপরাধী সংসদ সদস্যরা কাউকে তোয়াক্কা না করেই তাঁদের মেয়াদ পূর্ণ করেছে।

সর্বশেষ যশোর-৬ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) শাহীন চাকলাদারকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় বইছে। সেখানে ভাইরাল হওয়া একটি ফোনালাপে শোনা যায়, এক পরিবেশবাদী আইনজীবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য কেশবপুর থানার ওসিকে চাপ দিচ্ছেন। শেখ সাইফুল্লাহ

নামের ওই আইনজীবী অবৈধভাবে গড়ে ওঠা একটি ইটভাটার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট করায় এমপির রোষানলে পড়েন। ভয়ে সাইফুল্লাহ থানায় জিডি করেছেন।

শাহীন চাকলাদারের মতো বিভিন্ন সময় সমালোচিত সংসদ সদস্যদের তালিকাটা ছোট নয়। কিন্তু দল থেকে সতর্ক করা ছাড়া তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ঢাকার দুই সরকারদলীয় সংসদ সদস্য হাজি সেলিম ও আসলামুল হক আসলাম বরাবরই সংবাদের শিরোনাম হয়েছে।

রাজশাহী-৪ আসনের সংসদ সদস্য এনামুল হকের নারীঘটিত কেলেঙ্কারির ঘটনা নিয়ে তোলপাড় চলে দেশজুড়ে। কয়েক দফা নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্যের এ রকম চারিত্রিক ক্লেদ দলের ভেতরে-বাইরে নানা রকম সমালোচনার জন্ম দেয়। এনামুল হকের গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে এবং হঠাৎ ছাড়াছাড়ি নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের সূত্র ধরে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়। ব্যাপারটি মামলা পর্যন্ত গড়িয়েছে। ফেসবুকে একের পর এক পোস্ট দেওয়া এবং কোটি টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ তুলে লিজা নামের একজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলায় লিজাকে এনামুল হকের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

রাজশাহীর বাগমারা উপজেলায় ২০১৩ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'দপ্তরি কাম প্রহরী' পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগের জন্য তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রার্থী নির্বাচনে কমিটির কোনো ভূমিকা ছিল না। সংসদ সদস্য এনামুল হক নিয়োগের আগে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে একটি ডিমান্ড অর্ডার (ডিও) লেটার পাঠাতেন। কোন প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে হবে চিঠিতে এর উল্লেখ থাকত। সে তালিকা ধরেই প্রার্থী নিয়োগ দিতে বাধ্য হয় ওই কমিটি। অভিযোগ আছে, নিয়োগ দেওয়ার বিনিময়ে প্রত্যেক প্রার্থীর কাছ থেকে এনামুল হক চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা করে নিয়েছেন। সে হিসাবে অন্তত দুই কোটি টাকা নিয়েছেন তিনি। নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিরা টাকা দেওয়ার কথা স্বীকারও করেছেন। কিন্তু এত সব অভিযোগের পরও এনামুল হকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

ঢাকা-১৪ আসনের এমপি আসলামুল হক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও দখলদারির জন্য বরাবরই সমালোচিত। জমি দখল করে পাওয়ার প্লান্ট তৈরির অভিযোগ রয়েছে এই এমপির বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে গেলে প্রকাশ্যে প্রশাসনের সমালোচনা করেন তিনি। যার ফলে প্রশাসনের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের ভালো সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে মনে করেন আওয়ামী লীগ নেতারা।

বিএ পরীক্ষায় নিজে উপস্থিত না হয়ে অন্যজন তাঁর পক্ষে অংশ নেওয়ায় জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের সরকারদলীয় সদস্য (মহিলা আসন-২৪) তামান্না নুসরাত বুবলী চরম সমালোচনার মুখে পড়েন। পরীক্ষার হলে তাঁর জায়গায় বসে কমপক্ষে আটজন পরীক্ষা দেন বলে জানা যায়। সন্ত্রাসী হামলায় নিহত নরসিংদীর সাবেক পৌর মেয়র লোকমান হোসেনের স্ত্রী বুবলীর এই কাণ্ডে বিব্রত হন আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা। একাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য বুবলী এইচএসসি পাস। শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়িয়ে নিতে তিনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ কোর্সে ভর্তি হন। বিএ পাস করার পরীক্ষায় তিনি এই অনিয়মের আশ্রয় নেন। তিনি ঢাকায় থাকলেও তাঁর হয়ে নরসিংদীতে বিএ পরীক্ষা দেন প্রক্সি প্রার্থীরা। বাউবির বিএ কোর্সে চারটি সেমিস্টার ও

১৩টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও তিনি একটিতেও অংশ নেননি। এ ধরনের ঘটনার পরও বুবলীর সংসদ সদস্য পদ বহাল রয়েছে।

বরগুনা-১ আসনের সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু চরম সমালোচনার মুখে পড়েন আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ডের পর। হত্যাকাণ্ডে যাঁরা সরাসরি সম্পৃক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের মদদদাতা হিসেবে সরকারদলীয় এই এমপির ছেলে সুনাম দেবনাথের নাম আসে। আসামিদের পক্ষ থেকে সুনাম দেবনাথের সম্পৃক্ততার অভিযোগ করা হয়। এমপি পিতার প্রশ্রয়ে সেখানকার কিশোর গ্যাং অপরাধীদের সুনাম দেবনাথ মদদ দিয়ে আসছিলেন বলে বরগুনার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষেরও অভিযোগ রয়েছে। দেশজুড়ে সমালোচনার পরও ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর বিরুদ্ধে দলের হাইকমান্ড কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বরং মামলার আসামি না করে তাঁর ছেলে সুনাম দেবনাথকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।

পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত ভারতীয় বিএসএফরাই

সীমান্তে গরু পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত একাধিক অফিসার। দেশটির কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) গত বছর থেকেই দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত অঞ্চলে গরু পাচার চক্রের সঙ্গে বিএসএফ কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার বিষয়ে তদন্ত করছে।

বিবিসি জানায়, অন্তত ৪ বছর আগেই বাহিনীর মহাপরিচালককে এ বিষয়টি জানিয়ে চিঠি লিখেছিল এক কমান্ড্যান্ট। তারপরও এত বছরে কেন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, বাহিনীটির ভেতরেই সেই প্রশ্নও উঠছে।

বিএসএফের কয়েকটি সূত্র বলছে, “সর্ষের মধ্যেই ভূত। যাদের দায়িত্ব ছিল দুর্নীতি রোখা, গরু পাচার চক্রে জড়িত ছিল সেই সব সিনিয়র অফিসাররাই। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম সামনে এসেছে, কিন্তু আরও অনেকেই জড়িত। তারা কেউ বিএসএফ থেকে অন্য বাহিনীতে চলে গেছে বা তাদের যেতে দেওয়া হয়েছে, কেউ চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।”

গরু পাচারের সঙ্গে যে বিএসএফ কর্মকর্তাদের একাংশ জড়িত— এ তথ্য জানিয়ে ২০১৬ সালের ৫ জানুয়ারি মহাপরিচালককে চিঠি দেয় রাজ কুমার বাসাট্টা নামে এক কমান্ড্যান্ট।

সে লিখেছে, দক্ষিণ বঙ্গ সীমান্তের হেডকোয়ার্টার্স থেকে শীর্ষ কর্মকর্তাদের নির্দেশ আসত যে, কোম্পানি কমান্ডার এবং পোস্ট কমান্ডারেরা যেন পাচারকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

এ রকম নির্দিষ্ট অভিযোগ আসা সত্ত্বেও কেন তখন কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? বাহিনীর ভেতরেই তো নজরদারি বিভাগ আছে, সিনিয়র অফিসারেরা আছে। তারাও চোখ বুজে আছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে পঙ্কজ কুমার সিং বলছিল, “এ বিষয়টা আমার জানা নেই, কারণ আমি বাহিনীতে যোগ দিয়েছি ২০২০ সালে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে কাজ করে, এমন একটি মানবাধিকার সংস্থা মাসুমের প্রধান কিরিটি রায় বলছিলেন, তাদের কাছেও অনেক তথ্য প্রমাণ আছে যে বিএসএফের সহায়তা নিয়েই গরু-মানুষ-নিষিদ্ধ ড্রাগ পাচার হয় সীমান্ত দিয়ে।

তিনি বলেন, “অজস্র প্রমাণ আমাদের হাতে আছে, যা থেকে স্পষ্ট, যে বিএসএফের একাংশের মদদ ছাড়া সীমান্তে কোনো কিছু পাচার হওয়া সম্ভব নয়। এক শ্রেণির জওয়ান এবং অফিসার পাচার চক্রের সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই যুক্ত।”

এ দিকে বিএসএফ অভ্যন্তরে এই প্রশ্নও উঠছে, যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা যাদের সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে, তাদের বেশির ভাগই বিএসএফ ক্যাডার অফিসার। কিন্তু শীর্ষ পদগুলোতে ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস বা আইপিএস অফিসাররা তো ছিলেন – তাদের ভূমিকা কেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে না?

মানবাধিকার সংস্থার মতে, ২০০০-২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কমপক্ষে ১ হাজার ১৮৫ বাংলাদেশিকে গুলি বা নির্যাতন করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী বিএসএফ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হত্যার শিকার ব্যক্তিদের পাচারকারী হিসেবে প্রচার করা হয়।

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৪১ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ৩টি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ১৮ মুরতাদ ও ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং ২৩ এরও অধিক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২ ফেব্রুয়ারি সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা ও জালাজদুদ রাজ্যে ক্রুসেডার উগান্ডান ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে, পৃথক ৩টি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এর মধ্যে শাবেলী সুফলা রাজ্যের আফজাউয়ী শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বৃহৎ অভিযানটি পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। যার ফলে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ১৩ সৈন্য নিহত এবং ১২ এরও অধিক আহত হয়েছিল। এছাড়াও মুজাহিদগণ অনেক গনিমত লাভ করেছিলেন।

একই রাজ্যের জানালী শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর বিরুদ্ধে। এতে এক কমান্ডারসহ ৪ ক্রুসেডার নিহত এবং ৬ এরও অধিক ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়েছে।

শাবাব মুজাহিদিন তাদের তৃতীয় অভিযানটি পরিচালনা করেন জালাজদুদ রাজ্যের তুষমারিব শহরে। এখানে মুজাহিদগণ সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার জেনারেল হুসাইন হুশ এর গাড়ি লক্ষ্যবস্তু করে হামলাটি পরিচালনা করেন। এই হত্যাযজ্ঞ থেকে সে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও তার ১ দেহরক্ষী নিহত এবং আরো ৫ এরও অধিক দেহরক্ষী আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় তার গাড়িটি।

ইয়ামান | হুথীদের সাঁজোয়া যানে আল-কায়েদার হামলা, নিহত ৪ মিলিশিয়া

মধ্য ইয়ামানে মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের উপর সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন আল কায়েদা মুজাহিদিন, যার ফলে ৪ সৈন্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১লা ফেব্রুয়ারি মধ্য ইয়ামানের বায়দা শহরে ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের একটি সাঁজোয়া যানে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের সাঁজোয়া যানটি ধ্বংস হয়েছে। তাতে আরোহী ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদিন এই সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন বলে নিশ্চিত করেছে একাধিক সংবাদ মাধ্যম।

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানে দেশটির সেনাবাহিনীর সাজোঁয়া যানে বোমা হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ৭ সৈন্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১লা ফেব্রুয়ারি সকাল ৮ টার সময়, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের দুসাইলী এলাকায় দেশটির নাপাক সেনাবাহিনীর একটি সাজোঁয়া যানকে রিমোর্ট কন্ট্রোল বোমা দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে সাজোঁয়া যানে থাকা সকল মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। সংবাদমাধ্যমগুলোর তথ্যমতে, যানটি ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি কমপক্ষে ৭ নাপাক সৈন্য নিহত হয়েছে।

এদিকে দেশটির শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হা.) এই সফল হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

অবশেষে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তি করল মুসলিম দেশ কসোভো

অবশেষে গত ১ ফেব্রুয়ারি একটি ভার্চুয়াল সম্মেলনে দখলদার ইসরায়েলের সাথে চুক্তি সই করেছে মুসলিম দেশ কসোভো। ইহুদিদের সন্ত্রাসবাদী অবৈধ দখলদার রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে গাদ্দারদের তালিকায় নাম লেখালো ইউরোপের এই মুসলিম দেশটি।

কসোভার সম্পর্ক স্থাপনকে 'ঐতিহাসিক ঘটনা' বলে উল্লেখ করেছে দখলদার পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল অ্যাশকেনাজি।

সোমবারের ওই ভার্চুয়াল সম্মেলনে কসোভোর প্রতিনিধিত্ব করেছে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলিজা হারাদিনাজ স্টুবলা। অন্যদিকে ইসরায়েলের পক্ষে ছিল গ্যাব্রিয়েল অ্যাশকেনাজি। দুই মন্ত্রী চুক্তিতে সই করেছে।

ঐদিন কসোভো জানায়, তারা জেরুসালেমে দূতাবাস খুলতে যাচ্ছে।

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচেষ্টায় দুই দেশের মধ্যে এ সম্পর্ক স্থাপন হলো।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে, 'আজ আমরা ইতিহাস তৈরি করলাম। আমরা কসোভো ও ইসরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু করলাম।'

কসোভোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে, 'দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন একটি অধ্যায় লেখার কাজ শুরু হলো।'

এর আগে আরব আমিরাত ও কয়েকটি মুসলিম প্রধান দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক চালু করে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

অবশেষে গত ১ ফেব্রুয়ারি একটি ভার্চুয়াল সম্মেলনে দখলদার ইসরায়েলের সাথে চুক্তি সই করেছে মুসলিম দেশ কসোভো। ইহুদিদের সন্ত্রাসবাদী অবৈধ দখলদার রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে গাদ্দারদের তালিকায় নাম লেখালো ইউরোপের এই মুসলিম দেশটি।

কসোভার সম্পর্ক স্থাপনকে 'ঐতিহাসিক ঘটনা' বলে উল্লেখ করেছে দখলদার পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল অ্যাশকেনাজি।

সোমবারের ওই ভার্চুয়াল সম্মেলনে কসোভোর প্রতিনিধিত্ব করেছে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলিজা হারাদিনাজ স্টুবলা। অন্যদিকে ইসরায়েলের পক্ষে ছিল গ্যাব্রিয়েল অ্যাশকেনাজি। দুই মন্ত্রী চুক্তিতে সই করেছে।

ঐদিন কসোভো জানায়, তারা জেরুসালেমে দূতাবাস খুলতে যাচ্ছে।

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচেষ্টায় দুই দেশের মধ্যে এ সম্পর্ক স্থাপন হলো।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে, ‘আজ আমরা ইতিহাস তৈরি করলাম। আমরা কসোভো ও ইসরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু করলাম।’

কসোভোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে, ‘দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন একটি অধ্যায় লেখার কাজ শুরু হলো।’

এর আগে আরব আমিরাত ও কয়েকটি মুসলিম প্রধান দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক চালু করে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

০২রা ফেব্রুয়ারি, ২০২১

'ইসরায়েল থেকে মোবাইল ফোন নজরদারী করার প্রযুক্তি কিনেছে বাংলাদেশ',-আল জাজিরার অনুসন্ধান

কাতার-ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল আল জাজিরা ইংলিশ-এর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের গোয়েন্দা বাহিনী ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোন নজরদারী করার প্রযুক্তি ইসরায়েল থেকে আমদানি করেছে।

সোমবার প্রচারিত এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পিকসিক্স নামের একটি ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠানের তৈরি এই যন্ত্র দিয়ে ওয়াই-ফাই, সেলুলার এবং ভিডিও নজরদারী করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৯ সালে পূর্ব ইউরোপীয় দেশ হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টের কাছে দু'জন ইসরায়েলি গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর চারজন বাংলাদেশী গোয়েন্দাকে প্রশিক্ষণ দেয়।

আল জাজিরার অনুসন্ধানী সাংবাদিক দল যেসব দলিল সংগ্রহ করেছে, তার মধ্যে নজরদারী করার প্রযুক্তি ক্রয় করার একটি কন্ট্রাক্ট আছে, যেখানে তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ১৮ই জুন, ২০১৮।

এই চুক্তিতে সই করা হয়েছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ডিফেন্স পারচেসেস (ডিজিডিপি)-এর পক্ষ থেকে। ডিজিডিপি সামরিক বাহিনীর একটি সংস্থা, যেটি বাংলাদেশের সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় করার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

তবে ইসরালের সঙ্গে ব্যবসার আরও তথ্য আসে বুদাপেস্টে বসবাসরত একজন বাংলাদেশী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। তাকে আল জাজিরার প্রতিবেদনে পুরো সময় দেখানো হলেও, তিনি একটি ছদ্মনাম 'স্যামি' ব্যবহার করেন।

মি. স্যামি ঐ প্রতিবেদনে বলেন, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক বন্ধু তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, যিনি বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই (ডিরেক্টরেট জেনারেল ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স)-এ কর্মরত ছিলেন।

''তিনি জানালেন, চার জন বাংলাদেশী অফিসার সরকারি কাজে বুদাপেস্ট সফর করছেন," মি. স্যামি বলেন।

এই চারজন অফিসার ডিজিএফআই-এর কর্মকর্তা বলে আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়।

মি. স্যামি বলেন, "আমি তাদের রাতে খাবারের জন্য দাওয়াত দিলাম। তারা বললেন, তাদের সাথে আরও তিন জন অতিথি থাকবেন।''

এই তিনজন অতিরিক্ত অতিথির মধ্যে ছিলেন দু'জন ইসরায়েলি গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ এবং একজন আইরিশ ব্যক্তি, জানাচ্ছে আল জাজিরা। কিন্তু ইসরায়েলিরা ওই দাওয়াতে যোগ দেয়নি, অংশ নেন শুধু আইরিশ লোকটি।

ওই দিনের ঘটনার আরও বিস্তারিত বর্ণনা দেন মি. স্যামি: "বাংলাদেশী অফিসাররা আমার সাথে আইরিশ লোকটির পরিচয় করিয়ে দেন। বলা হয়, তিনি একজন কনট্রাক্টর (ঠিকাদার), যিনি নজরদারী সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করেন।''

''আমি তাদের কথা-বার্তা শুনলাম, নজরদারী প্রযুক্তি ক্রয় করা নিয়ে কথা-বার্তা হচ্ছিল। একটি ডিভাইস নিয়ে আলাপ হচ্ছিল, যেটা দিয়ে সবার মোবাইল ফোনের ওপর নজরদারী করা যায়।''

এক পর্যায়ে ঐ আইরিশ কনট্রাক্টর বলেন, বাংলাদেশের মানুষ যেন কোন ভাবেই বুঝতে না পারে যে এই সরঞ্জাম ইসরায়েল থেকে আসবে। সেই মুহূর্তে মি. স্যামি তার ফোনে রেকর্ডার চালু করে দেন।

কনট্রাক্টরের পরিচিতি হিসেবে বলা হয়েছে যে তার নাম জেমস ম্যালনি এবং তিনি সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক কোম্পানি সভেরেইন সিস্টেমস-এর প্রতিনিধি। তিনি এই ক্রয় চুক্তির মধ্যস্থতাকারী বলে আল জাজিরার রিপোর্টে বলা হয়।

''আমারা ওয়াই-ফাই, সেলুলার এবং ভিডিও নজরদারী সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারি,'' মি. ম্যালনিকে বলতে শোনা যায়।

আল জাজিরার হাতে আসা দলিলে দেখা যায়, বাংলাদেশ পরোক্ষভাবে ইসরায়েলের একটি কোম্পানি থেকে এই নজরদারী সরঞ্জাম ক্রয় করছে।

পিকসিক্স নামের এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিল ইসরায়েলের কয়েকজন প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্মকর্তা।

কিন্তু বাংলাদেশ এখনও ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়নি, দেশটির সাথে কোন বাণিজ্য সম্পর্ক নেই, এমনকি বাংলাদেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করে কেউ ইসরায়েলে যেতে পারেন না।

সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক সভেরেইন সিস্টেমস-এর ওয়েবসাইটে পিকসিক্সের কোন কথা নেই।

মি. স্যামির ধারণকৃত কথোপকথনে শোনা যায়, জেমস ম্যালনি বলছেন - হ্যাঁ, এটা ইসরায়েল থেকে আসবে।

''কিন্তু আমরা এই প্রযুক্তি বিজ্ঞাপনে দেই না। আমার ওয়াই-ফাই বা সেলুলার নজরদারী সরঞ্জাম আমাদের ওয়েবসাইটে দেই না। আমাদের ভাবমূর্তি নিয়ে আমরা সতর্ক,'' জেমস ম্যালনিকে আরও বলতে শোনা যায়।

আজ জাজিরার হাতে আসা ক্রয় চুক্তিতে সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী দেশের নাম বদলে দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই প্রযুক্তি হাঙ্গেরিতে তৈরি করা হয়েছে।

চারজন বাংলাদেশী অফিসারকে ইসরায়েলিরা বুদাপেস্টের কাছে একটি গুদামঘরে প্রশিক্ষণ দেয়।

আল জাজিরার ছবিতে বাংলাদেশী অফিসারদের ঝাপসা করে দেয়া হয়েছে। তবে মি. ম্যালনির পাশে দাঁড়ানো ইসরায়েলি দু'জনের পরিচয় আল জাজিরা সংগ্রহ করতে পারেনি।

আল জাজিরার প্রায় এক ঘণ্টা দীর্ঘ এই প্রতিবেদনে মূলত বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের ভাই হারিস আহমেদ কীভাবে নতুন পরিচয় তৈরি করে ইউরোপে ব্যবসা করছেন, তার ওপরই আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে গোপন রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে বুদাপেস্ট-এ হারিস আহমেদ ওরফে হাসান মোহাম্মদের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়।

তবে প্রতিবেদনে হারিস আহমেদে সাথে ইসরায়েলি কোম্পানি পিকসিক্স-এর কোন যোগযোগের কথা বলা হয়নি।

'গণহারে' নজরদারী করার প্রযুক্তি

পিকসিক্স নজরদারী সরঞ্জামের ম্যানুয়ালে এই যন্ত্রকে 'ইমসি ক্যাচার' (IMSI catcher) বা স্টিংরে নামে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে মোবাইল ফোন 'মনিটরিং' হচ্ছে এর কাজ।

এই মেশিন একটি মোবাইল ফোন টাওয়ারের মত কাজ করে, বলছেন এই প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এলিওট বেনডেনেলি।

''এটা সেল টাওয়ারের মত আচরণ করে। একটি নির্দিষ্ট এলাকার সব মোবাইল ফোন তার সাথে যোগ হবে এবং এই যন্ত্র সব কমিউনিকেশন ইনটারসেপ্ট করতে পারবে।

''টেক্সট মেসেজ, ইন্টারনেট - সব ধরনের কমিউনিকেশন ইনটারসেপ্ট করতে পারবে, এবং যে কোন সময় ২০০ থেকে ৩০০ মোবাইল ফোন এক সাথে ইনটারসেপ্ট করতে পারবে।

''এই মডেল সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারে, যেমন টেক্সট মেসেজের কথা বদলে দিতে পারে, যে ব্যবহার করছে তার পরিচয় বদলে দিতে পারে," বলছিলেন এলিওট বেনডেনেলি।

এই বিশেষজ্ঞ জানান, এটা হচ্ছে 'গণহারে' নজরদারী করার প্রযুক্তি।

আফ্রিকা হোটেলে আল-কায়েদার হামলা, ৬২এরও অধিক হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে আফ্রিকা ইউনিয়ন এর হোটেলে বড়ধরণের হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে ৬২ এরও অধিক উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিবিদ ও সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত রবিবার স্থানীয় সময় রাত ১১টায় রাজধানী মোগাদিশুতে অবস্থিত আফ্রিকা ইউনিয়নের হোটেলে একটি বড় অভিযান শুরু করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, যা পরের দিন (সোমবার) সকাল ৯টা পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ ঘন্টা যাবৎ স্থায়ী ছিল। হোটেলটিতে পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি মুরতাদ সরকারের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ও উচ্চ পর্যায়ের সরকারি রাজনীতিবিদরা একটি সভায় জড়ো হয়েছিল। যেখানে দেশটির প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী, জেনারেল মুহাম্মদ নূর জালালসহ বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিরা উপস্থিত ছিল ।

সভা চলাকালীন এই হোটেল ভবনটিকে লক্ষ্য করে একজন শাবাব মুজাহিদ বোমা বোঝাই গাড়ি দ্বারা একটি বীরত্বপূর্ণ শহিদী হামলা পরিচালনা করেন। এরপরে বাহিরে অপেক্ষারত বেশ কয়েকজন শাবাব মুজাহিদ হোটেলে প্রবেশ করেন এবং টার্গেট করে ভিতরে থাকা কুফ্ফার ও মুরতাদদের হত্যা করতে থাকেন। এসময় ভিতরে আটকা পড়া কুফ্ফারদের রক্ষা করতে ক্রুসেডার মার্কিন ও দখলদার তুর্কি বাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষিত ৪টি স্পেশাল ফোর্স হোটেলের বাহিরে অবস্থান নেয়। তারা ঘন্টার পর ঘন্টা অভিযান চালিয়েও কুফ্ফারদের রক্ষা করতে এবং হোটেলের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়।

অপরদিকে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ অভিযানটি দীর্ঘ ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় অব্যাহত রেখেছিলেন এবং তাঁরা তুর্কি ও মার্কিন প্রশিক্ষিত বিশেষ বাহিনীর সদস্যদের উপরেও আক্রমণ অব্যাহত রেখেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে ২৩ এরও অধিক প্রবীণ সরকারি কর্মকর্তা ও প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী, জেনারেলন পদের অনেকেই নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৪০ এরও বেশি ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য। আহতদের মধ্যে রয়েছে

জেনারেল নুর জালাল, সোমালি পুলিশ লেফটেন্যান্ট, কর্নেল পদের 'আলী দোহ বেরি' নামক এক কর্মকর্তা, একজন গার্ড অফিসার ও একজন হোটেল অফিসার 'ডেরি হাসি' সহ আরো অনেকেই।

নিহতদের মধ্যে তুরস্কের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষ বাহিনীর 6 মুরতাদ সদস্যও ছিল। এছাড়াও সিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সেসের অফিসার ও সেনারা আছে, যাদেরকে ক্রুসেডার আমেরিকা প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।

হারাকাতুশ শাবাব জানিয়েছে যে, হতাহতের এই সংখ্যাগুলি আক্রমণের প্রাথমিক ফলাফল। আশা করা যায় যে এটি খুব দ্রুতই আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান: ২৪ মন্ত্রী বরখাস্ত, নতুন নিয়োগ এগারো

মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর এবার সু চি সরকারের ২৪ জন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে অপসারণ করে নতুন করে ১১ জনকে মন্ত্রীত্ব দেয়া হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী পরিচালিত মায়াবতী টেলিভিশনে সোমবার (০১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার পর এই ঘোষণা দেওয়া হয়।

নতুন করে মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অর্থ, স্বাস্থ্য, তথ্য, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, সীমান্ত ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে।

উল্লেখ্য, সোমবার ভোরে দেশটির সেনাবাহিনী মিয়ানমারের নেত্রী ও স্টেট কাউন্সিলর অং সান সু চি ও তার ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে আকস্মিকভাবে আটক করে।

ক্ষমতা দখলের পর মিয়ানমারে এক বছরের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়েছে সেনা সমর্থিত মিন্ট সোয়ে। তবে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা নিয়েছে সেনাপ্রধান মিং অং হ্লাইং।

বালিয়াডাঙ্গীতে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর গুলিতে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আহত

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার রত্নাই সীমান্তের ওপারের ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে তরিকুল ইসলাম (৪০) নামে বাংলাদেশী এক গরু ব্যবসায়ী আহত হয়েছেন। আহত অবস্থায় কোনো রকমে এপাড়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

তিনি বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার দোগাছি মধুপুর গ্রামের মরহুম জাবেদ আলীর ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার ভোর রাতে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, তরিকুল ইসলামসহ কয়েকজন গরু ব্যবসায়ী মিলে সোমবার ভোর রাতে রত্নাই সীমান্তের ৩৮২/৩ সাব পিলারের কাছে এক শ' গজ বাংলাদেশের ভেতরে গরু কিনতে যান। ওই সময় ভারতীয় উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর থানার নটোয়াটুলী ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশী ব্যাবসায়ীদের লক্ষ করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। এতে বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী তরিকুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হন। পরে তিনি এপাড়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। পরে এলাকাবাসীর সহায়তায় তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রংপুর নিয়ে যাওয়া হয়।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আকালু মোহাম্মদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, গুলিবিদ্ধ তরিকুল ইসলামকে চিকিৎসার জন্য রংপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এলাকাবাসীও ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

'ইসরায়েলের সাথে আমিরাতের শান্তিচুক্তি হারাম'-মৌরতানিয়ার ২০০ আলেমের ফতোয়া

২০০ জন মৌরতানিয়ান মুফতী আলেম এবং ইমাম ইসরায়েলের সাথে সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্পর্ক স্থাপন ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম বলে ফতোয়া জারি করেছেন।

তাঁরা বলেন, ফিলিস্তিনের ভূমি ও প্রথম কিবলা মসজিদে আকসাকে অপহরণ ও দখলকারী ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কোনো ক্রমেই বৈধ নয়।

গত (রবিবার ৩১ জানুয়ারি ২০২১) সন্ধ্যায় দেশটির রাজধানি নোয়াকোচটের আল-তৌফিক মসজিদে আয়োজিত একটি সেমিনারে তারা ফতোয়াটিতে স্বাক্ষর করেন।

'দখলদার ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকে নিকৃষ্টতম হারাম' আখ্যা দিয়ে তাঁরা বলেন,বস্তুবাদী ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক করা মানে তাদের আনুগত্য করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুর সাথে জোটবদ্ধ হওয়া, এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করা। পবিত্র কুরআনে সুরা মায়েদার ৫১ নং আয়াতে বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণরুপে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এছাড়াও তাঁরা তাদের দেশের সরকারকে ইসরায়েলের সাথে পূর্বে যেই সম্পর্কছিন্নের ঘোষণা দিয়েছিলো তার ওপর অটল থাকার আহ্বান জানান।

ফতোয়ায় স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন, 'শেখ মুহাম্মদ আল হাসান ওলদ আল-দাদ্দো, যিনি মোরিতানিয়ার ওলামায়ে কেরামের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান।

লক্ষণীয় যে, মৌরতানিয়া ২০০৯ সালে গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

ইসরায়েল ও আমেরিকান সংবাদ সূত্র প্রকাশ করে যে, মৌরতানিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান এবং মরক্কোর পরেই ইসরায়েলের সাথে চুক্তিতে যোগ দিতে চায়।

সূত্র: আলকুদস, এ্যারাবিক আরটি ডট কম

ভারতে পোলিও টিকার ড্রপে ভরে শিশুদের খাওয়ানো হলো স্যানিটাইজার

ভারতে পোলিও বোতলে স্যানিটাইজার ভরে তা শিশুদের শরীরে প্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে। দেশটির মহারাষ্ট্রের যুবতমল জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পোলিও ক্যাম্পে এ ঘটনা ঘটে। ওই এলাকা মুম্বাই শহর থেকে ৭০০ কিলোমিটারে দূরে।

মঙ্গলবার ভারতের সংবাদমাধ্যম জিনিউজ এ খবর প্রকাশ করেছে।

খবরে বলা হয়, ১২ শিশুকে স্যানিটাইজ খাওয়ানো হল পোলিও টিকার বদলে। প্রত্যেক শিশুর বয়স ৫ বছরের কম। তাদের প্রত্যেককেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ১২ শিশুর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। ওই ঘটনায় ৩ স্বাস্থ্যকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

যুবতমল জেলা পরিষদ সিইও শ্রী কৃষ্ণ পাঞ্চাল বলেছে, ৫ বছরের কম ১২ শিশুকে পোলিও ড্রপে স্যানিটাইজার খাওয়ানো হয়েছে। এক শিশু হঠাৎ বমি করা শুরু করে এবং তার শরীর খারাপ হয়ে যায়। এরপরই গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। বন্ধ করা হয় পোলিও ক্যাম্প। এখনও ওই ১২ শিশুকে চিকিৎসাধীন রাখা হয়েছে।

সৌদি আরবে পাঠ্যবই থেকে সরিয়ে ফেলছে ইহুদি বিদ্বেষী অনুচ্ছেদ

ইসলামের বিধিবিধান সম্বলিত ইহুদি বিরোধী অনুচ্ছেদ পাঠ্যবই থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলছে সৌদি আরব। এমনটি জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট।

এ পদক্ষেপে বেজায় খুশি ইহুদিবাদী ইসরাইল। ইসরায়েলভিত্তিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা দ্য ইন্সটিটিউট ফর মনিটরিং পিস এন্ড কালচারাল টোলারেন্স ইন স্কুল এডুকেশনের পক্ষ থেকে এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে।

এই সংস্থার নির্বাহী কর্মকর্তা মার্কাস শেফ বলেছে, তাদের কর্মকাণ্ডে বেশ অবাক হচ্ছি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি সেই সব অনুচ্ছেদ উঠিয়ে দিচ্ছে যেগুলোতে বলা ছিল যে ইসরায়েলে বিশ্বে কর্তৃত্ব করতে চায়। এছাড়া সপ্তম শ্রেণীর একটি পাঠ্যবইয়ে একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে এক কার্টুন নারী চরিত্রের সঙ্গে চোখ রাঙিয়ে কথা বলতে দেখা যায় আরেক পুরুষ কার্টুন চরিত্রকে। এরপর সেখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে যে পুরুষ কার্টুন চরিত্রটির ব্যবহারে লক্ষণীয় কী?

এভাবেই শিক্ষার্থীদের মন মস্কিষ্কে ইসলামবিরোধী ও পশ্চিমা ধ্যানধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ধীরেধীরে।

সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ক্ষমতায় আসার পর থেকে সৌদি আরবে ইসলাম বিরোধী একের পর এক পদক্ষেপ নেওয়ার ঘটনা ঘটছে। ফলে বিশ্ব মুসলিমের নিকট সে ব্যাপক সমালোচিত হচ্ছে।

ভ্যাক্সিন স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর: ডা. মুজিবুর রহমান

ভ্যাক্সিনকে মানুষের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হিসেবে উল্লেখ করেছেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ড. মুজিবুর রহমান। (এম.ডি কার্ডিওলজিস্ট, ফাউন্ডার,ভেন্টেজ ন্যাচারাল হেলথ সেন্টার, থাইল্যান্ড)। শুধুমাত্র করোনার ভ্যাক্সিন-ই নয় ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, পোলিও, হাম, যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস -বি, হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ যত ভ্যাক্সিন রয়েছে সবগুলোই মানুষের শরীরের জন্য ভয়ংকর ক্ষতিকর হিসেবে উল্লেখ করেছেন প্রখ্যাত এ চিকিৎসক।

রেফারেন্স হিসেবে তিনি আমেরিকা এবং পশ্চিমা কয়েকটি রাষ্ট্রের কিছু বেসরকারি সংস্থার বরাত উল্লেখ্য করেছেন।

গত বছর ২৬ ডিসেম্বর এক ভিডিও বার্তায় এ কথা জানান তিনি। ২০ মিনিটের এ ভিডিওটিতে ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের ইতিহাস তুলে ধরে এর অংসখ্য অজানা তথ্য তুলে ধরেন তিনি। আগ্রহীরা ভিডিও লিংকটি কপি করে ইউটিউব থেকে দেখতে পারেন। এ পর্যন্ত অর্ধলাখ মানুষ ভিডিওটি দেখেছেন এবং ভ্যাক্সিন বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর জন্য সাধুবাদ জানান তাঁকে।

ইউটিউব লিংক,

https://youtu.be/0AGH6jhljT4

তিনি বলেন, ভ্যাক্সিনে কোন রোগের চিকিৎসা নয় বরং মানুষকে স্থায়ীভাবে অসুস্থ্য হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োগ করা হয়। টিকা মানব শরীরে ক্ষতি করতে দশ-বিশ বা এর চেয়ে বেশি সময় নিতে পারে। এর পিছনে রয়েছে বড় এক ব্যবসায়ী পরিকল্পনা। মানুষকে আগে স্থায়ীভাবে অসুস্থ্য করে পরে চিকিৎসা দিয়ে ব্যবসা করাই হচ্ছে এদের পরিকল্পনা।

টিকা গ্রহণ মানে বিষ গ্রহণ। যা পুরো জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে। এমনকি ভ্যাক্সিন গ্রহণকারী জীবনে আর কখনও পরিপূর্ণ সুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকেনা বলে জানান তিনি। ঔষধ সেবনে শুধুমাত্র সাময়িক সুস্থ্য হওয়া যায় বলে জানান তিনি।

তিনি ভ্যাক্সিনের চক্রান্ত থেকে বাঁচতে সকলকে টিকা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানান। এর জন্য বাংলাদেশে টিকা বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলারও আহ্বান জানান তিনি।

সিরিয়ায় বোমা হামলায় নিহত ২০, আহত ৫৬

সিরিয়ার আফরিন ও আলেপ্পোর দুটি স্থানে গাড়ি বোমা হামলায় নারী ও শিশুসহ ১২ বেসামরিক সুন্নি মুসলিম নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে আরও ২৯ জন।

গত ৩১ জানুয়ারি এ ঘটনা ঘটে। এ জানিয়েছে খবর ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম।

প্রথম বোমাটি আফরিনের আজাজ এলাকা ও অন্যটি আলেপ্পোর একটি গ্রামকে লক্ষ করে বিস্ফোরিত করা হয়।

মাত্র একদিনের ব্যবধানে আবারও এ ঘটনা ঘটলো। এর একদিন আগে গত ২৯ জানুয়ারি আফরিন শহরে ঠিক একই কায়দায় গাড়ি বোমা হামলা চালিয়ে ৮ জন বেসামরিক সুন্নি মুসলিমকে হত্যা এবং ২৭ জনকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়েছিল।

এভাবেই কুফফার ও তাদের দোসররা নিরীহ মুসলিমদের দিনের পর হত্যা করে চলেছে।

০১লা ফেব্রুয়ারি, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | শামী মুজাহিদদের স্নাইপার হামলার অসাধারণ কিছু মুহূর্ত

সাম্প্রতিক আল-কায়েদা মানহাযের 'তাওহীদ ওয়াল জিহাদ' নামক শামী (সিরিয়ান) একটি জিহাদী দল ১৬ মিনিটের স্নাইপার হামলার অসাধারণ একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। যা মুজাহিদগণ দখলাদার রাশিয়ান বাহিনী ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়াদের টার্গেট করে পরিচালনা করে ছিলেন।

স্নাইপার হামলার কিছু দৃশ্য দেখুন…

https://alfirdaws.org/2021/02/01/46655/

পাকিস্তান | লস্কর-ই-ইসলামীর আমীরের শাহাদাতে টিটিপির শোক বার্তা

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের পর দেশটিতে যে কয়েকটি দল জিহাদের ময়দানে সক্রিয় রয়েছে, তাদের মাঝে লস্কর-ই-ইসলাম উল্লেখযোগ্য। কয়েকদিন আগে বৃহৎ এই দলটির আমীর মঙ্গল বাঘ (উপনাম) এক বোমা হামলায় শাহাদাত বরণ করেন।

দলটির আমীরের শাহাদাতে শোক বার্তা প্রকাশ করেছে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্। তিনি বলেন, কিছুদিন আগে আমরা লস্কর-ই-ইসলামের আমির মঙ্গলবাগ রহিমাহুল্লাহ'র শাহাদাতের দুঃখজনক সংবাদ পেয়েছি। যদিও মুজাহিদিনের শাহাদাত তাদের অন্যতম সাফল্য। তবে এই কঠিন সময়ে, আমাদের থেকে এই ধরণের লোকদের বিদায় অবশ্যই দুঃখ এবং বেদনার কারণ।

শহীদ মঙ্গলবাগ (রহঃ) পাক জিহাদের এক সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি দীর্ঘদিন ধরে মুজাহিদীনদের একটি দলের অধিনায়ক ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর অতি কঠিন পরিস্থিতিতে কাটিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্ তায়ালা দ্বীনের জন্য তাঁর সকল মেহনতকে কবুল করুন এবং তাকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন, আমিন।

দুঃখের এই মুহূর্তে আমরা লস্কর-ই-ইসলামের মুজাহিদিনদের সাথে সমান অংশীদার এবং আমরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন দ্বীনের পথে তাদেরকে দৃঢ়তা দান করেন। আমিন।

এরপর মোহাম্মদ খোরসানী হাফিজাহুল্লাহ্ দলটির নতুন নির্বাচিত আমির জিলা খান ওরফে আবু আবিদকে এই কঠিন পরিস্থিতিতে সংগঠন পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শ্রদ্ধা জানান। এসময় তিনি নতুন আমিরের জন্যেও মহান রবের দরবারে দো'আ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে সাহায্য করেন এবং তিনি যেন দৃঢ়তার সাথে পাকিস্তান জিহাদের একজন সজাগ রাজপুত্র হয়ে উঠতে পারেন।

সর্বশেষ তিনি দলটির নতুন আমিরকে তাওহীদ ও জিহাদের ভিত্তিতে একই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন যে, সাম্প্রতিককালে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলাফল প্রত্যক্ষ করেছি এবং আমরা মুজাহিদদের গোপনীয়তা রক্ষা করেছি।

পাকিস্তানের সকল মুজাহিদিনকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, তাঁরা যেন অতীতের তিক্ত স্মৃতি, শাহাদাত ও ক্ষতকে জগ্রত না করে, বরং এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করে এবং তারা যেন পাকিস্তানের জিহাদের এই নৌকার নাবিক হয়ে এগিয়ে চলে। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দো'আ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদেরকে সাহাবায়ে (رضوان الله تعالىٰ عليهم) কিরামের পথে অবিচল এবং দৃঢ় রাখেন। আমিন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৭ মুরতাদ ও ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় দেশটিতে অবস্থিত ক্রুসেডার বাহিনী ও মুরতাদ সরকারি বাহিনীর উপর পৃথক ৩টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে ১৭ এরও অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৩১ জানুয়ারি আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়া জুড়ে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৭টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এরমধ্যে বে-বুকুল রাজ্যের আইল-বার্দী শহরে সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। এতে ৪ সোমালি সৈন্য এবং ৫ ইথিউপিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। শহরটিতে ইথিউপিয়ান সৈন্যদের উপর এদিন আরো ২টি বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে ইথিউপিয়ান বাহিনীর ২ বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ নিহত এবং অপর এক সৈন্য আহত হয়।

একই রাজ্যের মাকুদী এলাকায় সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর অন্য একটি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ২ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

https://ibb.co/8XB3L11

মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান, আটক সু চি-সহ বহু রাজনীতিক

মায়ানমারে সেনা এবং সরকারের মধ্যে উত্তেজনা চরমে উঠেছে। সেনারা দেশের নেত্রী তথা স্টেট কাউন্সিলর (প্রধানমন্ত্রী পদের সমান) অং সান সু চিকে আটক করেছে। আটক করা হয়েছে সে দেশের প্রেসিডেন্ট উইন মিন্তকেও। সোমবার ভোরে তাঁদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে কোনও এক অজ্ঞাত জায়গায় রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দেশের প্রথম সারির রাজনীতিকদের অনেকেরই হদিশ মিলছে না।

কূটনীতিবিদদের একাংশের দাবি, সেনা অভ্যুত্থান ঘটেছে সে দেশে। সেই আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে আগামী ১ বছরের জন্য দেশের দখল নেওয়ার কথা ইতিমধ্যেই জানিয়েছে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা মিয়াওয়াদি টিভি। এর আগে, ১৯৬২ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত, প্রায় পাঁচ দশক মায়ানমারে সেনা শাসন কার্যকর ছিল।

নভেম্বরের নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই দেশের সরকার ও সেনাবাহিনীর মধ্যে টানাপড়েন চলছিল। এ দিন আচমকাই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে বলে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি)-র মুখপাত্র নমিয়ো ন্যুন্ত। সে বলেছে, "দেশের মানুষকে বলব, উত্তেজনার বশে কিছু ঘটিয়ে ফেলবেন না। আইন মেনে চলুন।"

সিটি হলের বাইরে মোতায়েন সেনা।

যে কোনও মুহূর্তে তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলেও ফোনে আশঙ্কা প্রকাশ করে মিয়ো। প্রথম বার ফোনে কথা বলার পর দ্বিতীয় বার আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি রয়টার্স। ভোর থেকে রাজধানী নেইপিদ-এর সমস্ত ফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন। সেখানে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। সমস্যা রয়েছে ইন্টারনেটেরও। তাই এই মুহূর্তে রাজধানীতে কী পরিস্থিতি, তা জানা যাচ্ছে না। রয়টার্সের তরফে মায়ানমার সেনার মুখপাত্রের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি বলে জানা গিয়েছে।

নভেম্বরের ওই নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয় এনএলডি। তার পর সোমবারই দেশের সংসদের প্রথম অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। তার মধ্যেই এই ঘটনা। ইয়াঙ্গনে সিটি হল-সহ সর্বত্র সেনা মোতায়েন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে কোনও খবর সম্প্রচার করতে পারছে না বলে নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে জানিয়েছে সে দেশের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম এমআরটিভি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনএলডি-র এক সাংসদ ফোনে রয়টার্সকে জানিয়েছেন, দলের কেন্দ্রীয় এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য হান থার মিন্তকেও আটক করা হয়েছে।

দীর্ঘ দেড় দশক বন্দিদশা কাটিয়ে ২০১৫ সালে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে দেশের নেত্রী নির্বাচিত হয় সু চি। পরে দেশের পশ্চিমে রাখাইন প্রদেশ থেকে রোহিঙ্গা মুসলিমদের উচ্ছেদ এবং গণহত্যার কারণে ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক মহলে সু চি-র ভাবমূর্তি প্রকাশিত হয়। যদিও দেশীয় রাজনীতিতে আগের মতোই জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর। কিন্তু নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ ঘিরে সম্প্রতি আঙুল উঠতে শুরু করে তাঁর দিকে। দেশের নির্বাচন কমিশন যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সংবিধান এবং আইন রক্ষার দায়িত্ব তাঁদের হাতেই বলে শনিবারই ঘোষণা করে সে দেশের সেনা। তার পর থেকেই অভ্যুত্থানের আশঙ্কা করা হচ্ছিল।

মেয়ের পরকীয়ার জেরে সংঘর্ষ: প্রাণ গেল মায়ের, বাবাসহ আহত ৭

মেয়ের পরকীয়াজনিত কারণে সৃষ্ট সংঘর্ষে হাজেরা খাতুন (৫১) নামের এক নারী প্রাণ হারিয়েছেন। এ ঘটনায় মেয়ে নাগরী খাতুন, তার বাবা মুকুল প্রামাণিকসহ আহত হয়েছেন অন্তত সাতজন।

শুক্রবার (২৯ জানুয়ারি) রাতে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার নাগডেমরা ইউনিয়নের পাথাইলহাট গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শনিবার (৩০ জানুয়ারি) মামলার পর পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে।

সাঁথিয়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) একরামুল হক জানান, পাথাইলহাট গ্রামের প্রামাণিক গোষ্ঠীর মুকুল প্রামাণিকের মেয়ে নাগরী খাতুনের (৩১) সঙ্গে একই গ্রামের সরদার গোষ্ঠীর ছেলে নেকবার হোসেনের মধ্যে পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ ঘটনায় উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ চলে আসছিল। ঘটনার দিন রাত ১০টার দিকে নেকবার হোসেন তার প্রেমিকা নাগরীর ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এসময় নাগরীর মা তাকে বাধা দেন। এ নিয়ে হট্টগোল সৃষ্টি হয়।

একপর্যায়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্য বাগ্বিতণ্ডা থেকে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে সরদার গোষ্ঠীর একজনের আঘাতে মুকুল প্রামাণিকের স্ত্রী হাজেরা খাতুন গুরুতর আহত হন। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে পাবনার ফরিদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সংঘর্ষে আহতরা হলেন- নাগরী খাতুন (৩১), নাগরী খাতুনের বাবা মুকুল প্রামাণিক (৫৮), জহুরুল ইসলাম (৩০), মুরাদ হোসেন (৩৪), খালেক সরদার (৩৫), নওশাদ সরদার (৫০) ও নেকবার সরদার (৩০)। আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ভারতের দুই কুফরী হাইকোর্টের রায়: স্বামীকে খুন করলেও স্ত্রী পাবে তার পেনশন

সরকারি চাকুরে স্বামীকে খুন করলেও স্ত্রী পারিবারিক পেনশন পাবে। একটি মামলার শুনানিতে এই রায় দিয়েছে ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট।

শুধুই রায়ই নয়, এ ব্যাপারে হরিয়ানা সরকারের দেওয়া একটি নির্দেশ খারিজ করে দোষী সাব্যস্ত মহিলাকে তাঁর প্রাপ্য পারিবারিক পেনশন ও অন্যান্য প্রাপ্য অর্থ দু'মাসের মধ্যে মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

পর্যবেক্ষণে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্টের একটি বেঞ্চ বলেছে, "যে মুরগি ডিম পাড়ে, কেউই তাকে মারে না। যদি কোনও স্ত্রী তাঁর স্বামীকে খুনও করে, তা হলেও তিনি পারিবারিক পেনশন থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। ফ্যামিলি পেনশন একটি কল্যাণমূলক প্রকল্প। কোনও সরকারি চাকরিজীবীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্যই এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। তাই ভারতীয় দণ্ডবিধির কোনও মামলায় যদি দোষী সাব্যস্ত হন স্ত্রী, তা হলেও তিনি পারিবারিক পেনশন পেতে বাধ্য।" ১৯৭২ সালের পেনসন আইন মোতাবেক কোনও বিধবা ফের বিয়ে করলেও পারিবারিক পেনশন পাবে।

অম্বালার মহিলা বলজিত কউরের একটি আর্জির প্রেক্ষিতেই শুনানি চলছিল পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্টে। বলজিতের আইনজীবী জানায়, তাঁর মক্কেলের সরকারি চাকুরে স্বামী তারসেম সিংহ ২০০৮ সালে মারা যান। তার পর ২০০৯ সালে তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে একটি খুনের মামলা দায়ের হয়। বলজিৎ ২০১১ সালে দোষী সাব্যস্ত হয়। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি হরিয়ানা সরকারের কাছে থেকে পারিবারিক পেনশনের

টাকা পেয়েছিলেন। কিন্তু ২০১১ সাল থেকে তা বন্ধ করে দেয় হরিয়ানা সরকার। বলজিতের তরফে হরিয়ানা সরকারের নির্দেশ খারিজ করার আর্জি জানানো হয়।

সেই আর্জির প্রেক্ষিতে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্টের বেঞ্চ হরিয়ানা সরকারের সংশ্লিষ্ট নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে। বলজিতকে দু'মাসের মধ্যে তাঁর বকেয়া পারিবারিক পেনশনের টাকা ও অন্যান্য প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সূত্র: আনন্দবাজার

আইমান সাদিকের 'সশস্ত্র' ছবি ভাইরাল, সামাজিক মাধ্যমে নানা প্রতিক্রিয়া

আইমান সাদিক। টেন মিনিট স্কুল, সমকামীতার পক্ষাবলম্বনসহ বেশ কিছু ইস্যুতে কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে বিতর্কিত একটি নাম। আইমান সাদিকের সাথে তার সহযোগী ও বন্ধুরাও বরাবরই আলোচনায় থাকে বিতর্কিত নানা ইস্যুতে। সামাজিক মাধ্যম ইন্সটাগ্রামে একটি ছবি আপলোড দিয়ে সম্প্রতি আবার বিতর্ক উস্কে দিয়েছে আইমান সাদিক।

আইমান সাদিকের ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টে দেখা গেছে, সে তার ১৪ জন বন্ধুকে সাথে নিয়ে একটি ছবি আপলোড করেছে, যেখানে তারা সবাই 'অস্ত্র' হাতে নিয়ে বিভিন্ন পোজ দিয়েছে। ছবিটি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই তা নিয়ে নেটিজেনদের মাঝে নানা মাত্রিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

কেউ কেউ বলেছেন, কিছুদিন আগে একজন দাড়ি-টুপি পরিহিত মানুষ খেলনার অস্ত্র হাতে শখের বসে ছবি তুলেছিলেন। খামখেয়ালির বসে তিনি সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করেন। এরপরই শুরু হয় তুলকালাম কাণ্ড। এমন ছবি আপলোড করার অপরাধে দাড়ি-টুপি পরিহিত সেই মানুষটিকে হাতকড়া, থানা, জেলের শিক পর্যন্তও দেখতে হয়েছে।

শুধু শখের বসে খেলনার অস্ত্র হাতে ছবি তোলায় কি অপরাধ ছিল সেই দাড়ি-টুপি পরিহিত মানুষটির। সামাজিক মাধ্যমে জোরালোভাবে এমন একটি প্রশ্ন ওঠাতে দেখা গেছে নেটিজেনদের।

একজন দাড়ি টুপি পরিহিত মানুষের যে কাজটা প্রশাসনের কাছে অপরাধ সেটাই আইমান সাদিকরা করলে একজন যুবকের হেয়ালিপনা! দাড়ি-টুপির প্রতি কিছু মানুষের কেন এতো বিদ্বেষ- জ্বালাপোড়া- এভাবেও লিখেছেন কেউ কেউ।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইন্সটাগ্রামে আইমান সাদিকের 'সশস্ত্র' সেই ছবি আপলোডের ২১ ঘণ্টারও অধিক পার হয়েছে; কিন্তু তা নিয়ে দায়িত্বশীলদের কারো পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। প্রশাসনের লোকজনের মাঝেও দেখা গেছে এক ধরণের নির্লিপ্তভাব।

সময়ে সময়ে ইসলামী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বির্তক তৈরিকারী আইমান সাদিক সেকুলারপন্থী ও পশ্চিমাপ্রেমী হিসেবে পরিচিত হওয়ার কারণেই কি তবে তাদের কাছ থেকে সে পাচ্ছে সিমপ্যাথী!- সামাজিক মাধ্যমে এমন নানান প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে দেখা গেছে নেটিজেনদের।

ফ্রান্সে হিজাব নিষিদ্ধের প্রস্তাব দিলো প্রেসিডেন্ট প্রার্থী

আগামী বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু তার আগেই পরিবেশ গরম করতে মাঠে নেমে পড়েছে সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা। তাদেরই একজন হচ্ছেন মেরি লা পেন। চরম ডানপন্থী এই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী পাবলিক প্লেসে মুসলিম নারীদের হিজাব পরা নিষিদ্ধ করতে প্রস্তাব দিয়েছে।

গত শুক্রবার সে এক সংবাদ সম্মেলনে হিজাব নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দেয়। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা।

জানা যায়, ফ্রান্সের রাজনীতিতে সুপরিচিত মুখ এই লা পেন। বিগত নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে ব্যাপক টক্কর দিয়েছিল।

প্রস্তাবে লা পেন বলেছে, আমি মনে করি হেডস্কার্ফ একটি ইসলামি পোশাক। প্রস্তাবিত আইনে ‘ইসলামি মতাদর্শ’ নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, লা পেনের এই প্রস্তাবকে তাৎক্ষণিকভাবে চ্যালেঞ্জ জানাবে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং অধিকার কর্মী। আর এটা নিশ্চিতভাবেই অসংবিধানিক হিসেবে বাতিল হয়ে যাবে।

২০১৭ সালের ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলিম বিরোধী ভাষা প্রয়োগ করে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছিল লা পেন। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখেও একই ধরনের ভাষার ব্যবহার শুরু করছে লা পেন।

এ নির্বাচনে মেরিন লে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে মুসলিম নারীরা আর হিজাব পরতে পারবেন না বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সূত্র: আলজাজিরা।

ফটো রিপোর্ট | নুসাইরী ও রুশ সৈন্যদের অবস্থানে আর্টেলারী হামলা

আল-কায়েদা মানহাযের সিরিয়ান ভিত্তিক একটি শাখা 'জামা'আত আনসারুত তাওহীদ' তাদের অফিসিয়াল চ্যানেলে আর্টেলারী ও মর্টার হামলার কিছু দৃশ্য প্রকাশ করেছে। যেখানে দেখা যায় যে, মুজাহিদগণ হাজারাইন ও আল-মালাজাহ

গ্রামে অবস্থিত ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনী ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালাচ্ছেন।

সবগুলো পিক একফাইলে দেখুন...

https://alfirdaws.org/2021/02/01/46628/

ফটো রিপোর্ট | মার্কিন নৌ-ঘাঁটিতে হামলার অসাধারণ ভিডিও প্রকাশ করল আল-কায়েদা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অফিসিয়াল মিডিয়া শাখা 'আল-কাতায়েব' ফাউন্ডেশন সাম্প্রতি কেনিয়ার মান্দা-বে উপকূলে অবস্থিত, দৃঢ় নিরাপত্তাবেষ্টীত ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর নৌ-ঘাঁটিতে হামলার প্রায় ১ ঘন্টার অসাধারণ একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। যা গত বছরের ৫ জানুয়ারি মুজাহিদগণ পরিচালনা করেছিলেন, এই অভিযানটি দীর্ঘ ১০ ঘন্টা যাবৎ স্থায়ী হয়েছিল। তীব্র এই লড়াইয়ে ক্রুসেডার বাহিনী মুজাহিদদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেছিল। এই অভিযানে কমপক্ষে ১৭ মার্কিন ক্রুসেডার সৈন্য এবং ৯ এরও অধিক কেনিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছিল।

হামলায় অংশগ্রহণকারী একজন মুজাহিদ ঘটনাস্থল থেকে জানান যে, আমরা ৭টি বিমান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছি।

ঐবছর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক মুসলিমদের পবিত্র স্থান জেরুজালেমকে দখলদার ইসরাঈলের রাজধানী ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হিসাবে "জেরুজালেম কখনো ইহুদীদের হবে না" শিরোনামে এই অভিযানটি চালিয়েছিল আল-কায়েদা।

আরবি, ইংরেজি ও সোমালি তিনটি ভাষায় ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও ৯০ দশকে বরকতময় এই জিহাদকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া 'তানযিমুল কায়েদার প্রাক্তন আমীর' শহিদ শাইখ ওসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ বক্তব্য দ্বারা দীর্ঘ এক ঘন্টার এই ভিডিওটি শুরু করা হয়।

ভিডিওটিতে মুজাহিদিন কর্তৃক নৌ-ঘাঁটিতে হামলা, মুজাহিদদের প্রস্তুতি পর্ব এবং অভিযানে শাহাদাত বরণকারী মুজাহিদদের বক্তব্য যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ভিডিওটির বিভিন্ন অংশে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় উমারাদের বক্তব্যও যুক্ত করা হয়েছে।

যাদের মাঝে রয়েছেন- আল-কায়েদার বর্তমান আমির শাইখ আয়মান আল-জাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ্, শাইখ আবু উবাইদাহ্ হাফিজাহুল্লাহ্, শাইখ ইব্রাহিম আল-কৌসি হাফিজাহুল্লাহ্ (খোবাইব আস-সুদানী)। শহিদুদ দা'ওয়াহ শাইখ আনোয়ার আল-আওলাকী রহিমাহুল্লাহ, একিউএপির প্রাক্তন আমীর শাইখ হারিস আন-নাজারী রহিমাহুল্লাহ এবং ৯০'র দশকের ইমামুল জিহাদ শহিদ শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ।

ভিডিওটির কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/02/01/46623/

ফটো রিপোর্ট | তালেবান কর্তৃক দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে প্রতিনিয়ত দরিদ্র ও অভাবী পরিবারদের মাঝে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করে থাকেন। এরই ধারাবাহিতায় এবার কুন্দুজ প্রদেশের দাশ্ত-আরচি এবং ইমাম সাহেব জেলার কয়েক শাতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

https://alfirdaws.org/2021/02/01/46622/